# বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২

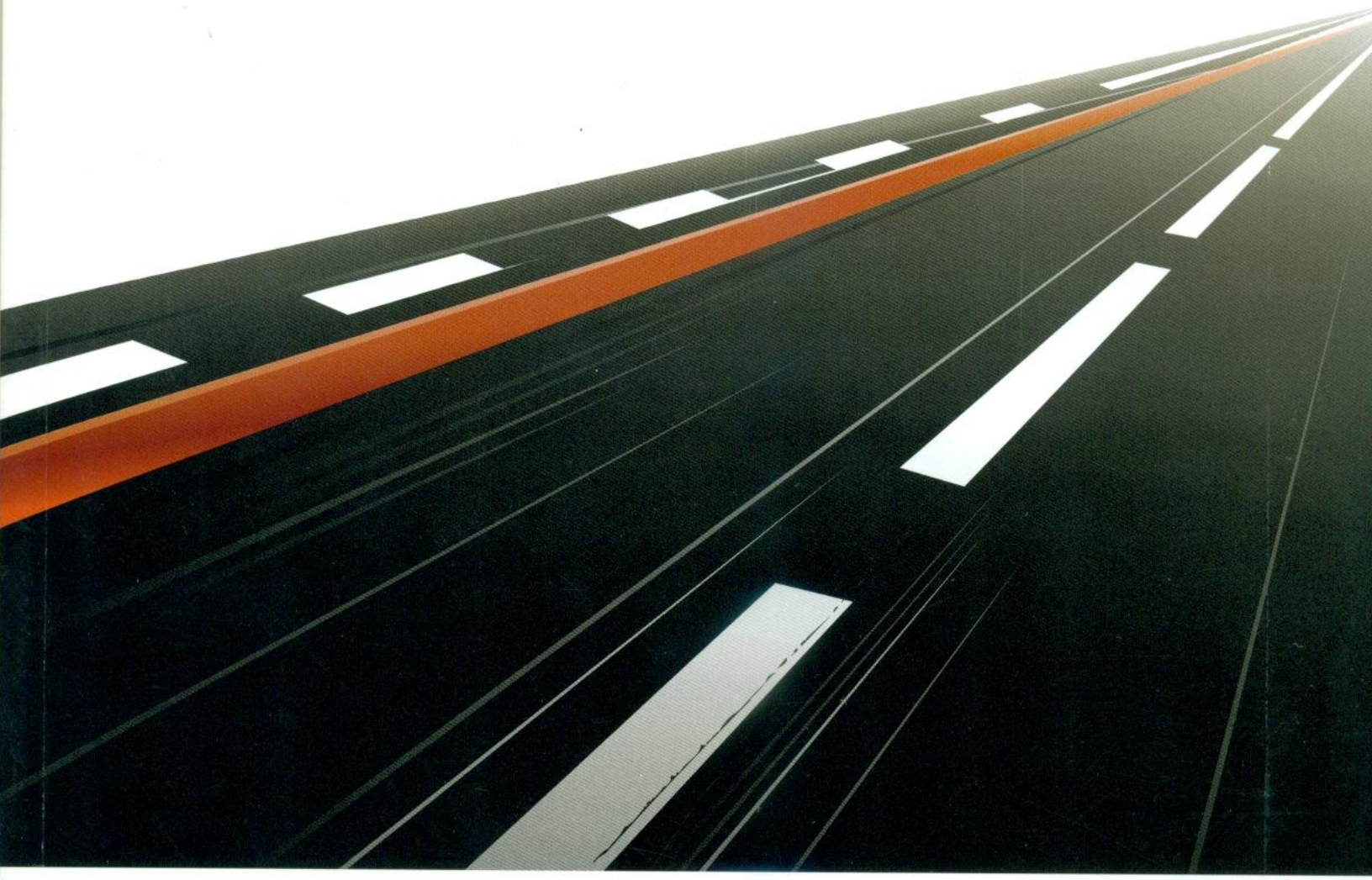

সড়ক বিভাগ

যোগাযোগ মন্ত্রণালয়

# বার্ষিক প্রতিবেদন - ২০১২

সড়ক বিভাগ

যোগাযোগ মন্ত্রণালয়

# সূচিপত্র


| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| অবতরণিকা | ২ |
| সারসংক্ষেপ | ৩ |
| সড়ক বিভাগ | ৮ |
| বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) | ১৪ |
| ঢাকা পরিবহণ সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) | ২০ |
| বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্পোরেশন (বিআরটিসি) | ২৫ |
| সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর | ৩৫ |

# অবতরণিকা

মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের গত ০৫ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের দু'টি বিভাগ হচ্ছে সড়ক বিভাগ ও সেতু বিভাগ। মাননীয় মন্ত্রী দায়িত্বভার গ্রহণের অব্যবহিত পর থেকেই স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক, দুর্নীতিমুক্ত, পরিবেশ বান্ধব কর্মপরিবেশ ও টীম ওয়ার্কের মাধ্যমে কাজে গতিশীলতা আনয়নসহ সড়ক বিভাগ এবং এর আওতাধীন অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থাসমূহের ভাবমুর্তি উন্নয়নে সচেষ্ট হন।

সে সময়ে বিদ্যমান সড়কের বেহালদশা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী সারা দেশের সড়কের অবস্থা স্বচক্ষে অনুধাবনের জন্য ব্যাপকভাবে জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়ক এবং জেলা সড়কসমূহ সরেজমিন পরিদর্শন শুরু করেন। ২০১২ সালে মাননীয় মন্ত্রী ৫৯টি জেলা এবং ২১০টি উপজেলার সড়ক নেটওয়ার্ক একাধিকবার পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দিয়ে সড়ক বিভাগের আওতাধীন সড়কসমূহের প্রভূত উন্নতি সাধনে অবদান রেখেছেন। বর্তমানে সড়ক বিভাগের আওতাধীন সড়ক নেটওয়ার্কের অবস্থা আগের চেয়ে অনেক উন্নত। এতে সড়ক বিভাগের উপর জনসাধারণের আস্থা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। তদসত্ত্বেও সড়ক নেটওয়ার্ক আরও উন্নত এবং Vision-2021 এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার নিমিত্ত বিদ্যমান সড়ক নেটওয়ার্কের লাগাতার সংরক্ষণ ও মেরামত এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের কাজ চলছে। সড়কপথে জনসাধারণের যাতায়াত আরও নির্বিঘ্ন ও নিরাপদ করার জন্য গত অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজ উদ্যোগে অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রদান করায় এ সাফল্য অর্জন ত্বরান্বিত হয়েছে।

মাননীয় মন্ত্রীর উদ্যোগে সড়ক দুর্ঘটনা রোধকল্পে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে ১০টি এবং কেরানীহাট-বান্দরবান মহাসড়কে ৩টি বাঁক সরলীকরণ ও প্রশস্ত করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে উভয় মহাসড়কে গত এক বছরে সড়ক দুর্ঘটনা ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। এ সাফল্যকে সামনে রেখে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে ৩টি ও ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে ৩টি বাঁক সরলীকরণ ও প্রশস্তকরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এছাড়া ১৬১ টি চিহ্নিত দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকা সরলীকরণ ও প্রশস্তকরণের লক্ষ্যে একটি পৃথক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

সড়ক উন্নয়নের তদারকি ছাড়াও মাননীয় মন্ত্রী এ বিভাগের আওতাধীন সড়ক ও জনপথ (সওজ) অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) এবং বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্পোরেশন (বিআরটিসি) এর দুর্নীতি হ্রাস করে জনগণের হয়রানি লাঘবে প্রধান কার্যালয়সহ মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলো আকস্মিক পরিদর্শন করে করণীয় নির্ধারণ ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেছেন। ফলশ্রুতিতে বিআরটিএ-তে দুর্নীতি হ্রাস পেয়েছে, রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অল্পসময়ের মধ্যে জনগণ সেবা পেতে শুরু করেছেন। বিআরটিসি বহরে নতুন গাড়ী ও রুট সংযোজন করে বিআরটিসি'কে একটি লাভজন প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হয়েছে। বৃহত্তর ঢাকার পরিবহণ ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু, পরিকল্পিত, সমন্বিত ও আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর এবং নরসিংদী জেলাকে অন্তর্ভুক্ত করে 'ঢাকা যানবাহন সমন্বয় বোর্ড' বিলুপ্ত করে তদস্থলে 'ঢাকা পরিবহণ সমন্বয় কর্তৃপক্ষ' (ডিটিসিএ) প্রতিষ্ঠা করে ডিটিসিএ কে একটি কার্যকর প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করা হয়েছে।

## সারসংক্ষেপ

সড়ক বিভাগ এবং সেতু বিভাগের সমন্বয়ে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় গঠিত। সড়ক বিভাগের আওতাধীন অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থা হচ্ছে- সড়ক ও জনপথ (সওজ) অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ), বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্পোরেশন (বিআরটিসি) এবং ঢাকা পরিবহণ সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ)।

প্রত্যাশিত আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অনুকূল টেকসই, নিরাপদ ও মানসম্মত সড়ক অবকাঠামো এবং সমন্বিত আধুনিক গণপরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সড়ক বিভাগ নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। ২০১২ সালে সড়ক বিভাগে নিবিড় তদারকি, প্রশাসনিক সংস্কার, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও বিধিবিধানের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে সুশাসন নিশ্চিত করে জনগণকে উন্নত সেবা প্রদানে ব্যপক উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি তথ্য সমৃদ্ধ ও Interactive ওয়েবসাইট চালুসহ এ বিভাগে অফিস অটোমেশন স্যুট ব্যবহার করে দাপ্তরিক যোগাযোগ ও নথি আদান প্রদানে প্রচলিত পদ্ধতির পাশাপাশি 'এইচ আর ব্যবস্থাপনা' এবং 'ই-ফাইলিং' পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। নির্দিষ্ট আর্থিক সীমার উপরের ক্রয়কার্যক্রম অনলাইনে ই-জিপি এর মাধ্যমে সম্পাদন করা হচ্ছে।

বিগত অর্থবছরের তুলনায় চলতি অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দের ৯০.৪৫% ব্যয় করা হয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে প্রথম ছয় মাসে ব্যয় বরাদ্দের ৪৫.৭৫%। এ ব্যয় গত অর্থ বছরের এ সময়ের (৩৪.২২%) চেয়ে ১১.৫৩% বেশী এবং এ সময়ের জাতীয় অগ্রগতি (২৮%) হতে ১৭.৭৫% বেশী। সীমিত সম্পদ দিয়ে অগ্রাধিকার নির্ধারণপূর্বক আওতাধীন সড়কসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত এবং জাতীয় ও অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ সড়কসমূহের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ করা হচ্ছে।

সড়ক বিভাগে প্রথমবারের মত জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়ক এবং জেলা সড়কের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিবীক্ষণের জন্য স্থায়ী মনিটরিং টীম গঠন করা হয়েছে। সড়ক বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী থেকে শুরু করে সহকারী সচিব/সহকারী প্রধান পর্যন্ত সকলে নিয়মিত সড়কের মেরামত ও রক্ষাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কাজ মনিটরিং করায় বিগত বর্ষা মৌসুমে ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানসমূহে ঘরমুখো মানুষ নিরাপদ ও নির্বিঘ্নে গন্তব্যে আসা-যাওয়া করতে পেরেছেন।

### বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)

একটি আধুনিক, নিরাপদ, টেকসই ও আইটি নির্ভর সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষের প্রাতিষ্ঠানিক ও কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়েছে । বর্তমানে ৫৩টি সার্কেল অফিসের মাধ্যমে সারাদেশে ৬৪টি জেলাতেই বিআরটিএ'র কার্যক্রম সম্প্রসারিত করে গ্রাহক সেবা সম্প্রসারন করা হয়েছে।

মোটরযানের কর ও ফি আদায়ে অন-লাইন ব্যাংকিং সিস্টেম চালু করার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রাহক সেবার মানোন্নয়নের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট খাতে সরকারের রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিবহণ সেক্টরে সার্বিক শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে মোটরযানের রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট, রেডিও ফ্রিক্যুয়েন্সি আইডেনটিফিকেশন (আরএফআইডি) ট্যাগ, ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রবর্তন করা হয়েছে। ইলেক্ট্রনিক চিপযুক্ত ডিজিটাল স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স চালু হওয়ার প্রেক্ষিতে ভুয়া/জাল/অবৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স ব্যবহারের প্রবণতা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে।

অতিরিক্ত সিএনজি অটোরিকশা চালু, বিআরটিএ'র ডাটা সেন্টার স্থাপন, মোটরযান পরিদর্শন কেন্দ্র (ভিআইসি) স্থাপন, জনবল নিয়োগ ও নতুন সার্কেল অফিস চালু, ড্রাইভিং ইনস্ট্রাক্টর লাইসেন্স ও ড্রাইভিং স্কুল রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম অব্যাহত আছে। সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস ও ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসনে বিআরটিএ স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

### ঢাকা পরিবহণ সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ)

বৃহত্তর ঢাকার পরিবহণ ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু, পরিকল্পিত, সমন্বিত ও আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর এবং নরসিংদী জেলাকে অন্তর্ভুক্ত করে ঢাকা পরিবহণ সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। Strategic Transport Plan (STP) এর আওতায় বৃহত্তর ঢাকায় গৃহীত সকল পরিবহণ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসমূহ ডিটিসিএ সমন্বয় সাধন করছে।

Strategic Transport Plan (STP)-এ ঢাকা মহানগরীর গণপরিবহণ ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে ৩টি Mass Rapid Transit এবং ৩টি Bus Rapid Transit মোট ৬টি রুট নির্মাণের সুপারিশ রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় গাজীপুর থেকে হযরত শাহজালাল (রঃ) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত একটি বিশেষ BRT Line নির্মাণের কাজও সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর গ্রহণ করেছে। ঢাকা শহরে MRT Line-6 (মেট্রো রেল) নির্মাণের লক্ষ্যে JICA এর অর্থায়নে Dhaka Mass Rapid Transit Development Project বাস্তবায়নাধীন আছে। MRT Line-6 এর রুটটি হল: উত্তরা ৩য় ফেইজ-পল্লবী-রোকেয়া সরণির পশ্চিম পাশ দিয়ে খামারবাড়ী হয়ে

ফার্মগেট-হোটেল সোনারগাঁও-শাহবাগ-টিএসসি-দোয়েল চত্বর-তোপখানা রোড-বাংলাদেশ ব্যাংক পর্যন্ত। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় সর্বমোট ২১,৯৮৫.০৭ কোটি টাকা। তন্মধ্যে জিওবি খাতে ৫,৩৯০.৪৮ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য খাতে ১৬,৫৯৪.৫৯ কোটি টাকা। MRT Line-6 এর দৈর্ঘ্য প্রায় ২০.১ কিলোমিটার এবং প্রস্তাবিত স্টেশনের সংখ্যা ১৬টি। প্রস্তাবিত MRT Line-6 প্রকল্পটি সম্পূর্ণ এলিভেটেড। এটি হবে বাংলাদেশের ১ম দ্রুতগতি ও উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন গণপরিবহণ ব্যবস্থা। এটি বাস্তবায়িত হলে প্রতি ঘন্টায় একদিকে আনুমানিক ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) যাত্রী পরিবহণ করা সম্ভব হবে। এতে ঢাকা শহরের যাত্রী পরিবহণ ব্যবস্থা উন্নত ও আধুনিক হবে, যানজট অনেকাংশে হ্রাস পাবে এবং পরিবেশের ব্যাপক উন্নয়ন হবে। শতভাগ সরকারি মালিকানাধীন একটি কোম্পানী (Dhaka Mass Transit Company Limited, DMTCL) Mass Rapid Transit Line-6 (MRT Line-6) পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করবে।

BRT Line-3 বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে হযরত শাহজালাল (রঃ) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে মহাখালী-মগবাজার-রমনা-গুলিস্তান-নয়াবাজার-ঝিলমিল পর্যন্ত রুটের সমীক্ষা ও প্রাথমিক নকশা চূড়ান্ত করা হয়েছে। এর দৈর্ঘ্য প্রায় ২২ কিলোমিটার এবং প্রস্তাবিত স্টেশনের সংখ্যা ১৬টি। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে একদিকে প্রতিঘন্টায় ১৫,০০০ জন যাত্রী পরিবহণ সম্ভব হবে। BRT Line-3 প্রকল্পটির Feasibility Study & Preliminary Design এর কাজ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের Detail Engineering Design এর EOI মূল্যায়ন সমাপ্ত হয়েছে এবং বিশ্বব্যাংকের সম্মতির জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। BRT Line-3 বাস্তবায়নের জন্য ঋণ সহায়তা প্রাপ্তির উদ্যোগ গ্রহণের জন্য ইআরডিকে অনুরোধ করা হয়েছে।

বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় ঢাকা বাস নেটওয়ার্ক পূণর্গঠন ও রেগুলেটরি রিফর্ম সমীক্ষা কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে। Japan International Cooperation Agency (JICA) এর সহায়তায় ডিটিসিএ এর তত্ত্বাবধানে e-Ticketing এর জন্য Clearing House প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে ডিটিসিএ পেশাজীবি গাড়ীচালকদের দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আয়োজন করছে। সড়ক পরিবহণ ও ট্রাফিক আইন-২০১৩ এর খসড়া চূড়ান্ত হয়েছে। স্টেকহোল্ডারদের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। মতামতের নিরিখে খসড়া আইনটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার মাধ্যমে চূড়ান্ত করা হবে।

## বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্পোরেশন (বিআরটিসি)

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্পোরেশন (বিআরটিসি) একটি রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা। সম্প্রতি বিআরটিসি'র যানবহরে নতুনভাবে আধুনিক বাস সংযোজিত হয়েছে। বিআরটিসি'র যানবহরে বর্তমানে মোট ১৪১৪টি বাস এবং ১৬২টি ট্রাক রয়েছে। তন্মধ্যে ২০১২ সালে ২৯০টি নতুন বাস ক্রয় করা হয়েছে এবং আরো ৫০টি আর্টিকুলেটেড বাস ১০০টি এসি বাস মার্চ, ২০১৩ এর মধ্যে বিআরটিসি বহরে যুক্ত হবে। বিআরটিসি'র ট্রাকগুলো অতীব পুরাতন বিধায় উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নতুন ৫০০টি ট্রাক সংগ্রহের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলের জনগণের চাহিদার বিবেচনায় আরো ৩১০টি দ্বিতল বাস সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান। যানবাহনের সংখ্যা পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পাওয়ায় বিআরটিসি ১,০০০টি চালকের পদ সৃষ্টি করে ইতোমধ্যে ৬০৬টি পদে লোক নিয়োগ সম্পন্ন করেছে।

বিআরটিসি'র সার্ভিস আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ই-টিকেটিং সিস্টেমের আওতায় ৩টি রুটে ই-টিকেটিং পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা) এর সহযোগিতায় Digital সিস্টেমের মাধ্যমে আইসিটি ফেয়ার কালেকশনের আওতায় এসপাস (SPASS) কার্ড প্রবর্তন করা হয়েছে। এতে যাত্রী সাধারণ ভীষণভাবে উপকৃত হচ্ছেন এবং বিআরটিসি'র যাত্রীসেবার মান উন্নয়নসহ রাজস্ব আয়ের পরিমান বৃদ্ধি পেয়েছে।

সঠিক এবং সময়োপযোগী পদক্ষেপের প্রেক্ষিতে বিআরটিসি'তে বর্তমানে যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় সাময়িকভাবে বন্ধ থাকা ডিপোসমূহ পুনরায় চালু করা সম্ভব হয়েছে। ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য শহরভিত্তিক এলাকাগুলোতে বিআরটিসি বাসের ক্রমবর্ধমান চাহিদার কারণে নতুন নতুন রুট চালু করে বিআরটিসি'র যাত্রীসেবা ২০% বাড়ানো হয়েছে।

বিভিন্ন সরকারি সংস্থার পণ্য সামগ্রী বিআরটিসি'র ট্রাকে দেশের বিভিন্ন স্থানে পরিবহণ করা হচ্ছে। হরতাল-ধর্মঘটসহ অন্যান্য অনাকাংখিত পরিস্থিতির সময়ে বিআরটিসি জনস্বার্থে ট্রাক ব্যবহার করে পণ্য পরিবহণ অব্যাহত রাখে।

বর্ধিত চাহিদার প্রেক্ষিতে বর্তমানে বিআরটিসি'র স্কুল/স্টাফ বাসের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। শুধু মহিলাদের জন্য ১০টি ''মহিলা বাস সার্ভিস'' ঢাকার বিভিন্ন স্থানে আসা-যাওয়া করছে। হজ্জ, বিশ্ব ইজতেমা, ঈদ ইত্যাদি উপলক্ষে বিআরটিসি স্পেশাল বাস সার্ভিস চালু করেছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা সফর/আনন্দ ভ্রমণ/বনভোজনসহ বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানের জন্য বিআরটিসি সুলভ মূল্যে বাস প্রদান করে থাকে। বর্তমানে বিআরটিসি ঢাকা-কোলকাতা-ঢাকা এবং ঢাকা-আগরতলা-ঢাকা রুটে বাস সার্ভিস পরিচালনা করে আসছে।

দেশের বিভিন্ন জেলায় বিআরটিসি'র তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ১৭টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে পেইন্টিং, ডেন্টিং, ওয়েল্ডিং ও ড্রাইভিং পেশায় প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ২০১২ সালে প্রায় ৮,৫০০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে মহিলা প্রশিক্ষণার্থী প্রায় ১,০০০ জন।

## সড়ক ও জনপথ (সওজ) অধিদপ্তর

সওজ অধিদপ্তরের ব্যবস্থাধীনে দেশব্যাপি মোট প্রায় ২১,৫৭১ কিলোমিটার সড়ক রয়েছে। তন্মধ্যে জাতীয় মহাসড়ক ৩,৫৭০ কিলোমিটার, আঞ্চলিক মহাসড়ক ৪,৩২৩ কিলোমিটার এবং জেলা সড়ক ১৩,৬৭৮ কিলোমিটার। এ সকল সড়কের বিভিন্ন স্থানে ৪,৫০৭ টি সেতু, ১৩,৭৫১ টি কালভার্ট এবং ৬০টি ফেরী ঘাট রয়েছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে এ অধিদপ্তরে রাজস্ব আয় হয়েছে সর্বমোট ৪২৬.৯২ কোটি টাকা। এবং ২০১২-১৩ অর্থবছরে ডিসেম্বর, ২০১২ পর্যন্ত রাজস্ব আয় ২১৫.৮২ কোটি টাকা।

২০১১-১২ অর্থ বছরে সওজ অধিদপ্তর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় সর্বমোট ১৬৯টি প্রকল্পের মধ্যে ১৬টি প্রকল্পের বাস্তাবায়ন কাজ সমাপ্ত করেছে। উক্ত সময়ে ৩০.৫০ কিলোমিটার সড়ক নতুন নির্মাণ, ৫২৮ কিলোমিটার সড়ক প্রশস্ত ও মজবুতীকরণ, ২৩৭২ কিলোমিটার সড়ক সার্ফেসিং এবং ৪০৪৬ মিটার কনক্রিট সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ৩১টি প্রকল্প সমাপ্তির জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রাপ্ত বরাদ্দ ও কাজের বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় বর্তমান অর্থবছরে ৩১টি প্রকল্পেরই কাজ সমাপ্ত করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

সদ্য সমাপ্ত প্রকল্পগুলোর মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অতি সম্প্রতি ১৪২০ মিটার দীর্ঘ চট্টগ্রাম বন্দর সংযোগ উড়াল সেতু, রংপুর-কুড়িগ্রাম জাতীয় মহাসড়কে তিস্তা নদীর উপর নির্মিত ৭৫০ মিটার দীর্ঘ তিস্তা সেতু এবং বান্দরবান জেলার সাঙ্গু নদীর উপর নির্মিত ২১৭.১৫ মিটার দীর্ঘ রুমা সেতু ও ২১৬.৪৪ মিটার দীর্ঘ থানচি সেতু যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করেন।গত ২৭ ডিসেম্বর'১২ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বনানী রেল ওভারপাস যান চলাচলেরে জন্য উম্মুক্ত করেছেন। মাননীয় যোগাযোগমন্ত্রী সম্প্রতি রংপুর-বদরগঞ্জ-পার্বতীপুর সড়কে যমুনেশ্বরী নদীর উপর নির্মিত ১২৬ মিটার দীর্ঘ যমুনেশ্বরী সেতু ও কাঁচপুর সেতুর নিচে দিয়ে বিকল্প পথে চলাচলের জন্য নির্মিত ৮৬০ মিটার দীর্ঘ সার্কুলার সড়ক এবং ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ২৫তম কিলোমিটারে মোগরাপাড়া চৌরাস্তায় নির্মিত ফুটওভার ব্রীজ জনসাধারণের চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করেছেন।

সমাপ্ত ও উদ্বোধন করা হবে এরকম উল্লেখযোগ্য স্থাপনার মধ্যে রয়েছে- টাঙ্গাইলের এলাসিন নামক স্থানে ধলেশ্বরী নদীর উপর ৫১৫.১২ মিটার দীর্ঘ এলাসিন সেতু, কক্সবাজারের খুরুশকুল-চৌফলদন্ডী-ঈদগাঁও সড়কের ৩৪৬মিটার চৌফলদন্ডী সেতু, রংপুর ও দিনাজপুরের মধ্যবর্তী সাদুল্লাপুর (মাদারগঞ্জ)-পীরগঞ্জ-নবাবপুর সড়কে করতোয়া নদীর উপর ৩০৩.৩২ মিটার দীর্ঘ ওয়াজেদ মিয়া সেতু, সিরাজগঞ্জ জেলার সোনতলাঘাটে করতোয়া নদীর উপর ৩৪৭.৫ মিটার দীর্ঘ সোনতলা সেতু, খুলনার বেতগ্রাম-তালা-পাইকাগাছা-কয়রা সড়কে ৩৪৬.৭৬ মিটার দীর্ঘ শিবসা সেতু এবং ২২৩.৪৬ মিটার দীর্ঘ কয়রা সেতু, বিরিশিরি-শ্যামগঞ্জ সড়কে শুকনাকুড়ি নদীর উপরে ২২৪.১১ মিটার দীর্ঘ শুকনাকুঁড়ি সেতু এবং আরএনআইএমপি-২ প্রকল্পের আওতায় ৫৩.১০ কিলোমিটার দীর্ঘ পঞ্চগড়-বাংলাবান্দা সড়ক।

বাস্তবায়নাধীন গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের মধ্যে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের মোট অগ্রগতি ৩৫.০৫%। এ প্রকল্পে ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত ১৯২.৩ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ করার জন্য নির্ধারিত আছে। জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৮৮ কিলোমিটার সড়ককে ৪-লেনে উন্নীতকরণের সার্বিক অগ্রগতি ২৪.৪৫% (প্রায়)। প্রকল্পটি ডিসেম্বর ২০১৩ এর মধ্যে সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়। গৌরনদী-আগৈলঝাড়া-পয়সারহাট-কোটালীপাড়া-গোপালগঞ্জ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৪৭.৮৩ কিলোমিটার দীর্ঘ সড়ক উন্নয়নের কাজ এগিয়ে চলছে। ডিসেম্বর, ২০১২ পর্যন্ত সার্বিক অগ্রগতি ৬০%। ইস্টার্ণ বাংলাদেশ ব্রীজ ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (ইবিবিআইপি) এর আওতায় বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলের জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কে অবস্থিত ১১৭টি ক্ষতিগ্রস্ত সেতু পুনঃনির্মাণ করা হচ্ছে। প্রকল্পের এ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি ২৪.৫৪%। ১৬ কিলোমিটার দীর্ঘ নবীনগর-ডিইপিজেড-চন্দ্রা সড়ক ৪ লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পটিতে এপ্রিল ২০১৩ এর মধ্যে ১০০% বাস্তব কাজ সমাপ্ত করা যাবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে। পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ সড়ক উন্নয়ন এবং শেখ লুৎফর রহমান সেতু (পাটগাতী সেতু) নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ৩৯১.৫৪ মিটার দীর্ঘ শেখ লুৎফর রহমান সেতুর কাজ সমাপ্তির পর্যায়ে রয়েছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন মিরপুর বিমান বন্দর সড়কে ফ্লাইওভার নির্মাণ প্রকল্পটি কাজ সমাপ্তির পর্যায়ে রয়েছে। সমগ্র দেশের জেলা সড়ক উন্নয়নের লক্ষ্যে এডিপি'তে চলমান ৮টি জোনাল জেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের ২০১২ পর্যন্ত ৫০% সমাপ্ত হয়েছে এবং জুন ২০১৩ এর মধ্যে সমাপ্ত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন সড়ক নেটওয়ার্কে অন্তর্ভুক্ত সেতুসমূহের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ প্রকল্পের আওতায় মোট ৪৮টি অসমাপ্ত সেতুর অবশিষ্ট কাজ সম্পাদনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। প্রকল্পটির ১৭টি সেতুর নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে এবং ৩১টি সেতুর কাজ চলমান রয়েছে। পটুয়াখালী-কুয়াকাটা সড়কে আন্ধারমানিক নদীর উপর ৮৯১.৭৬ মিটার দীর্ঘ শহীদ শেখ কামাল সেতুর বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৩৫%, সোনাতলা নদীর উপর ৪৮২.৩৭ মিটার দীর্ঘ শহীদ শেখ

জামাল সেতুর বাস্তবায়ন অগ্রগতি ২০% এবং খাপড়াভাঙ্গা নদীর উপর ৪০৮.৩৬ মিটার দীর্ঘ শহীদ শেখ রাসেল সেতুর বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৬৫.৫০%। আশা করা যায় ডিসেম্বর ২০১৩ এর মধ্যে সেতু ৩টির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা সম্ভব হবে।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে মেঘনা ও গোমতী সেতু পূণর্বাসন প্রকল্প (ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ৬০.৮০%), মিরপুর-এয়ারপোর্ট রোডে ফ্লাইওভার নির্মাণ প্রকল্প (প্রায় সমাপ্তির পর্যায়ে), কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন-ড্রাইভ ২য় পর্যায় (ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ৩৯.১৩%), পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ৬টি সড়ক নির্মাণ/উন্নয়ন প্রকল্প (প্রায় সমাপ্তির পর্যায়ে) এবং জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের প্যাকেজ-১ ও ২ বাস্তবায়ন।

সম্প্রতি গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের মধ্যে বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়কে পায়রা নদীর উপর পায়রা সেতু (লেবুখালী সেতু), মোস্তফাপুর-মাদারীপুর-শরিয়তপুর-চাঁদপুর সড়কে আড়িয়ালখাঁ নদীর উপর ৭ম বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সেতু (কাজীরটেক সেতু), ফেরী ও পন্টুন নির্মাণ/পূণর্বাসন এবং গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রকল্প উল্লেখযোগ্য। গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রকল্পের আওতায় বাংলদেশে এ প্রথম হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে গাজীপুর পর্যন্ত ২০ কিলোমিটার Bus Rapid Transit (BRT) সড়ক নির্মিত হবে। বিআরটি সিস্টেমে পিক আওয়ারে ঘন্টায় প্রতি লেনে প্রতি দিকে ২০,০০০ যাত্রী যাতায়াত করতে পারবে। ২০৩৯.৮৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ের এ প্রকল্পটি ২০ নভেম্বর ২০১২ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

Upcoming প্রকল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ হল- জাইকার সহায়তায় দ্বিতীয় কাঁচপুর, দ্বিতীয় মেঘনা ও দ্বিতীয় গোমতী সেতু নির্মাণ, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তায় জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেংগা ৪ লেন সড়ক নির্মাণ এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে টেকনিক্যাল এসিসট্যান্স ফর রোড সেফটি ইম্প্রুভমেন্ট প্রোগ্রাম।

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন সড়ক ও সেতুসমূহের সংস্কার ও মেরামতের কাজ রাজস্ব বাজেটের আওতায় অনুন্নয়ন খাত হতে নির্বাহ করা হয়। চলতি অর্থবছরে হাইওয়ে ডেভেলপমেন্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট (এইচডিএম) মেথড অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত Need Assessment Report এর ভিত্তিতে এ খাতে নির্ণীত চাহিদা ৭০৯১.৩৮ কোটি এবং প্রাপ্তি ৯৮০.৯৪ কোটি টাকা। বর্তমান অর্থবছরে এ খাতে গত অর্থবছর হতে ২৭৬.০৪৪ কোটি টাকা বেশী বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে। তবে চলমান কাজ সমাপ্ত করতে আরও অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রয়োজন। বরাদ্দকৃত অর্থে সারাদেশে ১৫০ কিলোমিটার সড়ক পুর্নবাসন, ৪০০ কিলোমিটার কার্পেটিংসহ সীলকোট, ৮৫০ কিলোমিটার ওভারলে, ১০০ কিলোমিটার ডিবিএসটি , ১৫০০ কিলোমিটার সীলকোট, ১০টি সেতু ও ১১০টি কালভার্ট পুনঃনির্মাণের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। গৃহীত অধিকাংশ কাজ এপ্রিল/২০১৩ মাসের মধ্যে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত আছে।

২০১১-১২ অর্থ বছরে সড়ক সেতু মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে বরাদ্দ ছিল ৭০৪.৯০ কোটি টাকা। বরাদ্দকৃত অর্থে সারাদেশে ১৪০.৫৩ কিলোমিটার সড়ক পুর্নবাসন, ৭২১.০০ কিলোমিটার কার্পেটিংসহ সীলকোট, ৩৪২.৬১ কিলোমিটার ওভারলে, ৯০.৪৪ কিলোমিটার ডিবিএসটি, ১১০৫.৯৬ কিলোমিটার সীলকোট, ৯টি সেতু ও ১১০টি কালভার্ট পুনঃনির্মাণ এবং ৫৪০ মিটার (২২টি) বেইলী সেতু সংগ্রহ করা হয়েছে।

বাথুলী, মেঘনা সেতু, গোমতী সেতু, আউসকান্দি, সীতাকুন্ড, ময়নামতি, মরিচ্যা বাজার ও জগদীশপুর এলাকায় সড়ক/মহাসড়কের উপর মোট ৮টি ওভারলোড কন্ট্রোল স্টেশন স্থাপিত হয়েছে। পাশাপাশি ভোগরা, নওয়াপাড়া, পঞ্চগড় , বড়খাতা , কয়লাবাড়ি, বেনাপোল, মহাস্থানগড়, খাগাইল ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে আরও ৮টি ওভারলোড কন্ট্রোল স্টেশন স্থাপনের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

সরকারি খাতের পাশপাশি বেসরকারি খাতের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে পরিবহণ ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতায় ১৩টি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রকল্প পিপিপি'র ভিত্তিতে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে তিনটি প্রকল্প [Upgrading of Joydebpur-Debogram-Bhulta-Modanpur (Dhaka Bypass) Road into 4 lane, Upgrading of Hemayetpur-Singair-Manikganj Road into 4 lane, Upgrading of Jatrabari-Sultana Kamal Bridge-Tarabo Road into 4 lane] অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক নীতিগত অনুমোদন দেয়া হয়েছে এবং ১টি প্রকল্প (Construction of Dhaka-Chittagong Expressway) নীতিগত অনুমোদনের জন্য সহসাই উপস্থাপন করা হবে।

সরকার কর্তৃক অনলাইনে টেন্ডার কার্যক্রম সম্পাদন করার লক্ষ্যে ই-প্রকিউরমেন্ট এর আওতায় স্থাপিত ই-জিপি পোর্টালে নির্বাচিত ৪টি পাইলট এজেন্সির মধ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর অন্তর্ভুক্ত আছে। ইতোমধ্য সওজ অধিদপ্তরে ৭৬টি ই-টেন্ডার আহবান করা হয়েছে।

পরিবর্তিত পরিস্থিতির নিরিখে সওজ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। SASEC প্রকল্পের আওতায় এডিবি অর্থায়নে সম্মত হয়েছে। সওজ অধিদপ্তরের আওতাধীন সড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে ২০ বছর মেয়াদী একটি সড়ক মহাপরিকল্পনা (Road Master Plan) প্রণয়ন করা হয়েছে।

জাতীয় বাজেটে রোড সেক্টরের বরাদ্দের অংশ ক্রমাগত হ্রাস এবং এমটিবিএফ গাইড লাইন যথাযথভাবে অনুসরণ না হওয়ায় উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা হচ্ছে। জাতীয় বাজেটে এ সেক্টরের বরাদ্দ বৃদ্ধি আবশ্যক। বৃহৎ প্রকল্প এমটিবিএফভুক্ত থাকায় এ সকল প্রকল্পে এডিপি'র সিংহভাগ অর্থ বরাদ্দ প্রদান করতে হয়। ফলে ছোট ও মাঝারী প্রকল্পগুলো বরাদ্দের অভাবে যথাসময়ে সমাপ্ত করা যায় না। তাই বৃহৎ প্রকল্পের বরাদ্দ আলাদাভাবে প্রদান করা প্রয়োজন। উন্নয়ন খাতে সমাপ্ত/বাদপড়া বা অন্য সংস্থায় হস্তান্তরিত সড়কে দীর্ঘদিনের ক্রমপুঞ্জিভূত বকেয়া প্রায় ২৫০.০০ কোটি টাকা। একইভাবে ''সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন ক্ষতিগ্রস্ত সড়কসমূহের জরুরী পুনর্বাসন'' প্রকল্পে বাস্তবায়িত কাজের অপরিশোধিত টাকা রয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয় হতে থোক বরাদ্দ অথবা উন্নয়ন প্রকল্প খাত হতে বিশেষ বরাদ্দের মাধ্যমে এ অর্থ পরিশোধ করা প্রয়োজন। এছাড়া সওজ অধিদপ্তরে বর্তমানে কর্মরত ৭০৫৯ জন ওয়ার্কচার্জড কর্মচারীকে নিয়মিত রাজস্ব সংস্থাপনে আনয়ন প্রয়োজন।

# সড়ক বিভাগ

# ভূমিকা

সড়ক বিভাগ এবং সেতু বিভাগ নিয়ে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় গঠিত। সড়ক বিভাগের আওতাধীন অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থা হচ্ছে- সড়ক ও জনপথ (সওজ) অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ), বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্পোরেশন (বিআরটিসি), ঢাকা পরিবহণ সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ)। সড়ক বিভাগ নিম্নোক্ত ভিশন ও মিশন অর্জনে লাগাতার নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

# ভিশন

প্রত্যাশিত আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অনুকূল টেকসই, নিরাপদ ও মানসম্মত সড়ক অবকাঠামো এবং সমন্বিত আধুনিক গণপরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা

# মিশন

- সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন সড়ক নেটওয়ার্কের সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ
- জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়ক এবং জেলা সড়কসমূহের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ
- অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ নতুন সড়ক নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন
- আধুনিক ও ডিজিটাল মোটরযান ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি প্রবর্তন ও সম্প্রসারণ
- নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতকরণ
- আধুনিক গণপরিবহণ ব্যবস্থা প্রবর্তন ও সম্প্রসারণ
- আন্তর্জাতিক রুটে বাস সার্ভিস সম্প্রসারণ
- পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) ভিত্তিতে সড়ক নেটওয়ার্ক এবং আধুনিক গণপরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ

# ক. প্রশাসনিক কার্যক্রম

## সুশাসন

কার্যবিধিমালা ১৯৯৬, সচিবালয় নির্দেশমালা ২০০৮ এবং সংশ্লিষ্ট আইন/বিধিমালা/নীতিমালা অনুযায়ী সড়ক বিভাগের সকল কার্যক্রম পরিচালনা নিশ্চিত করা হয়েছে। এতে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, জনগণের হয়রানি ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে ও তদবির করার পূর্বেই কাজ সম্পন্ন হওয়ার রেওয়াজ চালু হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব পর্যায়ে যে কোন নথিতে ২৪ ঘন্টার মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদানের চর্চাও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

## প্রশাসনিক সংস্কার

নির্ধারিত ভিশন ও মিশন অর্জনের লক্ষ্যে সড়ক বিভাগের সার্বিক কার্যক্রমকে ঢেলে সাজানো হয়েছে। প্রতিটি শাখা/অধিশাখার কাজের প্রকৃতি ও ধরণের সাথে সামঞ্জস্য রেখে শাখা/অধিশাখার নাম পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। নামের সাথে প্রতিটি শাখার কাজের সঙ্গতি রেখে পুনর্গঠিত শাখা/অধিশাখার কার্যক্রম পুনঃবন্টন করা হয়েছে। এতে কাজে গতিশীলতা এসেছে এবং যে কোন বিষয় তাৎক্ষণিকভাবে খুঁজে নিয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে। সড়ক বিভাগের আওতাধীন সংস্থাসমূহের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা আরও কার্যকর এবং সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলাগুলো যথাযথভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সরকারি সম্পত্তি ও সম্পদ রক্ষার নিমিত্ত সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাসের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিষয়টি বর্তমানে চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। দ্রুত নথি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। অচিরেই মুদ্রিত আকারে সংশোধিত আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা সম্পর্কিত পুস্তিকা প্রকাশ করা হবে। সড়ক বিভাগে দীর্ঘদিন যাবৎ শূন্য ২৩টি পদ পুরণ করা হয়েছে।

## মানব সম্পদ উন্নয়ন

২০১২ সালে সড়ক বিভাগ ও আওতাধীন অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার মোট ৭২ জন কর্মকর্তা বিদেশে প্রশিক্ষণ/সভা/সেমিনার/ওয়ার্কশপ/সিম্পোজিয়াম ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করেছেন। দেশের অভ্যন্তরে আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা ১৯৯২১ জন। এ বিভাগে মোট ২৩ জন (১ম শ্রেণী-১ জন, ৩য় শ্রেণী-১২ জন, ৪র্থ শ্রেণী-১০) কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে তন্মধ্যে ৭ জন কর্মচারীর জন্য এক মাসের মৌলিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। অবশিষ্টদেরও পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়াও দেশের অভ্যন্তরে আয়োজিত ১১১টি সেমিনার/ওয়ার্কশপ/

আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

সিম্পোজিয়ামে মোট ১১১ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেছেন। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে কম্পিউটারে ওয়ার্ড প্রসেসিং, ইউনিকোড, ইন্টারনেট ব্রাউজিং এবং ই-ফাইলিং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সড়ক বিভাগে নিয়মিত অভ্যন্তরীণ/রিফ্রেসার প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।

## খ. ডিজিটাল কার্যক্রম

### অফিস অটোমেশন স্যুট চালু

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সড়ক বিভাগ পেপারলেস্ অফিস হিসেবে যাত্রা শুরু করেছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের A2I প্রকল্পের আওতায় অফিস অটোমেশন স্যুট ব্যবহার করে এ বিভাগের দাপ্তরিক যোগাযোগ ও নথি আদান প্রদানে প্রচলিত পদ্ধতির পাশাপাশি ''এইচ আর ব্যবস্থাপনা'' এবং ''ই-ফাইলিং'' পদ্ধতি চালু করা হয়েছে।

ই-ফাইলিং

### ডিজিটাল সামগ্রী সংগ্রহ

সকল কর্মকর্তার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কম্পিউটার, প্রিন্টার, ল্যাপটপ, স্ক্যানার এবং প্রজেক্টর সংগ্রহ ও সরবরাহ করা হয়েছে। ভিডিও ক্যামেরা ও ডিজিটাল ক্যামেরা সংগ্রহ করা হয়েছে।

### ই-গভর্ণমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি)

Central Procurement Technical Unit (CPTU) এর নিয়ন্ত্রণাধীন www.eprocure.gov.bd ওয়েবসাইটে সড়ক বিভাগের User Access রয়েছে। এ User Access ব্যবহার করে নির্দিষ্ট আর্থিক সীমার উপরের ক্রয় কার্যক্রম অনলাইনে সম্পাদনের সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে। বর্তমানে মন্ত্রী ও সচিব পর্যায়ে অনলাইনে দরপত্র অনুমোদন করে কার্যাদেশ প্রদান করা হচ্ছে। গত ২৪ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী প্রথম মন্ত্রী হিসেবে অনলাইনে তিনটি দরপত্রের আনুষ্ঠানিক চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছেন।

### ওয়েবসাইট কার্যক্রম

নতুন আঙ্গিকে গত জানুয়ারি/২০১২ মাস হতে সড়ক বিভাগের একটি সমৃদ্ধ ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে, যা প্রতিনিয়ত হালনাগাদ করা হয় এবং এতে পারস্পারিক তথ্য আদান প্রদানের সুযোগ রয়েছে। সড়ক বিভাগের নিজস্ব আইসিটি ইউনিট ওয়েবসাইটটির দায়িত্বে রয়েছে। ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রাপ্ত যে কোন মতামত ও পরামর্শ গুরুত্বসহ বিবেচনায় এনে খতিয়ে দেখা হয়। সড়ক বিভাগে আইসিটি ইউনিট হতে অধীনস্থ অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার ওয়েবসাইট সংরক্ষণ ও হালনাগাদ রাখতে সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। সর্বোচ্চ নাগরিক সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে ওয়েবসাইটটিতে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন ফিচার সংযোজন করা হচ্ছে।

সড়ক বিভাগের ওয়েবসাইট

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক ও সেতুসমূহের তথ্য ও চিত্র মাঠপর্যায় হতে ওয়েবসাইটে প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এবং মেরামতের পর পুনরায় সচিত্র প্রতিবেদন প্রদান করতে হয়। এতে অন-লাইন মনিটরিং করা প্রকৃত অর্থেই সম্ভব হচ্ছে।

সামাজিক যোগাযোগের জনপ্রিয় ওয়েবসাইট ফেসবুককে সড়ক বিভাগের ওয়েবসাইটের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। এতে যে কোন সময় জনগণ মতামত এবং পরামর্শ প্রদানের সুযোগ পাচ্ছেন । সড়ক বিভাগ প্রথম বিভাগ হিসেবে এ উদ্যোগটি গ্রহণ করেছে, যা বর্তমানে অনেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ অনুসরণ করছে।

যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের ফেইসবুক পেইজ

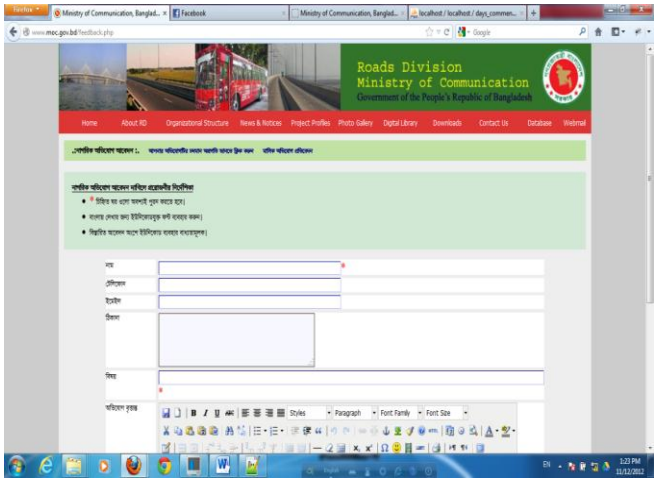


ওয়েবসাইটে অন লাইনে মতামত প্রদানের ব্যবস্থা

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণের PDS, সড়ক নেটওয়ার্কের GIS Map, বিদ্যমান দেশী-বিদেশী News Paper এবং অধীনস্থ সকল সংস্থার ওয়েব সাইটের সাথে সড়ক বিভাগের ওয়েবসাইটের লিংক স্থাপন করা হয়েছে।

একটি ডিজিটাল লাইব্রেরী চালু করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজনীয় সকল আইন/বিধি/নীতিমালা সংরক্ষণ করা হয় এবং এ বিভাগের কাজের সাথে সম্পর্কিত আইন/বিধি/নীতিমালা ও সরকারি বিভিন্ন ফরম সংরক্ষিত আছে।

## গ. সড়ক মনিটরিং

সড়ক বিভাগে প্রথমবারের মত জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়ক এবং জেলা সড়কের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিবীক্ষণের জন্য ১৯টি স্থায়ী মনিটরিং টীম গঠন করা হয়েছে। এ টীমে সড়ক বিভাগের কর্মকর্তা, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তা অন্তর্ভুক্ত থাকেন। সড়ক বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী থেকে শুরু করে সহকারী সচিব/সহকারী প্রধান পর্যন্ত সকলে নিয়মিত সড়কের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কাজ মনিটরিং করায় বিগত বর্ষা মৌসুমে ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানসমূহে ঘরমুখো মানুষ নিরাপদ ও নির্বিঘ্নে গন্তব্যে আসা-যাওয়া করতে পেরেছেন। এ ব্যবস্থা বর্তমানেও অব্যাহত আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

সড়ক মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম মনিটরিং

মনিটরিং টীমের পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী তাৎক্ষনিক প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মৌখিক/লিখিত নির্দেশনা প্রদান করা হয়ে থাকে।

## ঘ. আইন/বিধিমালা/নীতিমালা

### ১) প্রণীত আইন

- ঢাকা পরিবহণ সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২
- ঢাকা পরিবহণ সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (সংশোধনী) আইন, ২০১২

### ২) প্রণয়নাধীন আইন

- সড়ক তহবিল বোর্ড আইন, ২০১২ গত ০৯.১০.২০১২ তারিখ মন্ত্রিসভা বৈঠকে নীতিগত অনুমোদন পেয়েছে। বর্তমানে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে আইনটি ভেটিং এর জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

- সড়ক পরিবহণ ও ট্রাফিক আইন-২০১৩ এর খসড়া চূড়ান্ত হয়েছে। স্টেকহোল্ডারদের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। মতামতের নিরিখে খসড়া আইনটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার মাধ্যমে চূড়ান্ত করা হবে।

### ৩) প্রণীত নীতিমালা

- মোটরযানের এক্সেল লোড কেন্দ্র পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১২

### ৪) প্রণয়নাধীন নীতিমালা

- জাতীয় সমন্বিত বহুমাধ্যম ভিত্তিক পরিবহণ নীতিমালা (National Integrated Multimodal Transport Policy) এর খসড়ার উপর প্রাপ্ত মতামতের নিরিখে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্তের আলোকে খসড়াটি আরও পরিমার্জন, সংশোধন ও হালনাগাদ করার জন্য একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় উপ-কমিটি গঠন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে উপ-কমিটির ০৯টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অচিরেই এ নীতিমালার খসড়া চূড়ান্ত করা হবে।

- সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীন সড়ক, সেতু ও ফেরীর উপর দিয়ে চলাচলকারী যানবাহনের টোল আদায়ের হার নির্ধারণ ও পদ্ধতির খসড়া নীতিমালা চূড়ান্তকরণের নিমিত্ত একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে কমিটির ০৯ (নয়)টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শীঘ্রই এ নীতিমালার খসড়া চূড়ান্ত করা হবে।

- সড়ক বিভাগের অধীনস্থ অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার একীভূত ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে কমিটির ০২ (দুই) টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অচিরেই এ নীতিমালার খসড়া চূড়ান্ত করা হবে।

- সড়ক মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সড়ক মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ নীতিমালা প্রণয়নের জন্য যুগ্মসচিব (উন্নয়ন)'কে আহবায়ক করে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে কমিটির ৩টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অচিরেই এ নীতিমালার খসড়া চূড়ান্ত করা হবে।

### ৫) প্রণয়নাধীন বিধিমালা

- বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা ২০১২ প্রণয়নের লক্ষ্যে খসড়া বিধিমালা প্রণয়ন করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।

## ঙ. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

২০১১-২০১২ অর্থ বছরে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ১৭২ টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ছিল ২৮৯৭.০৭ কোটি টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ২৬২০.৫১ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৯০.৪৫%। ২০১২-১৩ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ১৫৩ টি প্রকল্পের জন্য বরাদ্দের পরিমাণ ২৫৬২.১০ কোটি টাকা এবং প্রথম ছয় মাসে ব্যয় হয়েছে ১১৭২.১২ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৪৫.৭৫%। এ ব্যয় গত অর্থ বছরের (৩৪.২২%) চেয়ে ১১.৫৩% বেশী এবং এ সময়ের জাতীয় অগ্রগতির (২৮%) তুলনায় ১৮% বেশী। উল্লেখ্য যে, ২০১১-২০১২ অর্থবছরে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে প্রকল্প সংখ্যা ছিল ১৬৯টি, বরাদ্দ ছিল ২৪৪০.৫১ কোটি টাকা, ব্যয় হয়েছে ২৩১৭.১৪ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৯৪.৯৪%।

# বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষ

## পটভূমি

যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সড়ক বিভাগের অধীন বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ) একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান। একটি আধুনিক, নিরাপদ, স্বচ্ছ, সময় সাশ্রয়ী, পরিবেশ বান্ধব, টেকসই ও আইটি নির্ভর সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষের প্রাতিষ্ঠানিক ও কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং এ উদ্যোগ অব্যাহত আছে। বর্তমানে ৫৩টি সার্কেল অফিসের মাধ্যমে সারাদেশে ৬৪টি জেলাতেই বিআরটিএ'র কার্যক্রম সম্প্রসারিত করে গ্রাহক সেবার পরিধি বৃদ্ধি করা হয়েছে।

## ক. মোটরযানের কর ও ফি আদায়ে অনলাইন ব্যাংকিং পদ্ধতি প্রবর্তন

মোটরযানের কর ও ফি আদায়ে অন-লাইন ব্যাংকিং পদ্ধতি শুরু করার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রাহক সেবার মানোন্নয়নের পাশাপাশি মোটরযান কর ও ফি, ভ্যাট এবং মোটরযান বাবদ অনুমিত আয়কর ও অগ্রিম আয়কর বাবদ সরকারের রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পেয়েছে। কেবল মোটরযানের অনুমিত আয়কর ও অগ্রিম আয়কর বাবদ ২০১১ সালে আদায় হয়েছিল ৭৪ কোটি টাকা সেক্ষেত্রে ২০১২ সালে আদায় হয়েছে ৩৮১ কোটি ৮২ লক্ষ ৩১ হাজার ৮৮৮ টাকা। এর ফলে রাজস্ব বৃদ্ধির হার ৫ গুণের অধিক।

## খ. রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট, রেডিও ফ্রিক্যুয়েন্সি আইডেনটিফিকেশন (আরএফআইডি) ট্যাগ, ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রবর্তন

বর্তমানে মোটরযানে ব্যবহৃত নাম্বারপ্লেটে কোনো নিরাপত্তা ব্যবস্থা না থাকায় একই নাম্বারপ্লেট বিভিন্ন গাড়িতে ব্যবহার বা ভুয়া নাম্বারপ্লেট ব্যবহারের মাধ্যমে রাজস্ব ফাঁকি, গাড়ি চুরি/ছিনতাইসহ বিভিন্ন অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করাও অত্যন্ত দুরূহ হয়ে পড়ছে। প্রচলিত নাম্বারপ্লেটের এ সব অসুবিধা দূর করে সড়ক পরিবহণ সেক্টরে সার্বিক শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে এবং বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিআরটিএ কর্তৃক মোটরযানে রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট ব্যবহার বাধ্যতামূলক করাসহ গ্রাহককে রেডিও ফ্রিক্যুয়েন্সি আইডেনটিফিকেশন (আরএফআইডি) ট্যাগ ও ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ৩১ অক্টোবর ২০১২ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক এ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধনের পর গত ০৭ নভেম্বর ২০১২ তারিখ থেকে মোটরযানে রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট, আরএফআইডি ট্যাগ সংযোজনের কাজ শুরু হয়েছে এবং ২০১২ সালে সর্বমোট ১০,৪১৮টি গাড়িতে রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট, আরএফআইডি ট্যাগ সংযোজন সম্পন্ন হয়েছে। প্রতিদিন ৮৫০ জন গাড়ির মালিককে এসএমএস এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট তারিখে তাদের গাড়িতে নাম্বারপ্লেট সংযোজনের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। মোটরযানের রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট, রেডিও ফ্রিক্যুয়েন্সি আইডেনটিফিকেশন (আরএফআইডি) ট্যাগ, ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রবর্তনের ফলে মোটরযানের এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম ডিজিটাল পদ্ধতির আওতায় এসেছে এবং সড়ক পরিবহণ সেক্টরে এক নতুন দিগন্তের সূচনা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৩১ অক্টোবর ২০১২ তারিখে রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট, আরএফআইডি ট্যাগ ও ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন

## গ. ডিজিটাল স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রবর্তন

ইলেক্ট্রনিক চিপযুক্ত ডিজিটাল স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স চালু হওয়ার প্রেক্ষিতে ভুয়া/জাল/অবৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স ব্যবহারের প্রবণতা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। ফলশ্রুতিতে বৈধ প্রক্রিয়ায় লাইসেন্স গ্রহণের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। উন্নত প্রযুক্তির এ লাইসেন্স প্রবর্তন হওয়ার ফলে ড্রাইভিং লাইসেন্স নকল করার প্রবণতা কমেছে। বিগত ২০১১ সালে মোট ১,৩৭,২৭৭টি ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু করা হয় সেক্ষেত্রে ২০১২ সালে এ সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২,৭০,০৩৩টি।

ইলেক্ট্রনিক চিপযুক্ত ডিজিটাল স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রস্তুত কার্যক্রম

## ঘ. ট্যাক্সিক্যাব সার্ভিস

ঢাকা মহানগরী এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় যাত্রী সাধারণের চলাচলের জন্য বর্তমান ট্যাক্সিক্যাব সার্ভিসের দৈন্যদশা দূর করে ট্যাক্সিক্যাব সার্ভিস গাইডলাইন, ২০১০ এর আলোকে আধুনিক, যুগোপযোগী ও পরিবেশ বান্ধব ট্যাক্সিক্যাব সার্ভিস প্রবর্তনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং বিআরটিএ সে লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। ট্যাক্সিক্যাব সার্ভিস চালু করার জন্য বেসরকারি উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করা হচ্ছে।

## ঙ. অতিরিক্ত সিএনজি অটোরিকশা চালুকরণ

ঢাকা মহানগরীতে ১৩,০০০ সিএনজি/পেট্রোল চালিত ৪-স্ট্রোক থ্রি-হুইলার অটোরিকশা চলমান আছে। যাত্রীসেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া ও যাত্রীদের চাহিদা বিবেচনা করে এ বছর ঢাকায় রেজিস্ট্রিকৃত ২,৬৯৬টি মিশুকের পরিবর্তে সমসংখ্যক সিএনজি/পেট্রোল চালিত ৪-স্ট্রোক ভাড়ায় চালিত থ্রি-হুইলার অটোরিকশা প্রতিস্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

## চ. বিআরটিএ'র ডাটা সেন্টার স্থাপন

কোরিয়ান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা (Korean International Cooperation Agency (KOICA) এর আর্থিক অনুদান ও কারিগরি সহায়তায় বিআরটিএ-তে অত্যাধুনিক ডাটা সেন্টার স্থাপন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে বিআরটিএ'র বিভিন্ন ডিজিটাল সার্ভিস (অনলাইন ব্যাংকিং, ডিজিটাল ড্রাইভিং লাইসেন্স, ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, বিআরটিএ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম ইত্যাদি) এর ডাটাসমূহ আন্তর্জাতিক মানের কেন্দ্রীয় ডাটাসেন্টারে (ব্যাক-আপসহ) নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকবে। এছাড়া বিআরটিএ'র কতিপয় সেবা ঘরে বসেই পাওয়া সম্ভব হবে।

## ছ. মোটরযান পরিদর্শন কেন্দ্র (ভিআইসি)

গাড়ির ফিটনেস সার্টিফিকেট ম্যানুয়েল পদ্ধতির পরিবর্তে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রদানের লক্ষ্যে চারটি বিভাগীয় শহরে ৫টি (ঢাকায় ২টি, চট্টগ্রামে ১টি, রাজশাহীতে ১টি ও খুলনায় ১টি) মোটরযান পরিদর্শন কেন্দ্র (ভিআইসি) ১৯৯৮ সালে স্থাপন করা হলেও অদ্যাবধি তা চালু করা সম্ভব হয়নি। মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী যোগদানের পর এ ভিআইসিগুলো মেরামতপূর্বক চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। ভিআইসিগুলো চালু করা যায় কিনা তা ইতোমধ্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পরিচালিত বাংলাদেশ মেশিন টুলস্ ফ্যাক্টরী (বিএমটিএফ) লিমিটেড এর মাধ্যমে পরীক্ষা করা হচ্ছে।

## জ. জনবল নিয়োগ ও নতুন সার্কেল অফিস চালু

জনবল সংকটের কারণে দীর্ঘদিন সকল জেলায় বিআরটিএ'র সার্কেল অফিস চালু করা সম্ভব হয়নি। ২০১২ সালে নতুন জনবল নিয়োগ করে ১৪টি নতুন সার্কেল চালুর মাধ্যমে ১৭টি জেলায় বিআরটিএ'র নতুন অফিস চালু করা হয়েছে। ফলে বর্তমানে ৫৩টি সার্কেল অফিসের মাধ্যমে সারাদেশে ৬৪টি জেলাতেই বিআরটিএ'র কার্যক্রম সম্প্রসারিত করে গ্রাহক সেবার পরিধি বিস্তৃত করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে বিআরটিএ'র সেবার মান বৃদ্ধি পেয়েছে এবং জনদুর্ভোগ কমেছে। জনবল সংকট নিরসনের লক্ষ্যে ২০১২ সালে ৮২টি নতুন পদ সৃজনের মাধ্যমে বিআরটিএ'র সাংগঠনিক কাঠামোতে পদসংখ্যা বৃদ্ধি করে ৬৫৫-তে উন্নীত করা হয়। ২০১২ সালে ৭৭ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। নিয়োগকৃত পদগুলোর মধ্যে প্রথম শ্রেণীর ১৭টি, দ্বিতীয় শ্রেণীর ৯টি, তৃতীয় শ্রেণীর ৫১টি পদ রয়েছে। ফলে শূন্য পদের সংখ্যা হ্রাস পেয়ে ২১২-তে দাঁড়িয়েছে। অধিকন্তু, ৪৮টি শূন্য পদে জনবল নিয়োগের প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের সম্মতিসহ যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে ১৪৯টি বিভিন্ন শ্রেণীর নতুন পদ সৃজন করা হয়েছে। বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৯২ এর পরিবর্তে বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১২ প্রণয়ন করে তা অনুমোদনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

## ঝ. মোবাইল কোর্ট পরিচালনা

পরিবহণ সেক্টরে অধিকতর শৃংখলা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে এবং অবৈধ ও ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন অপসারণ করে ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসনকল্পে বিআরটিএ'র নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ নিয়মিতভাবে মোবাইলকোর্ট পরিচালনা করে আসছেন। ২০১২ সালে মোটরযান অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ এর আওতায় পরিচালিত মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ১৮৩৭টি মামলা রুজু করে ২৪ লক্ষ ৭৬ হাজার ৫৫০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে, ৯১ জন আসামীকে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে এবং ১৯২টি যানবাহন ডাম্পিং স্টেশনে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া ঢাকা জেলা প্রশাসনের সহায়তায় মোটরযান অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ এর আওতায় ঢাকা মহানগরীতে প্রতিমাসে ন্যূনতম ০২টি হতে ০৫টি মোবাইলকোর্ট নিয়মিতভাবে পরিচালনা করা হচ্ছে। পাশাপাশি দেশব্যাপী সকল জেলা প্রশাসকের দপ্তর হতে একই লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে।

## ঞ. সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসে গৃহীত কার্যক্রম

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনার আলোকে সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস, পরিবহণ সেক্টরে শৃঙ্খলা আনয়ন ও ঢাকা মহানগরীকে যানজটমুক্ত করার লক্ষ্যে বিআরটিএ নিয়মিতভাবে পেশাজীবী গাড়িচালকদের দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। এ ধারাবাহিকতায় ২০১২ সালে সারাদেশে ২৫,০০০ জন গাড়িচালককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ৬০টি সেমিনার/ওয়ার্কশপ/কর্মশালার মাধ্যমে প্রায় ১ লক্ষ যাত্রী, পথচারী ও সড়ক ব্যবহারকারীকে সচেতন করা হয়েছে। বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় কমপক্ষে ৪০০ বার সড়ক নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়েছে এবং সড়ক নিরাপত্তা সম্বলিত ১,৫০,০০০টি লিফলেট ও ৩,০০,০০০টি পোস্টার/স্টিকার বিতরণ করা হয়েছে। ঢাকা মহানগরীতে চলাচলকারী যানবাহনের সুবিধার্থে এবং ট্রাফিক আইন, সাইন, সিগন্যাল ও লেন ব্যবহারের নিয়ম মেনে চলার জন্য জনসচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ বেতারসহ অন্যান্য রেডিও চ্যানেলের এফএম ব্যান্ডে ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রমে যানজট নিরসন, সড়ক নিরাপত্তামূলক বিজ্ঞপ্তি ও আলোচনা ব্যাপকভাবে সম্প্রচার করা হচ্ছে। এছাড়া বিআরটিএ'র অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে সম্প্রতি বিআরটিএ ও বিআরটিসির সহযোগিতায় প্রতিটি জেলায় জেলা পরিষদের অর্থায়নে ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে ইতোমধ্যে জেলা পরিষদসমূহকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনাও দেয়া হয়েছে। দেশে প্রথমবারের মত সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় ৬০০ জন দক্ষ পেশাদার মহিলা গাড়িচালক তৈরীর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং ২০১২ সালে ৬৪ জন যুব মহিলা ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ শেষ করে সনদপত্র গ্রহণ করেছেন।

## ট. জাতীয় মহাসড়কে নসিমন, করিমন, ভটভটি চলাচল নিষিদ্ধকরণ

জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিলের পরামর্শ অনুযায়ী জাতীয় মহাসড়কে নসিমন, করিমন, ভটভটি, মহেন্দ্র, ইজিবাইক ইত্যাদি যানবাহন যাতে চলাচল করতে না পারে সেজন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে স্থানীয় পর্যায়ে মাননীয় সংসদ সদস্যগণকে উপদেষ্টা করে জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বয়ে প্রতিটি জেলায় একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি বিষয়টি বাস্তবায়ন করছে।

## ঠ. ড্রাইভিং ইনস্ট্রাক্টর লাইসেন্স ও ড্রাইভিং স্কুল রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম

দেশে পর্যাপ্ত ড্রাইভিং স্কুল ও ইনস্ট্রাক্টর না থাকায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক দক্ষ গাড়িচালক তৈরি হচ্ছে না। ড্রাইভিং ইনস্ট্রাক্টর তৈরির লক্ষ্যে বিআরটিএ'র অর্থায়নে সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীন ট্রাস্ট টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (টিটিটিআই) এর মাধ্যমে ২০১২ সালে ৭০ জন এবং ব্র্যাক ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে ৯৯ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এ সময়ে নিটোল-টাটা মটরস্ ড্রাইভার্স ট্রেনিং স্কুলসহ ৩৭টি ড্রাইভিং স্কুলকে রেজিস্ট্রেশন দেয়া হয়েছে এবং ৭৩ জনকে ড্রাইভিং ইনস্ট্রাক্টর লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।

## ড. বিআরটিএ'র সদর কার্যালয় ভবন নির্মাণ

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষের নিজস্ব সদর কার্যালয় ভবন না থাকায় সেতু ভবন সংলগ্ন সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের খালি জায়গায় বিআরটিএ'র সদর কার্যালয় ভবণ নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

## ঢ. ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসন

ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসন করার লক্ষ্যে ১৩টি স্বল্প মেয়াদী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-ক)। এগুলোর বাস্তবায়ন কার্যক্রম একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির মাধ্যমে নিবিড়ভাবে মনিটরিং করা হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, ইতোমধ্যে ২টি সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হয়েছে। অন্যান্য কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সন্তোষজনক।

**পরিশিষ্ট-ক**

## ঢাকা মহানগরীকে যানজটমুক্ত করার লক্ষ্যে গৃহীত ১৩টি স্বল্প মেয়াদি কার্যক্রম

(১) সড়কের উপর অবস্থিত অবৈধ স্থাপনা ও দখল অপসারণ করে মিরপুর সেকশন -১ গোলচত্বর, মিরপুর সেকশন-২ গোলচত্বর, খিলক্ষেত সড়ক, রামপুরা বাজার সড়ক ও কাটাবন-হাতিরপুল বাজার-ইস্টার্ন প্লাজা-সার্ক ফোয়াড়া পর্যন্ত সড়কের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

(২) গাবতলী ব্রীজ হতে শিরনিরটেক পর্যন্ত সড়ক এবং ঢাকা যানবাহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) এর রিপোর্টে উল্লিখিত সড়ক ডিভাইডারের ফাঁকসমূহের মধ্যে প্রথম পর্যায়ে প্রথম ৪০টি সড়ক ডিভাইডারের ফাঁক স্থায়ীভাবে বন্ধ করা।

(৩) সোনারগাঁও হোটেল মোড়, ফার্মগেট মোড়, সাইন্সল্যাবরেটরী মোড়, নিউমার্কেট মোড় এলাকায় সড়কের উভয় পার্শ্বের ফুটপাতের ফ্যান্সিং নির্মাণ করা।

(৪) যাত্রাবাড়ী মাছের আড়ত নবনির্মিত বাজারে স্থানান্তর এবং যাত্রাবাড়ী মোড় হতে মাছের আড়তের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত চট্টগ্রাম অভিমুখী সড়কের উভয় পার্শ্বে দেয়াল নির্মাণ।

(৫) গাড়ি চালকদের বাণিজ্যিক লাইসেন্স প্রদানে সৃষ্ট পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে উত্তরণের সুপারিশ প্রদান।

(৬) ইত্তেফাক-মতিঝিল-বাংলাদেশ ব্যাংক-দৈনিক বাংলা-পল্টন পর্যন্ত সড়কের (দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকাসহ) উভয় পার্শ্বে অবস্থিত ভবনসমূহের পার্কিং এর জায়গার বিদ্যমান দোকানপাট/বিকল্প ব্যবহার বন্ধে উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করে তদ্স্থলে এবং সড়কের নির্ধারিত স্থানে গাড়ি পার্কিং নিশ্চিত করা।

(৭) ভিকারুন্নিসা নূন স্কুল ও কলেজের প্রধান শাখায় ছাত্রী উঠানামার জন্য আগত গাড়ি রাস্তায় পার্ক না করে বাধ্যতামূলকভাবে স্কুলের বেইজমেন্টে পার্ক করা।

(৮) সদরঘাট থেকে গাবতলী (বেড়িবাঁধ) পর্যন্ত সড়কের অবৈধ দখলীয় জায়গা উদ্ধার, রাস্তার উপরে কাভার্ড ভ্যানে ফল বিক্রি বন্ধ এবং চলাচলে সৃষ্ট অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা দূর করা।

(৯) গাবতলী-শিরনিরটেক সড়কের আমিন বাজার ব্রিজের নীচ দিয়ে যানবাহন চলাচলের জন্য যে সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে তার অসম্পূর্ণ কাজ সম্পন্ন করে যানবাহন চলাচলের পূর্ণ উপযোগী করা।

(১০) গাবতলী-শিরনিরটেক সড়কের আমিন বাজার ব্রিজের নীচের রাস্তায় ও এপ্রোচ রোডে কোন ট্রাক পার্কিং করতে না দেয়া এবং ব্রিজের নীচে ও তদসংলগ্ন এলাকার ময়লা আবর্জনা সংগ্রহ করে নির্ধারিত ডাম্পিং স্থানে ফেলা।

(১১) ফুটওভারব্রিজ-এ প্রবেশ গাইড করার জন্য রাস্তার উভয় পার্শ্বে নির্মিত ফ্যান্সিং এর ভাঙা/ক্ষতিগ্রস্ত অংশ জিরো পয়েন্ট হতে প্রেসক্লাব-শাহবাগ-ফার্মগেট-মহাখালী হয়ে বনানী রেলক্রসিং পর্যন্ত সংস্কার/মেরামত এবং স্থাপিত বিলবোর্ড/নিয়ন সাইন ইত্যাদি অপসারণ করা (বাস্তবায়িত)।

(১২) জিরো পয়েন্ট হতে প্রেসক্লাব-শাহবাগ-ফার্মগেট-মহাখালী হয়ে বনানী রেলক্রসিং পর্যন্ত রাস্তার উপর নির্মিত ফুটওভারব্রিজ ব্যবহার মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে নিশ্চিত করা।

(১৩) বেইলী রোড সড়কের জরুরি মেরামত ও সংস্কার এবং জলাবদ্ধতা নিরসন করা (বাস্তবায়িত)।

# ঢাকা পরিবহণ সমন্বয় কর্তৃপক্ষ

# ভূমিকা

বৃহত্তর ঢাকার পরিবহণ ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু, পরিকল্পিত, সমন্বিত ও আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর এবং নরসিংদী জেলাকে অন্তর্ভুক্ত করে 'ঢাকা যানবাহন সমন্বয় বোর্ড' বিলুপ্ত করে 'ঢাকা পরিবহণ সমন্বয় কর্তৃপক্ষ' (ডিটিসিএ) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বর্তমানে এ কর্তৃপক্ষের আওতাভুক্ত এলাকা হল ৭,৪০০ বর্গ কিলোমিটার, যা পূর্বে ছিল ১,৫২৮ বর্গ কিলোমিটার। Strategic Transport Plan (STP) এর আওতায় বৃহত্তর ঢাকায় গৃহীত সকল পরিবহণ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসমূহ ডিটিসিএ সমন্বয় সাধন করছে।

ডিটিসিএ গঠিত হওয়ার পর এর ১ম বোর্ড মিটিং গত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখ মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এ বোর্ড সভায় অন্যান্য সিদ্ধান্তের মধ্যে Dhaka Mass Transit Company (DMTC) প্রতিষ্ঠার জন্য Articles of Association (AOA) এবং Memorandum of Association (MOA) অনুমোদিত হয়।

ঢাকা পরিবহণ সমন্বয় কর্তৃপক্ষের পরিচালনা পরিষদের ১ম সভায় মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী সভাপতিত্ব করছেন।

## ক. Mass Rapid Transit (MRT) Line-6

Strategic Transport Plan (STP)-এ ঢাকা মহানগরীর গণপরিবহণ ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে ৩টি Mass Rapid Transit এবং ৩টি Bus Rapid Transit মোট ৬টি রুট নির্মাণের সুপারিশ রয়েছে (পরিশিষ্ট-ক)। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় গাজীপুর থেকে হযরত শাহজালাল (রঃ) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত একটি বিশেষ BRT Line নির্মাণের কাজও সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর গ্রহণ করেছে। ঢাকা শহরে MRT Line-6 (মেট্রো রেল) নির্মাণের লক্ষ্যে JICA এর অর্থায়নে Dhaka Mass Rapid Transit Development Project বাস্তবায়নাধীন আছে। MRT Line-6 এর রুটটি হল: উত্তরা ৩য় ফেইজ-পল্লবী-রোকেয়া সরণির পশ্চিম পাশ দিয়ে খামারবাড়ী হয়ে ফার্মগেট-হোটেল সোনারগাঁও-শাহবাগ-টিএসসি-দোয়েল চত্বর-তোপখানা রোড-বাংলাদেশ ব্যাংক পর্যন্ত। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় সর্বমোট ২১,৯৮৫.০৭ কোটি টাকা। তন্মধ্যে জিওবি খাতে ৫,৩৯০.৪৮ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য খাতে ১৬,৫৯৪.৫৯ কোটি টাকা। MRT Line-6 এর দৈর্ঘ্য প্রায় ২০.১

প্রস্তাবিত মেট্রোরেলের প্রক্ষেপিত ছবি

কিলোমিটার এবং প্রস্তাবিত স্টেশনের সংখ্যা ১৬টি। প্রস্তাবিত MRT Line-6 প্রকল্পটি সম্পূর্ণ এলিভেটেড। এটি হবে বাংলাদেশের ১ম দ্রুতগতি ও উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন গণপরিবহণ ব্যবস্থা। এটি বাস্তবায়িত হলে প্রতি ঘন্টায় একদিকে আনুমানিক ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) যাত্রী পরিবহণ করা সম্ভব হবে। এতে ঢাকা শহরের যাত্রী পরিবহণ ব্যবস্থা উন্নত ও আধুনিক হবে, যানজট অনেকাংশে হ্রাস পাবে এবং পরিবেশের ব্যাপক উন্নয়ন হবে। শতভাগ সরকারি মালিকানাধীন একটি কোম্পানী (Dhaka Mass Transit Company Limited, DMTCL) Mass Rapid Transit Line-6 (MRT Line-6) পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করবে। মেট্রোরেল অপারেশনের জন্য বিদ্যুৎ বিভাগ হতে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের নিশ্চয়তা পাওয়া গিয়েছে।

## খ. Bus Rapid Transit (BRT) Line-3

BRT Line-3 বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে হযরত শাহজালাল (রঃ) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে মহাখালী-মগবাজার-রমনা-গুলিস্তান-নয়াবাজার-ঝিলমিল পর্যন্ত রুটের সমীক্ষা ও প্রাথমিক নকশা চূড়ান্ত করা হয়েছে। এর দৈর্ঘ্য প্রায় ২২ কিলোমিটার এবং প্রস্তাবিত স্টেশনের সংখ্যা ১৬টি। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে একদিকে প্রতিঘন্টায় ১৫,০০০ জন যাত্রী পরিবহণ সম্ভব হবে। BRT Line-3 প্রকল্পটির Feasibility Study & Preliminary Design এর কাজ সমাপ্ত হয়েছে। BRT Line-3 বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ঋণ সহায়তা প্রাপ্তির উদ্যোগ গ্রহণের জন্য ইআরডিকে অনুরোধ করা হয়েছে।

প্রস্তাবিত BRT Line-3 এর মগবাজার অংশ (প্রক্ষেপিত)

২ অক্টোবর ২০১২ তারিখে BRT Line-3 সমীক্ষার চূড়ান্ত কর্মশালার উদ্বোধন করেনঃ মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের, এমপি

## গ. প্রশিক্ষণ

বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে ডিটিসিএ কর্তৃক পেশাজীবি গাড়ীচালকদের দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আয়োজন করা হচ্ছে । পথচারী এবং গাড়িচালকদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় নিয়মিত বিরতিতে প্রচার কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

গাড়ী চালকদের প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার শুভ উদ্বোধন - ২০ মার্চ ২০১২

## ঘ. Road Transport and Traffic Act (RTTA)+ 2013

১৯৩৯ সালে প্রণীত এবং ১৯৮৩ সালে সংশোধিত মোটরযান অধ্যাদেশের পরিবর্তে আধুনিক ও যুগোপযোগী Road Transport and Traffic Act (RTTA), 2013 এর চূড়ান্ত খসড়া তৈরি করা হয়েছে। এ খসড়া আইনটির বিষয়ে Stakeholder-দের কাছ থেকে মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। মতামতের আলোকে খসড়া আইনটি বর্তমানে চূড়ান্ত করার অপেক্ষায় রয়েছে।

## ঙ. Clearing House (CH)

Japan International Cooperation Agency (JICA) এর সহায়তায় ডিটিসিএ এর তত্ত্বাবধানে e-Ticketing এর জন্য Clearing House প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। Clearing House প্রতিষ্ঠার ফলে বিভিন্ন পরিবহণ মাধ্যমে (BRTC/BRT/MRT/BR/Commuter Train/BIWTC/Private Bus Company etc.) Smart card দিয়ে ঝামেলামুক্ত ও নিরবচ্ছিন্নভাবে যাতায়াত করা যাবে। বিভিন্ন 'পরিবহন মাধ্যম' এর টিকেটের মূল্য সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি সার্ভারে জমা হবে, যা বিভিন্ন অপারেটরদের মধ্যে পরবর্তী দিনই Transfer করা হবে।

## চ. ঢাকা বাস নেটওয়ার্ক পুনর্বিন্যাস

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষের অধীনে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় ঢাকা বাস রুট নেটওয়ার্ক পুনর্বিন্যাস এবং পুনর্বিন্যাসকৃত নেটওয়ার্ককে ০৫টি প্যাকেজে বিভক্তকরণের সুপারিশ করা হয়েছে। প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ স্টেকহোল্ডারদের সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ নেয়া হবে।

**পরিশিষ্ট-ক**

## Bus Rapid Transit (BRT)

BRT Line-1: টঙ্গী-উত্তরা-কুড়িল-বাড্ডা-রামপুরা-মালিবাগ-কমলাপুর-সায়েদাবাদ।
দৈর্ঘ্যঃ ২৩ কিলোমিটার।

BRT Line-2: গাবতলী-টেকনিক্যাল-শ্যামলী-ধানমন্ডি-ফুলবাড়ীয়া-সায়েদাবাদ।
দৈর্ঘ্যঃ ১৪ কিলোমিটার।

BRT Line-3: এয়ারপোর্ট-কুড়িল-মহাখালী-মগবাজার-রমনা-গুলিস্তান-সদরঘাট।
দৈর্ঘ্যঃ ২০ কিলোমিটার।

## Mass Rapid Transit (MRT)

MRT Line-4: উত্তরা-কুড়িল-মহাখালী-তেজগাঁও-কমলাপুর-সায়েদাবাদ।
দৈর্ঘ্যঃ ২২ কিলোমিটার।

MRT Line-5: গুলশান-কাকলী-মিরপুর-মোহাম্মদপুর-মালিবাগ-রামপুরা-গুলশান।
দৈর্ঘ্যঃ ২৩ কিলোমিটার।

MRT Line-6: উত্তরা ৩য় ফেজ-পল্লবী-রোকেয়া সরণীর পশ্চিম পাশ দিয়ে খামারবাড়ী হয়ে ফার্মগেট-হোটেল সোনারগাঁও-শাহবাগ-টিএসসি-দোয়েল চত্বর-তোপখানা রোড-বাংলাদেশ ব্যাংক পর্যন্ত।
দৈর্ঘ্যঃ ২০.১০ কিলোমিটার।

# বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্পোরেশন

# ভূমিকা

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্পোরেশন (বিআরটিসি) ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর একক প্রচেষ্টায় স্বাধীনতা যুদ্ধের পর এ প্রতিষ্ঠানটি নতুন আঙ্গিকে যাত্রা শুরু করে। সম্প্রতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু'র সুযোগ্য কন্যা এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনায় বিআরটিসি'র যানবহরে নতুনভাবে আধুনিক বাস সংযোজিত হয়েছে। ফলশ্রুতিতে বিআরটিসি'র যাত্রীসেবার পরিধি ২০% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে লাভজনকভাবে পরিচালিত হচ্ছে। উল্লেখ্য, বিআরটিসি'র বর্তমান যানবহরে মোট ১৪১৪ টি বাস এবং ১৬২ টি ট্রাক রয়েছে। তন্মধ্যে ২০১২ সালে ২৯০ টি নতুন বাস সংযোজিত হয়েছে এবং আরো ৫০ টি আর্টিকুলেটেড বাস এবং ১০০ টি এসি একতলা বাস মার্চ ২০১৩ এর মধ্যে বিআরটিসি বহরে যুক্ত হবে।

# ১. উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড

## ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন ফান্ড (EDCF) এর আওতায় সিএনজি একতলা এসি/নন-এসি বাস সংগ্রহ

দুষণমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে উন্নয়নমূলক এ প্রকল্পের আওতায় মোট ২৫৫টি সিএনজি একতলা এসি/নন-এসি বাস দক্ষিণ কোরিয়া থেকে সংগ্রহ করা হয়। এ বাসগুলো প্রধানতঃ সিটি এক্সপ্রেস হিসেবে ব্যবহার করার কথা থাকলেও জনগণের চাহিদা বিবেচনায় ঢাকা শহরের বাইরেও বিভিন্ন শহরে যাত্রীসেবায় নিয়োজিত রয়েছে।

## নরডিক ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (NDF) এর আওতায় বাস সংগ্রহ

বিআরটিসি বাসের ক্রমঃবর্ধিত চাহিদার প্রেক্ষাপটে সরকার চীন থেকে ২৭৫টি সিএনজি চালিত সিঙ্গেল ডেকার বাস সংগ্রহ করেছে। বাসগুলো বিআরটিসি'র বিভিন্ন রুটে জনপরিবহণে নিয়োজিত আছে।

## ইন্ডিয়ান ডলার ক্রেডিট লাইন (IDCL) এর আওতায় যানবাহন সংগ্রহ

### ক) দ্বিতল বাস সংগ্রহ

ইন্ডিয়ান ডলার ক্রেডিট লাইন প্রকল্পের আওতায় ২০১২ সালে সর্বমোট ২৯০টি দ্বিতল বাস সংগ্রহ করা হয়েছে। রিপিট অর্ডারের মাধ্যমে আরো ৩১০ টি দ্বিতল বাস সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

দ্বিতল বিআরটিসি বাস উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিআরটিসি'র চেয়ারম্যানের কাছে চাবি হস্তান্তর করছেন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

৮মে ২০১২ তারিখে দ্বিতল বিআরটিসি বাসের যাত্রা শুরুর প্রাক্কালে
মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের  মোনাজাতে অংশ গ্রহণ করেন

### খ)  আর্টিকুলেটেড এবং এসি বাস সংগ্রহ

ইন্ডিয়ান ডলার ক্রেডিট লাইন প্রকল্পের আওতায় ৫০টি আর্টিকুলেটেড এবং ৮৮টি একতলা এসি বাস সংগ্রহের কার্যক্রম বিআরটিসি গ্রহণ করেছে। উক্ত বাসগুলো ২০১২-২০১৩ অর্থবছরেই বিআরটিসির বাস বহরে যুক্ত হবে বলে আশা করা যায় । এছাড়া ১০০টি এসি সিটি বাস ও ১২টি এসি বাস রিপিট অর্ডারের মাধ্যমে সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ভারতে আর্টিকুলেটেড বাস পরিদর্শনে সড়ক বিভাগের সচিব জনাব এম, এ,এন, ছিদ্দিক ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ

### গ) ট্রাক সংগ্রহ

অতীতে বিআরটিসি'র ট্রাক দ্বারা সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মালামাল পরিবহণের মাধ্যমে রাজস্ব আয়ের সিংহভাগ অর্জিত হতো। স্বল্প সংখ্যক পুরাতন ট্রাক নিয়ে বর্তমানে বিআরটিসি'র ঢাকা এবং চট্টগ্রাম ট্রাক ডিপো পরিচালিত হচ্ছে। আইডিসিএল উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৫০০টি ট্রাক সংগ্রহের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ইতোমধ্যে উক্ত ট্রাকগুলো সংগ্রহের বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নীতিগত সম্মতি পাওয়া গেছে।

## ২. প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উন্নয়ন

জনসাধারণের কাছে বর্তমান সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার হচ্ছে মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং বেকারত্ব নিরসন। সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে দেশের বেকার যুব সম্প্রদায় এবং দুঃস্থ মহিলাদের মোটর ড্রাইভিং, মোটর মেকানিক ও ওয়েল্ডিং ইত্যাদি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন জেলায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। বিআরটিসি'র তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ১৭টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ২০০৯ সাল হতে ২০১২ সাল পর্যন্ত ১৬,৪১৭ জন প্রশিক্ষণার্থীকে পেইন্টিং, ডেন্টিং, ওয়েল্ডিং ও ড্রাইভিং পেশায় প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১২ সালে ৮,৫০০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, তন্মধ্যে মহিলা প্রশিক্ষণার্থী ১,০০০ জন।

### টুংগীপাড়া ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট

কারিগরি শিক্ষা বিশেষ করে দক্ষ চালকের ক্রমবর্ধমান চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ইতোমধ্যেই বিআরটিসি'র ১৭তম ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ''টুংগীপাড়া ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট'' স্থাপনের বিষয়টি একনেক-এ অনুমোদিত হয়েছে এবং উক্ত প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট-এর আবকাঠামো নির্মাণের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এ কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা পূরণ হবে।

### সোনাপুর ট্রেনিং ইনস্টিটিউট

নোয়াখালী জেলার সোনাপুর বাস ডিপো পূর্ব থেকেই বিআরটিসি কর্তৃক স্বল্প পরিসরে পরিচালিত হতো। সোনাপুরের স্থানীয় বেকার যুবক এবং দুঃস্থ মহিলাদের বেকারত্ব দূরীকরণসহ সচ্ছল জীবন যাপনের তাগিদে তাদের দ্বারপ্রান্তে কারিগরি প্রশিক্ষণ বিষয়ক সুবিধাদি পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী'র দিক নির্দেশনায় সোনাপুর বাস ডিপোতে বর্তমানে ড্রাইভিং প্রশিক্ষণের কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে সোনাপুর বাস ডিপো এবং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট বর্ধিত কলেবরে স্থানীয় জনগনকে সেবা দিয়ে আসছে।

### কারিগরি এবং ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ পুনঃ চালু

দেশের বিভিন্ন স্থানে বিআরটিসি কর্তৃক পরিচালিত ডিপোগুলোতে পূর্বে যাত্রীসেবা প্রদানের পাশাপাশি স্বল্প পরিসরে কতিপয় পেশার কারিগরি বিশেষ করে ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হতো। কিন্তু জনবলের স্বল্পতা, আনুষঙ্গিক ট্রেনিং সরঞ্জামাদি ও জায়গার স্বল্পতা এবং বিশেষ করে প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত যানবাহনের স্বল্পতার কারণে উক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ ছিল। বর্তমানে উক্ত সমস্যাগুলো সমাধানকল্পে ৫ টি ট্রেনিং কার বিভিন্ন ইনস্টিটিউটে সরবরাহ করা হয়েছে।

### ড্রাইভিং প্রশিক্ষণে পুরনো যানবাহনের ব্যবহার

ড্রাইভিং প্রশিক্ষণের অন্যতম প্রতিবন্ধকতা ছিল যানবাহনের অপ্রতুলতা। পরিবহণ পুলের মাধ্যমে নিলামে বিক্রিত পুরনো গাড়িসমূহ ক্রয় করে বিআরটিসি'র নিজস্ব ওয়ার্কশপে স্বল্প অর্থায়নে প্রয়োজনীয় মেরামত করে উক্ত গাড়িগুলো সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে পুরনো গাড়ির পুনঃব্যবহার নিশ্চিত এবং বিআরটিসি'র যথেষ্ট অর্থের সাশ্রয় হচ্ছে।

## ৩. জাইকা প্রকল্পের আওতায় আইসিটি ফেয়ার কালেকশন সিস্টেম চালুকরণ

### ক) ই-টিকেটিং সিস্টেম

বিআরটিসি'র সার্ভিস আধুনিকায়নের লক্ষ্যে গত জুলাই/২০০৯ মাস থেকে ১৮টি টিকিট কাউন্টারের মাধ্যমে মোট ৩টি রুটে ই-টিকেটিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে এবং চলমান আছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে সংস্থার আর্থিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সিস্টেমের উপকারিতা উপলব্ধি করে মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী'র দিক নির্দেশনায় বর্তমানে ই-টিকেটিং সিস্টেমের আওতায় রুটের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

## খ) SPASS কার্ড (আইসিটি ডিভাইস কার্ড)

আইসিটি ফেয়ার কালেকশন সিস্টেমের আওতায় এসপাস (SPASS) কার্ড ব্যবহার উপলক্ষ্যে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ

জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা) এর সহযোগিতায় Digital সিস্টেমের মাধ্যমে আইসিটি ফেয়ার কালেকশনের আওতায় এসপাস **(SPASS)** কার্ড ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। গত ১৮ এপ্রিল ২০১২ তারিখে মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী এসপাস **(SPASS)** কার্ড ব্যবহার বিষয়ক পাইলট প্রজেক্ট-এর উদ্বোধন করেন। ই-টিকেটিং সিস্টেম এবং এসপাস **(SPASS)** কার্ড ব্যবহার করার প্রেক্ষিতে যাত্রী সাধারণ উপকৃত হচ্ছেন এবং পূর্বের তুলনায় বিআরটিসি'র যাত্রীসেবার মান ও আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। জাইকা'র সহযোগিতায় পরিচালিত পাইলট প্রজেক্টের মেয়াদ গত ৩১ অক্টোবর ২০১২ শেষ হওয়ার পর বর্তমানে বিআরটিসি আইসিটি ফেয়ার কালেকশন সিস্টেমের অধীনে রুট এবং বাস সংখ্যা বৃদ্ধি করে সম্পূর্ণ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ডিজিটাল পদ্ধতিতে যাত্রীসেবা প্রদান অব্যাহত রেখেছে।

এসপাস **(SPASS)** কার্ড ব্যবহার পদ্ধতি খতিয়ে দেখছেন সড়ক বিভাগের সচিব জনাব এম,এ,এন, ছিদ্দিক এবং বিআরটিসি'র চেয়ারম্যান মেজর (অবঃ) এম,এম, ইকবাল

## ৪. বন্ধ থাকা বাস ডিপো পুনঃ চালু

বিআরটিসি বহরে যানবাহন স্বল্পতার কারণে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জনসাধারণের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও বিআরটিসি কর্তৃক পরিচালিত অনেক ডিপো সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায় এবং বেশ কিছু ডিপোর যাত্রীসেবার কার্যক্রম সীমিত হয়ে পড়ে। বর্তমান সরকারের সঠিক এবং সময়োপযোগী পদক্ষেপের প্রেক্ষিতে বিআরটিসি'তে বর্তমানে যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় সাময়িকভাবে বন্ধ থাকা ডিপোসমূহ পুনরায় চালু করা হয়েছে। তন্মধ্যে প্রায় ৮৫টি যানবাহন নিয়ে নারায়ণগঞ্জ বাস ডিপো পুনঃচালুকরণের মাধ্যমে যাত্রীসেবা প্রদানের বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য। এছাড়াও স্বল্প পরিসরে পরিচালিত ডিপোসমূহের কার্যক্রম যানবাহনের সংখ্যা বাড়িয়ে অনেকাংশে বৃদ্ধি করা হয়েছে।

## ৫. যাত্রীসেবা বাড়ানোর লক্ষ্যে নতুন রুট চালু

বর্তমানে বিআরটিসি'র যানবাহনের সংখ্যা পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পাওয়ায় সেবার মান উন্নত হয়েছে। ঢাকা শহরে বিআরটিসি পরিচালিত এসি বাসসহ অন্যান্য বাসের চাহিদা অত্যধিক। ঢাকা শহর ছাড়াও দেশের অন্যান্য শহরভিত্তিক এলাকাগুলোতে বিআরটিসি বাসের চাহিদা বর্তমানে অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে বিধায় মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলে নূতন রুট সংযোজন করে মোট ১৭৫ টি রুট (পরিশিষ্ট-ক) চালুর মাধ্যমে বিআরটিসি'র যাত্রীসেবা ২০% বাড়ানো হয়েছে। এছাড়া, ৭৮টি রুটে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী পরিবহণে ও বিভিন্ন অফিসের স্টাফ বাস হিসেবে বিআরটিসি'র বাস চলাচল করছে।

## ৬. সরকারি পণ্য পরিবহণে ট্রাক ব্যবহার

বিআরটিসি'র বর্তমান ট্রাকবহরের অবস্থা খুবই নাজুক বিধায় ট্রাকের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য সরকার ইতোমধ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তথাপি বর্তমানের এ স্বল্প সংখ্যক ট্রাক দিয়ে অপেক্ষাকৃত সুলভ ভাড়ায় বিআরটিসি বিভিন্ন সরকারি সংস্থার পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। বাংলাদেশ খাদ্য বিভাগ, সুগার মিল, বিএডিসি, সেনাবাহিনী, বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ড, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, সরকারি ঔষধ, ত্রাণ সামগ্রী, বাংলাদেশ অক্সিজেন কোম্পানী লিমিটেড এবং বিভিন্ন স্কুল কলেজের বই পত্রাদি পরিবহণসহ আরো অনেক সরকারি সংস্থার পণ্য সামগ্রী বিআরটিসি'র ট্রাকে দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করা হচ্ছে। বিশেষ করে হরতাল-ধর্মঘটসহ অন্যান্য অনাকাংখিত পরিস্থিতির সময়ে দেশের অন্যান্য পরিবহণ সংস্থা বন্ধ থাকলেও বিআরটিসি জনস্বার্থে ট্রাক ব্যবহার করে পণ্য পরিবহণ অব্যাহত রাখে।

## ৭. ডিএসএল (Debt Service Liability) পরিশোধ

বিভিন্ন দেশ/উন্নয়ন সহযোগী'র Preferential Soft Loan ব্যবহার করে বিআরটিসি'র যানবাহন ক্রয়ের পরিপ্রেক্ষিতে যে Debt Service Liability (DSL) নির্ধারণ করা হয় তা যথাসময়ে পরিশোধ করা বাঞ্চনীয়। তারই ধারাবাহিকতায় বিআরটিসি কর্তৃক দীর্ঘদিন পর গত ২০১১-২০১২ অর্থবছরে ২,০০,০০,০০০/- (দুই কোটি) টাকা এবং ২০১২-২০১৩ অর্থবছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত ৮০,০০,০০০/- (আশি লক্ষ) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।

## ৮. বাস সংখ্যা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে চালকের সংখ্যা বৃদ্ধি

যানবাহনের সংখ্যা পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে বিধায় দক্ষ চালকের সংখ্যাও বৃদ্ধি করা অপরিহার্য । জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে ২,০২১ জন নতুন চালকের পদ সৃষ্টির বিষয়ে সম্মতি প্রদান করেছে। পরবর্তিতে অর্থ বিভাগের সম্মতি নিয়ে প্রথম পর্যায়ে ১,০০০টি চালকের পদ সৃষ্টি করে অধিকাংশ পদে লোক নিয়োগ সম্পন্ন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১,০২১টি চালকের পদ সৃজনের প্রস্তাবের মধ্যে ৬০০ চালকের পদ সৃষ্টির সম্মতি পাওয়া গিয়েছে।

## ৯. আপদকালীন যাত্রীসেবা এবং পণ্য পরিবহণ

বিভিন্ন কারণে বেসরকারি পরিবহণ সংস্থাগুলো বন্ধ থাকে। এ ধরণের ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে বিআরটিসি যাত্রীসেবা এবং পণ্য পরিবহণ কার্যক্রম বন্ধ না করে যথাযথভাবে পরিচালনা করে থাকে। বিআরটিসি'র গাড়ি চালনার সংগে সংযুক্ত কর্মচারীগণ শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত এবং যানবাহনে আগুন লাগানোসহ ভাংচুর হওয়ার মত প্রচুর ঘটনা ঘটা সত্ত্বেও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিআরটিসি যাত্রীসেবা এবং গুরুত্বপূর্ণ পণ্য সরবরাহে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। এতে জনদুর্ভোগ লাঘব হয় বিধায় দেশের সকলের কাছে বিআরটিসি'র ভাবমূর্তির উন্নতিসহ জনপ্রিয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

চট্টগ্রাম ষোলশহরে গত ১৮.১১.২০১২ তারিখে উদ্ভূত
অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে ভাংচুরকৃত বিআরটিসি'র দ্বিতল বাস

০৯.১২.২০১২ তারিখ গাজীপুরের শিববাড়ী বাসস্ট্যান্ডে
অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে পোড়ানো বিআরটিসির দ্বিতল বাস

## ১০. আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাস সার্ভিস

দেশের আর্থ-সামাজিক পরিমন্ডল বিস্তৃতির উদ্দেশ্যে বর্তমানে বিআরটিসি ঢাকা-কোলকাতা-ঢাকা এবং ঢাকা-আগরতলা-ঢাকা বাস সার্ভিস পরিচালনা করে আসছে। প্রতিনিয়ত এর চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিআরটিসি'র যানবহরে এসি কোচ অচিরেই সংযুক্ত হতে যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে চাহিদা অনুযায়ী উক্ত রুটে বাসের সংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়টি সক্রিয় বিবেচনায় রয়েছে। এছাড়াও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে পার্শ্ববর্তী অন্যান্য দেশে বিআরটিসি বাস রুট বৃদ্ধির বিষয়টিও সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে।

## ১২. যানবাহনের পুরনো টায়ারের পুনঃব্যবহার

বিআরটিসি'র জয়দেবপুর ইন্টিগ্রেটেড সেন্ট্রাল ওয়ার্কশপ (আইসিডব্লিউ) এ পুরনো টায়ার রিট্রেডিং এর মাধ্যমে পুনরায় বিআরটিসি'র যানবাহনে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অন্যান্য সংস্থাও অর্থের বিনিময়ে বিআরটিসি থেকে এ সেবা নিয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী থেকে প্রতিবছরই প্রচুর সংখ্যক পুরনো টায়ার নিলামকৃত মূল্যে সংগ্রহ করে তা রিট্রেডিং এর মাধ্যমে বিআরটিসি'র যানবাহনে ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে বিআরটিসি'র অর্থ সাশ্রয় হচ্ছে।

## ১৩. স্কুল/স্টাফ বাস সার্ভিসের সংখ্যা বৃদ্ধি

সচিবালয়সহ বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী এবং ব্যাংকের কর্মকর্তা ও স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের আনা-নেয়ার জন্য বিআরটিসি বাসের চাহিদা প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ বিবেচনায় অতীতের চেয়ে বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রীসহ অন্যান্য সকলকে আনা-নেয়ার জন্য স্কুল/স্টাফ বাসের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে বাসের সংখ্যা ও চাহিদা বিবেচনায় প্রয়োজনে আরো বৃদ্ধি করা হবে। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে ১৭০টি স্টাফ বাস ও ১৪টি স্কুল বাস বিআরটিসি কর্তৃক পরিচালনা করা হচ্ছে।

## ১৪. মহিলা বাস সার্ভিসের সংখ্যা বৃদ্ধি

প্রতিনিয়তই ঘর বহির্মুখী কর্মব্যস্ততার কারণে মহিলাদের বিভিন্ন স্থানে যাতায়াতের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। এ প্রেক্ষিতে শুধু মহিলাদের জন্য পূর্বের তুলনায় সংখ্যা বাড়িয়ে বর্তমানে ১০টি ''মহিলা বাস সার্ভিস'' ঢাকার বিভিন্ন স্থানে লাভজনক না হওয়া সত্ত্বেও আসা-যাওয়া করছে।

বিআরটিসি কর্তৃক পরিচালিত মহিলা বাস সার্ভিস

## ১৫. মহিলা ও প্রতিবন্ধীদের জন্য বাসে আলাদাভাবে আসন সংরক্ষণ

মহিলাদের জন্য বিআরটিসির পৃথক বাস সার্ভিস থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের ধর্মীয় ও সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় প্রতিটি বাসে পূর্বের সংখ্যা বাড়িয়ে ১৩টি আসন আলাদাভাবে মহিলা ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

## ১৬. বিশেষ সেবা

নিয়মিত যাত্রীসেবার পাশাপাশি জনসাধারণের বিশেষ প্রয়োজনে যানবাহন সরবরাহের মাধ্যমে বিআরটিসি নিম্নোক্ত বিভিন্ন ধরণের সেবা প্রদান করে থাকেঃ

- হজ্জ যাত্রীদের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক বিশেষ কম্যুটার সার্ভিস;
- ঈদ-উল-ফিতর ও ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষে বিশেষ ঈদ সার্ভিস;
- বিশ্ব ইজতেমা উপলক্ষে স্পেশাল বাস সার্ভিস এবং
- স্কুল/কলেজ/সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা সফর/আনন্দ ভ্রমণ/বনভোজনসহ বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে যাতায়াতের জন্য সুলভ বাস সার্ভিস।

**পরিশিষ্ট-ক**

## বিআরটিসি নিজস্ব পরিচালিত বাস ও রুট-এর বিবরণ

| ক্রম | ডিপোর নাম | রুটের ক্রমিক | রুট | রুটের ক্রমিক | রুট | মোট রুট সংখ্যা | গাড়ীর সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১। | মতিঝিল বাস ডিপো (কমলাপুর) | ১ | গুলিস্তান-বাড্ডা | ১২ | ঢাকা-মিরকাদিম * | ২১টি | ১৩৪টি |
| | | ২ | ঢাকা-কলমাকান্দা | ১৩ | ঢাকা-তাড়াইল | | |
| | | ৩ | খিলগাঁও-তালতলা (মহিলা সার্ভিস) | ১৪ | ঢাকা-মনোহরদী * | | |
| | | ৪ | ঢাকা-মদন | ১৫ | ঢাকা-আখাউড়া | | |
| | | ৫ | ঢাকা-মোহনগঞ্জ | ১৬ | ঢাকা-সোনাপুর-চরজববর | | |
| | | ৬ | ঢাকা-মাওয়া | ১৭ | ঢাকা-লক্ষীপুর-মজু চৌধুরী ঘাট * | | |
| | | ৭ | ঢাকা-বি-বাড়ীয়া * | ১৮ | ডেমরা-চন্দ্রা-সাভার-নবীনগর * | | |
| | | ৮ | ঢাকা-নাছিরগঞ্জ | ১৯ | ডেমরা-চন্দ্রা-রামপুরা-ফ্যান্টাসি * | | |
| | | ৯ | ঢাকা-কুটিচৌমুহনী * | ২০ | ঢাকা-বিরিশিরি | | |
| | | ১০ | ঢাকা-নালিতাবাড়ী | ২১ | ঢাকা-ঈশ্বরগঞ্জ | | |
| | | ১১ | ঢাকা-নেত্রকোণা | | | | |
| ২। | কল্যাণপুর বাস ডিপো | ১ | আজিমপুর-টঙ্গী | ৫ | ঢাকা-কালিয়াকৈর | ৭টি | ১৯৮টি |
| | | ২ | মোহাম্মদপুর-বাড্ডা * | ৬ | গাবতলী-মতিঝিল * | | |
| | | ৩ | নবীনগর-মতিঝিল * | ৭ | ঝিগাতলা-নতুনবাজার * | | |
| | | ৪ | ঢাকা-আরিচা | | | | |
| ৩। | দ্বিতলবাস ডিপো মিরপুর-১২ | ১ | মিরপুর-মতিঝিল | ৬ | রুপনগর-মতিঝিল * | ১০টি | ১৯১টি |
| | | ২ | মিরপুর-বাড্ডা | ৭ | ঢাকা-ভৈরব * | | |
| | | ৩ | মিরপুর-১২-মতিঝিল | ৮ | গাবতলী- বনশ্রী * | | |
| | | ৪ | ঢাকা-কিশোরগঞ্জ * | ৯ | গাউছিয়া-গুলিস্তান | | |
| | | ৫ | মিরপুর-১২-আজিমপুর * | ১০ | মিরপুর-১২-মতিঝিল (মহিলা বাস সার্ভিস) * | | |
| ৪। | জোয়ারসাহারা বাস ডিপো | ১ | কচুক্ষেত-মতিঝিল | ৪ | শিববাড়ী-মতিঝিল * | ৬টি | ১৬৩টি |
| | | ২ | আব্দুল্লাহপুর-আজিমপুর * | ৫ | আব্দুল্লাহপুর-মতিঝিল (মহিলা বাস সাভিস) | | |
| | | ৩ | আব্দুল্লাপুর-মতিঝিল ভায়া ফার্মগেট * | ৬ | বালুঘাট-মতিঝিল ভায়া ফার্মগেট * | | |
| ৫। | রংপুর বাস ডিপো | ১ | হরিপুর-চাপাই | ১৫ | রংপুর-বুড়িমারী (১) | ২৭ টি | ৪৭টি |
| | | ২ | পঞ্চগড়-ঢাকা | ১৬ | রংপুর-বুড়িমারী (২) | | |
| | | ৩ | পঞ্চগড়-নেত্রকোনা | ১৭ | টুনিরহাট-গাইবান্ধা | | |
| | | ৪ | পঞ্চগড়-চাপাই | ১৮ | চিলমারী-দেবীগঞ্জ, | | |
| | | ৫ | পঞ্চগড়-খুলনা, | ১৯ | দেবীগঞ্জ-কুমিল্লা, | | |
| | | ৬ | রংপুর-পঞ্চগড়, | ২০ | রংপুর-সুন্দরগঞ্জ-গাইবান্ধা | | |
| | | ৭ | রংপুর-তেঁতুলিয়া, | ২১ | পঞ্চগড়-লক্ষীপাশা * | | |
| | | ৮ | পঞ্চগড়-গাইবান্ধা, | ২২ | পঞ্চগড়-নেত্রকোনা | | |
| | | ৯ | রংপুর-চিলাহাটি | ২৩ | সাঠিবাড়ী-গাইবান্ধা | | |
| | | ১০ | রংপুর-রানীসংকৈল | ২৪ | রংপুর-শ্যামনগর | | |
| | | ১১ | রংপুর-বরিশাল | ২৫ | রংপুর-ঢাকা | | |
| | | ১২ | রংপুর-চিলমারী | ২৬ | রংপুর-সাকোয়া, | | |

| ক্রম | ডিপোর নাম | রুটের ক্রমিক | রুট | রুটের ক্রমিক | রুট | মোট রুট সংখ্যা | গাড়ীর সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ১৩ | রংপুর-দই খাওয়া | ২৭ | ডিমলা-ঢাকা * | | |
| | | ১৪ | রংপুর-ধামুরহাট | | | | |
| ৬। | কুমিল্লা বাস ডিপো | ১ | কুমিল্লা-ঢাকা * | ৪ | লক্ষীপুর-সিলেট | ৫টি | ৬৪টি |
| | | ২ | কুমিল্লা-সুনামগঞ্জ | ৫ | কুমিল্লা-জাফলং * | | |
| | | ৩ | কুমিল্লা-কক্সবাজার * | | | | |
| ৭। | সিলেট বাস ডিপো | ১ | সিলেট-ফেনী | ৫ | সিলেট-ময়মনসিংহ | ৮টি | ২৭টি |
| | | ২ | সুনামগঞ্জ-ফরিদঞ্জ | ৬ | সিলেট-সোনাপুর | | |
| | | ৩ | সিলেট-তারাকান্দি | ৭ | হরিপুর গ্যাস ফিল্ড | | |
| | | ৪ | সিলেট-ফরিদগঞ্জ | ৮ | সিলেট-ঘাটাইল | | |
| ৮। | পাবনা বাস ডিপো | ১ | পাবনা-দিনাজপুর | ১১ | রাজশাহী-আমুয়া | ১৯টি | ৩৯টি |
| | | ২ | পাবনা-নওগাঁ | ১২ | চাপাই-পাথরঘাটা | | |
| | | ৩ | পাবনা-হিলী পাঁচ বিবি | ১৩ | রাজশাহী-দেবীগঞ্জ | | |
| | | ৪ | পাবনা-পিরোজপুর | ১৪ | রাজশাহী-সুন্দরগঞ্জ | | |
| | | ৫ | পাবনা-চাপাই | ১৫ | রাজশাহী-নওগাঁ | | |
| | | ৬ | রাজশাহী-সাপাহার | ১৬ | পাবনা-কুয়াকাটা | | |
| | | ৭ | মুজিবনগর-রাজশাহী | ১৭ | গোপালগঞ্জ-রংপুর | | |
| | | ৮ | চাপাই-খলিলপুর | ১৮ | রাজশাহী-পাচবিবি | | |
| | | ৯ | রাজশাহী-বাঘা | ১৯ | রংপুর-রাজবাড়ী | | |
| | | ১০ | নেত্রকোনা-মংলা | | | | |
| ০৯। | বগুড়া বাস ডিপো | ১ | পঞ্চগড়-খুলনা | ১৬ | বগুড়া-খুলনা | ২৯টি | ৬৫টি |
| | | ২ | রংপুর-কিশোরগঞ্জ * | ১৭ | বগুড়া-ঝালকাঠি | | |
| | | ৩ | বগুড়া-দিনাজপুর | ১৮ | বগুড়া-সাপাহার | | |
| | | ৪ | উলীপুর-সাতক্ষীরা * | ১৯ | বগুড়া-রহনপুর | | |
| | | ৫ | বগুড়া-যশোর | ২০ | বগুড়া-দিনাজপুর | | |
| | | ৬ | বগুড়া-সেতাবগঞ্জ | ২১ | নাতীপুর-রাজশাহী | | |
| | | ৭ | কুড়িগ্রাম-গোপালগঞ্জ | ২২ | বগুড়া-কানষাট | | |
| | | ৮ | কুড়িগ্রাম-পিরোজপুর | ২৩ | বগুড়া-নওগা | | |
| | | ৯ | বগুড়া-জয়পুরহাট | ২৪ | দিনাজপুর-চিলমারী | | |
| | | ১০ | দিনাজপুর-রংপুর | ২৫ | রহনপুর-ভোলারহাট | | |
| | | ১১ | দিনাজপুর-ভুরুঙ্গামারী | ২৬ | বগুড়া-মুজিবনগর, | | |
| | | ১২ | রাজশাহী-সাপাহার | ২৭ | রাজশাহী-সেতাবগঞ্জ | | |
| | | ১৩ | রাজশাহী-ভুরুঙ্গামারী | ২৮ | পঞ্চগড়-বরিশাল | | |
| | | ১৪ | বগুড়া-বাংলাবান্ধা | ২৯ | কুড়িগ্রাম-খুলনা * | | |
| | | ১৫ | সুন্দরগঞ্জ-চট্রগ্রাম | | | | |
| ১০। | চট্রগ্রাম বাস ডিপো | ১ | চট্রগ্রাম-রাঙ্গামাটি | ৫ | চট্রগ্রাম-চরফ্যাশন | ৭টি | ৬৫টি |
| | | ২ | চট্টগ্রাম-রামগতি-চরজববার * | ৬ | চট্টগ্রাম-কক্সবাজার * | | |
| | | ৩ | চট্রগ্রাম-কোম্পানীগঞ্জ | ৭ | শহর সার্ভিস। | | |
| | | ৪ | চট্টগ্রাম-খাগড়াছড়ি | | | | |

| ক্রম | ডিপোর নাম | রুটের ক্রমিক | রুট | রুটের ক্রমিক | রুট | মোট রুট সংখ্যা | গাড়ীর সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| ১১। | বরিশাল বাস ডিপো | ১ | বরিশাল-রংপুর | ৮ | কুয়াকাটা-খুলনা | ১৩টি | ৩৯টি |
| | | ২ | বরিশাল-চাপাই নবাবগঞ্জ | ৯ | বরিশাল-মুন্সিগঞ্জ | | |
| | | ৩ | বরিশাল-পাথরঘাটা-খুলনা | ১০ | বরিশাল-বেনাপোল | | |
| | | ৪ | চরফ্যাশন-যশোর | ১১ | বরিশাল-বরগুনা, | | |
| | | ৫ | বরিশাল-আমুয়া | ১২ | বরিশাল-পাথরঘাটা | | |
| | | ৬ | বরিশাল-কাওরাকান্দি | ১৩ | বরিশাল-খুলনা | | |
| | | ৭ | বরিশাল-পর্যটন। | | | | |
| ১২। | খুলনা বাস ডিপো | ১ | খুলনা-বরিশাল | ৭ | খুলনা-কাকচিরা | ১১টি | ২৫টি |
| | | ২ | খুলনা-কাঠালিয়া | ৮ | খুলনা-বরগুনা | | |
| | | ৩ | খুলনা-শ্যামনগর | ৯ | গোপালগঞ্জ-বেনাপুল * | | |
| | | ৪ | যশোর-কুয়াকাটা | ১০ | খুলনা-মঠবাড়ী | | |
| | | ৫ | খুলনা-রায়েন্দা | ১১ | খুলনা-কিশোরগঞ্জ * | | |
| | | ৬ | শরিয়তপুর-মুন্সীগঞ্জ | | | | |
| ১৩। | নরসিংদী বাস ডিপো | ১ | নরসিংদী-ঢাকা | | | ১টি | ৪২টি |
| ১৪। | নারায়নগঞ্জ বাস ডিপো | ১ | ঢাকা-নারায়নগঞ্জ * | ৪ | গুলিস্তান-বাজিতপুর * | ৬টি | ৯৬টি |
| | | ২ | গুলিস্তান-গাউসিয়া * | ৫ | গুলিস্তান-মাওয়া * | | |
| | | ৩ | ঢাকা-ডেমরা * | ৬ | চিটাগাং রোড-সাভার * | | |
| ১৫। | উত্থুলী বাস ডিপো | ১ | গুলিস্তান-মেঘনা ঘাট * | | | ১টি | ৪০টি |
| ১৬। | সোনাপুর বাস ডিপো | ১ | রামগতি-চট্টগ্রাম * | ৩ | সোনাপুর-চট্টগ্রাম * | ৩টি | ৬টি |
| | | ২ | চরজববার-চট্টগ্রাম * | | | | |
| ১৭। | গাজীপুর বাস ডিপো | ১ | গুলিস্তান-কোণাবাড়ী * | | | ১টি | ১০টি |
| | * চিহ্নিত রুটগুলো নতুন । বর্তমান সরকারের আমলে চালু করা হয়েছে। | | | | | | |
| | **সর্বমোট =** | | | | | **১৭৫টি** | **১২৫১টি** |

# সড়ক ও জনপথ (সওজ) অধিদপ্তর

## ভূমিকা

বাংলাদেশের সামগ্রিক যোগাযোগ ব্যবস্থার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে সড়ক। সরকারের একটি প্রধান সেবা প্রদানকারী সংস্থা হিসেবে সড়ক ও জনপথ (সওজ) অধিদপ্তর সমগ্র দেশে জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়ক এবং জেলা সড়কের সমন্বয়ে একটি ব্যাপক, ব্যয়সাশ্রয়ী, পরিবেশবান্ধব, আরামদায়ক ও নিরাপদ সড়ক নেটওয়ার্ক নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণে মুখ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। সওজ অধিদপ্তরের ব্যবস্থাধীনে বিভিন্ন শ্রেণীর মোট প্রায় ২১,৫৭১ কিলোমিটার সড়ক রয়েছে। তন্মধ্যে জাতীয় মহাসড়ক ৩,৫৭০ কিলোমিটার, আঞ্চলিক মহাসড়ক ৪,৩২৩ কিলোমিটার এবং জেলা সড়ক ১৩,৬৭৮ কিলোমিটার। এ ছাড়া সওজ অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সড়ক নেটওয়ার্কে বিভিন্ন প্রকারের ৪,৫০৭টি সেতু (মোট দৈর্ঘ্য ১৩০ কিলোমিটার) এবং ১৩,৭৫১টি কালভার্ট (দৈর্ঘ্য ৫৪০০০ মিটার) রয়েছে। অধিকন্তু ৬০টি ফেরী ঘাটে বিভিন্ন প্রকারের মোট ১৫৩টি ফেরী যান পরিচালনার মাধ্যমে ফেরী পারাপার কার্যক্রম সম্পাদিত হচ্ছে। সওজ অধিদপ্তর মাঠ পর্যায়ের ৯টি জোন, ২০টি সার্কেল এবং ৬৫টি বিভাগের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে ।

## ১. উন্নয়নখাত

### ক. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) ২০১২-১৩ অর্থবছর

(কোটি টাকায়)

| প্রকল্প সংখ্যা | বরাদ্দ | | | ডিসেম্বর ১২ পর্যন্ত | |
|---|---|---|---|---|---|
| | জিওবি | প্রকল্প সাহায্য | মোট | ব্যয় | অগ্রগতি |
| ১৪৮টি | ২১৯৫.৪১ | ২৪৫.৩৯ | ২৪৪০.৮০ | ১০৬৭.৪১ | ৪৩.৭৩% |

- গত অর্থ বছরে এ সময়ে (ডিসেম্বর ২০১১) সওজ অধিদপ্তরের সার্বিক অগ্রগতি ছিল- ৩১.৬৬%।
- ডিসেম্বর ২০১২ পর্যন্ত এডিপি বাস্তবায়নে জাতীয় অগ্রগতির হার ২৮% মাত্র।

### খ. ২০১০-১১ থেকে ২০১২-১৩ (ডিসেম্বর/১২ পর্যন্ত) অর্থ বছরের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন চিত্র

(কোটি টাকায়)

| অর্থবছর | প্রকল্প সংখ্যা | বরাদ্দ | ব্যয় | বাস্তবায়নের হার (%) |
|---|---|---|---|---|
| ২০১০-২০১১ | ১৫২টি | ২০৬৩.৬১ | ১৮৪২.৫৯ | ৮৯.২৯ |
| ২০১১-২০১২ | ১৬৯টি | ২৪৪০.৫১ | ২৩১৭.১৪ | ৯৪.৯৪ |
| ২০১২-২০১৩ (ডিসেম্বর/১২ পর্যন্ত) | ১৪৮টি | ২৪৪০.৮০ | ১০৬৭.৪১ | ৪৩.৭৩ |

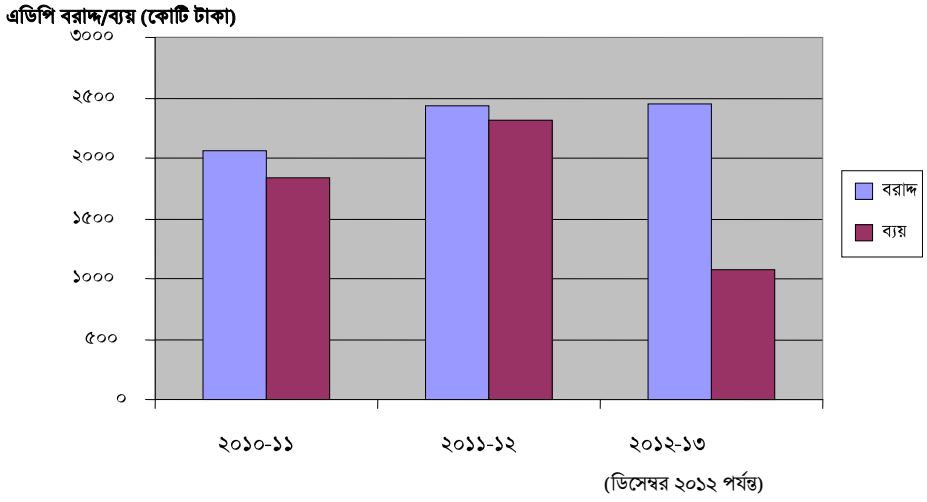

## গ. এডিপি বাস্তবায়ন লক্ষ্যমাত্রা

- সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের সেপ্টেম্বর ২০১২, ডিসেম্বর ২০১২, মার্চ ২০১৩ ও জুন ২০১৩-তে এডিপি বাস্তবায়ন লক্ষ্যমাত্রা যথাক্রমে ২০%, ৬৫%, ৯০% ও ১০০% নির্ধারণ করা হয়। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ডিসেম্বর, ২০১২ পর্যন্ত অর্জিত বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৪৩.৭৩%।
- লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে এডিপি বাস্তবায়নের জন্য সড়ক বিভাগ ও সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর ১৯টি যৌথ মনিটরিং টীম গঠন করেছে এবং বাস্তবায়ন কার্যক্রম নিবিড়ভাবে তদারকি করছে।

## ঘ. ২০১১-১২ অর্থ বছরে এডিপি বাস্তবায়ন

২০১১-১২ অর্থ বছরে সওজ অধিদপ্তর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় সর্বমোট ১৬৯টি প্রকল্পের মধ্যে ১৭টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ সমাপ্ত করেছে। উক্ত সময়ে ৩০.৫০ কিলোমিটার নতুন সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া ৫২৮ কিলোমিটার সড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতীকরণ, ২৩৭২ কিলোমিটার সড়ক সার্ফেসিং এবং ৪০৪৬ মিটার কনক্রিট সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। সমাপ্ত ১৭টি প্রকল্পের তালিকা নিম্নে প্রদান করা হলঃ

১. বেতগ্রাম-তালা-পাইকগাছা-কয়রা সড়কের ৩৩তম কিলোমিটারে শিবসা নদীর উপর শিবসা সেতু ও ৫১তম কিলোমিটারে কয়রা সেতু নির্মাণ
২. নারায়নগঞ্জ সংযোগ সড়ককে ৪ লেইনে উন্নীতকরণ
৩. চিম্বুক-থানচী এবং দিঘীনালা-মারিশ্যা সড়কের অবশিষ্ট কাজ
৪. বিরিশিরি-শ্যামগঞ্জ সড়কে সোমেশ্বরী, শুকনাকুড়ি ও জারিয়া সেতু এবং নেত্রকোনা-কলমাকান্দা সড়কে দশদার ও কলমাকান্দা সেতু নির্মাণ
৫. বাঘাইহাট-মাসালং-সাজেক সড়ক নির্মাণ
৬. সড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্প-১
৭. দিগপাইত-সরিষাবাড়ী সড়কের ৯ম কিলোমিটারে বাউসি সেতু নির্মাণ ও দিগপাইত-সরিষাবাড়ী তারাকান্দি সড়ক উন্নয়ন
৮. সুনামগঞ্জ-কাচিরগাতি-বিশ্বম্ভরপুর সড়ক নির্মাণ
৯. পিরোজপুর (হুলারহাট)-শ্রীরামকাঠী-স্বরূপকাঠি সড়ক উন্নয়ন
১০. সিরাজগঞ্জ-রায়গঞ্জ সড়ক উন্নয়ন
১১. পঞ্চগড় চিনিকল-বেংহারী-মাড়েয়া-শালডাঙ্গা-দেবীগঞ্জ সড়ক উন্নয়ন
১২. লালমাই-লাকসাম-মাইজদী সড়ক উন্নয়ন
১৩. লাঙ্গালের হাট সেতুর (৯৩.০২ মিটার) অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ
১৪. দৌলতদিয়া-ফরিদপুর-মাগুরা-ঝিনাইদহ-যশোর-খুলনা-মংলা (দিগরাজ) সড়কের ১১তম কিলোমিটারে অবস্থিত (খানখানাপুর) ৩৬.৬০ মিটার পিসি গার্ডার সেতু পুনঃনির্মাণ
১৫. চিনাখড়া-সুজানগর সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন
১৬. সাতক্ষীরা-আশাশুনি সড়ক উন্নয়ন
১৭. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন ক্ষতিগ্রস্থ সড়কসমূহের জরুরী পুনর্বাসন।

## ঙ. ২০১২-১৩ অর্থ বছরে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্প

২০১২-১৩ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভূক্ত ৩১টি প্রকল্প সমাপ্তির জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-ক)। সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ পাওয়া গেলে কাজের বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় বর্তমান অর্থবছরে ৩১টি প্রকল্পই সমাপ্ত করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

## চ. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের কার্যক্রমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সম্পৃক্ততা

### চ(১) পটুয়াখালী-কুয়াকাটা সড়কে শহীদ শেখ কামাল সেতু, শহীদ শেখ জামাল সেতু ও শহীদ শেখ রাসেল সেতু নির্মাণ

সাগর কন্যা খ্যাত কুয়াকাটার সাথে পটুয়াখালীসহ সারাদেশের নিরবচ্ছিন্ন সড়ক সংযোগের লক্ষ্যে পটুয়াখালী-কুয়াকাটা সড়কের কলাপাড়া উপজেলায় আন্ধারমানিক নদীর উপর শহীদ শেখ কামাল সেতু (খেপুপাড়া সেতু), সোনাতলা নদীর উপর শহীদ শেখ জামাল সেতু (হাজীপুর সেতু) এবং খাপড়াভাঙ্গা নদীর উপর শহীদ শেখ রাসেল সেতু (মহিপুর সেতু) নির্মাণের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখ পটুয়াখালী জেলা সফরকালে এ ৩টি সেতুর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। প্রকল্পটির অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ১৪৩.৪০ কোটি টাকা। আন্ধারমানিক নদীর উপর ৮৯১.৭৬ মিটার দীর্ঘ শহীদ শেখ কামাল সেতুর (খেপুপাড়া সেতু) বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৩৫%, সোনাতলা নদীর উপর ৪৮২.৩৭ মিটার দীর্ঘ শহীদ শেখ জামাল সেতুর (হাজীপুর সেতু) বাস্তবায়ন অগ্রগতি ২০% এবং খাপড়াভাঙ্গা নদীর উপর ৪০৮.৩৬ মিটার দীর্ঘ শহীদ শেখ রাসেল সেতুর (মহীপুর সেতু) বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৬৫.৫০%। আশা করা যায় ডিসেম্বর ২০১৩ এর মধ্যে সেতু ৩টির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা সম্ভব হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক শহীদ শেখ কামাল সেতুর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক শহীদ শেখ জামাল সেতুর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক শহীদ শেখ রাসেল সেতুর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

## চ(২) চট্টগ্রাম বন্দর সংযোগ উড়াল সেতু

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২৮ মার্চ ২০১২ তারিখ চট্টগ্রাম বন্দর ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন প্রকল্পের আওতায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সাথে পোর্ট একসেস সড়কের মাধ্যমে চট্টগ্রাম বন্দরের সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে ৭১.১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত ১৪২০ মিটার দীর্ঘ ফ্লাইওভারটি যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করেন। ফ্লাইওভারের প্রশস্ততা ১০.৬০ মিটার এবং স্প্যান সংখ্যা ৩১টি। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে চট্টগ্রাম বন্দর হতে পণ্যবাহী ট্রাক/লরী সহজেই চট্টগ্রাম পোর্ট একসেস সড়কে সরাসরি চলে আসতে পারছে। এর ফলে চট্টগ্রাম-পতেঙ্গা বিমান বন্দর সড়কে চলাচলকারী যানবাহন ও যাত্রী চলাচল সুগম হয়েছে এবং যানজট বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৮শে মার্চ ২০১২ তারিখ বন্দর সংযোগ উড়াল সেতুটি যানচলাচলের জন্য উন্মুক্ত করেন

## চ(৩) তিস্তা সেতু

তিন-সেতু নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় রংপুর-কুড়িগ্রাম জাতীয় মহাসড়কের ২১তম কিলোমিটারে তিস্তা নদীর উপর ৭৫০ মিটার দীর্ঘ ১৫ স্প্যান বিশিষ্ট তিস্তা সেতুটি ১২২.০৯৭২ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২২ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখ তিস্তা সেতুটি যানচলাচলের জন্য উন্মুক্ত করেন। তিস্তা সেতু নির্মাণের ফলে বিভাগীয় শহর রংপুরসহ সারাদেশের সাথে কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাট জেলার যোগাযোগ সুগম হয়েছে। এছাড়া বুড়িমারী স্থল বন্দরের মাধ্যমে বাংলাদেশের সাথে ভারত, নেপাল ও ভুটানের দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পণ্য বিনিময় এবং বাণিজ্যের প্রসার ঘটছে। উল্লেখ্য যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ০১ জুলাই ২০০১ তারিখ সেতুটির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২২ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখ তিস্তা সেতু যানচলাচলের জন্য উন্মুক্ত করেন

### চ(৪) বান্দরবান পার্বত্য জেলায় সাঙ্গু নদীর উপর রুমা ও থানচি সেতু

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ১৭ নভেম্বর ২০১২ তারিখে বান্দরবন জেলার সাঙ্গু নদীর উপর নির্মিত দু'টি সেতু (রুমা ও থানচি সেতু) যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করেন। চিম্বুক-রুমা সড়কে ২১৭.১৫ মিটার দীর্ঘ রুমা সেতু এবং চিম্বুক-থানচি সড়কে ২১৬.৪৪ মিটার দীর্ঘ থানচি সেতু দু'টি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে মোট ৩৩.৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়। সেতু দু'টি নির্মাণের ফলে বান্দরবান পার্বত্য জেলার রুমা উপজেলা ও থানচি উপজেলা সদরের সাথে সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। এতে বান্দরবান জেলার পর্যটনের ব্যাপক প্রসার ঘটবে ও জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৭ নভেম্বর ২০১২ তারিখ বান্দরবান জেলায় রুমা সেতু উদ্বোধন করেন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৭ নভেম্বর ২০১২ তারিখ বান্দরবান জেলায় থানচি সেতু উদ্বোধন করেন

### চ(৫) বনানী রেল ক্রসিং এ ওভারপাস নির্মাণ

৮০৪ মিটার দীর্ঘ বনানী রেলওয়ে ওভার পাস গত ২৭/১২/২০১২ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করেছেন। বনানী রেলক্রসিং দিয়ে দৈনিক গড়ে ৭২টি ট্রেন চলাচল করে যা যানজট সৃষ্টির অন্যতম কারণ ছিল। ওভার পাসটি নির্মাণের ফলে ট্রেন চলাচল জনিত যানজট দুরীভুত হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৭ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখ বনানী রেল ক্রসিং এ ওভারপাস উদ্বোধন করেন

## ছ. মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনকৃত সেতু, ফুটওভার ব্রীজ ও অন্যান্য স্থাপনা

### ছ(১) যমুনেশ্বরী সেতু

রংপুর-বদরগঞ্জ-পার্বতীপুর সড়ক প্রশস্তকরণ প্রকল্পের আওতায় যমুনেশ্বরী নদীর উপর ১২৬ মিটার দীর্ঘ, ৯.১ মিটার প্রস্থ ও ৫ স্প্যান বিশিষ্ট যমুনেশ্বরী সেতুটির নির্মাণ কাজ ২০১১-১২ অর্থবছরে সম্পন্ন হয়। ইতোমধ্যে সড়কের মূল কাজও সম্পন্ন হয়েছে। ফলে রংপুর জেলার সঙ্গে বদরগঞ্জ ও পার্বতীপুর হয়ে দিনাজপুর জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং দুরত্বও প্রায় ১২ কিলোমিটার কমে এসেছে। তাছাড়া এ সড়ক রংপুর সেনানিবাস ও বীর উত্তম শহীদ মাহাবুব সেনানিবাসকে সড়ক পথে সংযুক্ত করেছে। এ সড়কের মাধ্যমে পার্বতীপুর-সৈয়দপুর এবং পার্বতীপুর-ফুলবাড়ী সড়কের সাথেও যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। এছাড়া বদরগঞ্জ ও পার্বতীপুর উপজেলার জনসাধারণ রংপুরের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে এ সড়কটি ব্যবহার করে থাকে। মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী রংপুর সফরকালে ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখ যমুনেশ্বরী সেতু যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করেন।

মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখ যমুনেশ্বরী সেতু যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করেন

### ছ(২) পালপাড়া সেতু

মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী ২৫ মে ২০১২ তারিখ কুমিল্লা-বুড়িচং-ব্রাহ্মণপাড়া-মিরপুর সড়কের ৩য় কিলোমিটারে ১৫৬ মিটার দীর্ঘ পালপাড়া সেতুর নির্মাণ কাজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। ১৪.৭০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এ সেতুটি জুন ২০১৩ এর মধ্যে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত আছে।

মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী ২৫ মে ২০১২ এ পালপাড়া সেতুর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন

### ছ(৩) কাঁচপুর সার্কুলার সড়ক

কাঁচপুর জংশন পয়েন্টে যানজট নিরসনের লক্ষ্যে কাঁচপুর সেতুর নিচে দিয়ে বিকল্প পথে চলাচলের জন্য ৮৬০ মিটার দীর্ঘ একটি সার্কুলার সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। এর ফলে চট্টগ্রাম প্রান্ত হতে আগত সিলেটগামী যানবাহনসমূহ জংশনে অপেক্ষা না করে ব্রীজের নীচ দিয়ে সরাসরি সিলেট মহাসড়কে যেতে পারছে। এতে কাঁচপুর জংশনে যানজট বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী ২১ অক্টোবর ২০১২ তারিখ কাঁচপুর সার্কুলার সড়কটি যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করেন।

মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী ২১ অক্টোবর ২০১২ তারিখ কাঁচপুর সার্কুলার সড়ক যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করেন

### ছ(৪) মোগরাপাড়া চৌরাস্তায় ফুটওভার ব্রীজ

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ২৫তম কিলোমিটারে মোগরাপাড়া চৌরাস্তায় ফুটওভার ব্রীজ ২১ অক্টোবর ২০১২ তারিখে মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী উদ্বোধন করে জনসাধারণের পারাপারের জন্য উন্মুক্ত করেছেন। উল্লিখিত স্থানে ১টি ফুটওভার ব্রীজ নির্মাণের জন্য স্থানীয় জনগণের দীর্ঘ দিনের দাবী ছিল। ফুটওভার ব্রীজটি নির্মাণের ফলে জনগণ নিরাপদে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক পারাপার হতে পারছেন।

ফুটওভার ব্রীজ, মোগরাপাড়া, নারায়ণগঞ্জ

### ছ(৫) শিরনিরটেক গাবতলী সংযোগ সড়কে গাবতলী সেতুর নিচে ইউ-লুপ নির্মাণ

শিরনিরটেক গাবতলী সংযোগ সড়কের গাবতলী সেতুর নিচ দিয়ে ৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫০০ মিটার দীর্ঘ একটি ইউ-লুপ নির্মাণ করা হয়েছে। মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী ২৯ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে গাবতলী ইউ-লুপটি যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করেন। এর ফলে গাবতলী-সোয়ারীঘাট ও গাবতলী-শিরনিরটেক সড়কের সরাসরি সংযোগ স্থাপিত হয়েছে এবং ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের গাবতলী অংশের যানজট হ্রাস পেয়েছে।

মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী কর্তৃক গাবতলী ইউ-লুপটি উদ্বোধন

**ছ(৬) এক্সেল লোড কন্ট্রোল স্টেশন**

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে মেঘনা সেতু সড়ক এ্যপ্রোচ, গোমতী সেতু সড়ক এ্যপ্রোচ, সীতাকুন্ডের বড় দারোগারহাট এবং ঢাকা-আরিচা সড়কের বাথুলীতে স্থাপিত এক্সেল লোড কন্ট্রোল স্টেশনসমূহ দীর্ঘ দিন যাবত অচল হয়ে পড়ে ছিল। উক্ত এক্সেল লোড কন্ট্রোল স্টেশনসমূহ ইতোমধ্যে চালু করা হয়েছে। মোটরযানের এক্সেল লোড কেন্দ্র পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১২ ইতোমধ্যে কার্যকর করায় উক্ত নীতিমালার ভিত্তিতে সড়কের উপর ওভারলোডেড যানবাহনের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। এছাড়া ময়নামতি-ব্রাহ্মণবাড়িয়া সড়কের ময়নামতি পয়েন্টে, চট্টগ্রাম-কক্সবাজার সড়কে কেরানিরহাট পয়েন্টে এবং ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়কের জগদীশপুরে (মুক্তিযোদ্ধা চত্বর হবিগঞ্জ) একটি করে পোর্টেবল এক্সেল লোড কন্ট্রোল স্টেশন চালু করা হয়েছে। আরও ৮টি স্থানে এক্সেল লোড কন্ট্রোল স্টেশন স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী কর্তৃক সীতাকুন্ডে বড় দারোগারহাটে ২ নভেম্বর ২০১২ তারিখ এক্সেল লোড কন্ট্রোল স্টেশন উদ্বোধন

মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী কর্তৃক কক্সবাজারে মরিচ্যাবাজারে ৪ নভেম্বর ২০১২ তারিখ এক্সেল লোড কন্ট্রোল স্টেশন উদ্বোধন

ইতোমধ্যে সারা দেশে নিম্নে বর্ণিত স্থানে ৮টি ওভারলোড কন্ট্রোল স্টেশন স্থাপিত হয়েছেঃ

(১) ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের বাথুলী, মানিকগঞ্জ
(২) ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মেঘনা সেতু, নারায়নগঞ্জ
(৩) ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের গোমতী সেতু, দাউদকান্দি
(৪) ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়কের আউসকান্দি, হবিগঞ্জ (অচল)
(৫) ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের বড় দারোগারহাট, চট্টগ্রাম
(৬) ময়নামতি-ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সড়কের ময়নামতি-কুমিল্লা এলাকা
(৭) চট্টগ্রাম-কক্সবাজার-টেকনাফ মহাসড়কের কেরানিরহাট এলাকা
(৮) ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়কের জগদীশপুর (মুক্তিযোদ্ধা চত্বর হবিগঞ্জ)

নিম্নে বর্ণিত আরও ৮টি স্থানে ওভারলোড কন্ট্রোল স্টেশন স্থাপনের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছেঃ

(১) ঢাকা-ময়মনসিংহ জাতীয় মহাসড়কের ভোগরা
(২) দৌলতদিয়া-ফরিদপুর-যশোর-খুলনা-মংলামহাসড়কের নওয়াপাড়া
(৩) পঞ্চগড়-বাংলাবান্ধা জাতীয় মহাসড়কের পঞ্চগড়
(৪) বুড়িমাড়ি-লালমনিরহাট জাতীয় মহাসড়কের বড়খাতা
(৫) নবাবগঞ্জ-শিবগঞ্জ-সোনামসজিদ-বালিয়াদীঘি সড়কের কয়লাবাড়ি
(৬) যশোর-বেনাপোল মহাসড়কের বেনাপোল
(৭) ঢাকা-উথুলি-কাশীনাথপুর-বগুড়া-রংপুর মহাসড়কের মহাস্থানগড়
(৮) সিলেট-কোম্পানীগঞ্জ-ভোলাগঞ্জের খাগাইল

## জ. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পের মধ্যে সওজ অধিদপ্তরের ৫১টি প্রকল্প রয়েছে। ১৩টি প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণরূপে, ৪টি প্রকল্পের কাজ আংশিকভাবে চলমান এবং কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের আওতায় ২টি প্রকল্প সমীক্ষাধীন রয়েছে (পরিশিষ্ট-খ)। পরিকল্পনা কমিশনে ১৯টি প্রকল্পের ডিপিপি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে (পরিশিষ্ট-গ)। তম্মধ্যে ২টি ডিপিপি ২টি প্রতিশ্রুতির অংশ বিশেষ। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরে ১৪টি ডিপিপি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে (পরিশিষ্ট-ঘ)। তম্মধ্যে ২টি ডিপিপি ২টি প্রতিশ্রুতির অংশ বিশেষ। এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পিপিপি সেলে প্রক্রিয়াধীন ১টি, সড়ক বিভাগে প্রক্রিয়াধীন ১টি এবং গাজীপুর জেলার জন্য ১টি প্রতিশ্রুতি রয়েছে। চলমান [১৩টি+৪টি (আংশিক)] প্রকল্পগুলো বিশেষভাবে তত্ত্বাবধান ও মনিটরিং করে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

## ঝ. বাস্তবায়নাধীন গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের বিবরণ

### ঝ(১) ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প

জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্প হিসেবে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের আওতায় দাউদকান্দি হতে চট্টগ্রাম সিটি গেইট পর্যন্ত ১৯২.৩০ কিলোমিটার বিদ্যমান ২ লেন সড়ককে ২৪১০.১৭ কোটি টাকা ব্যয়ে জানুয়ারি ২০০৬ হতে ডিসেম্বর ২০১৩ মেয়াদে ৪ লেনে উন্নীতকরণের কাজ চলমান আছে। এ প্রকল্পে ২ লেন বিশিষ্ট সড়ক নির্মাণ ছাড়াও ২৩ টি সেতু, ২৩২ টি কালভার্ট, ৩টি রেল ওভারপাস, ১৪টি সড়ক বাইপাস (৩২.১৩৭ কিঃমিঃ), ৩৩টি স্টীল ফুট ওভার ব্রীজ, ২টি (৩৪ মিটার) আন্ডারপাস, ৬১টি বাস স্টপেজ নির্মাণ করা হবে।

সড়কের পেভমেন্টের বিভিন্ন স্তরের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। ডিসেম্বর ২০১২ পর্যন্ত প্রকল্পের সড়কবাঁধ নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। মাটির কাজ ১২৯ লক্ষ ঘনমিটারের মধ্যে ১০৮ লক্ষ ঘনমিটারের কাজ সমাপ্ত হয়েছে (৮৩.৪৯%)। ১৯২ কিলোমিটার সড়কের মধ্যে ৪৭ কিলোমিটারের সাব-বেইস এর কাজ সমাপ্ত হয়েছে (২৪.৪৮%)। ১৭টি সেতুর মধ্যে ২টির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে, অবশিষ্ট সেতুর কাজ চলমান রয়েছে (৬৩.৫%)। ২৩২টি কালভার্টের মধ্যে ২২০টি কালভার্টের নির্মাণ কাজ (৯১.৩৭%) সমাপ্ত হয়েছে। অবশিষ্ট কালভার্টগুলোর কাজ চলমান রয়েছে। এ ছাড়াও প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণের কাজ ৯০% সমাপ্ত হয়েছে। সড়ক সম্প্রসারণের প্রয়োজনে প্রকল্প এলাকায় ১৩টি স্কুল, ৬টি মসজিদ, ২টি মন্দির ও ৪টি কবরস্থান স্থানান্তর ও নির্মাণের কাজও বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে বন্দর নগরী চট্টগ্রামের সাথে রাজধানী ঢাকার সড়ক পথে যোগাযোগ সহজ, দ্রুত, যানজটমুক্ত ও উন্নততর হবে। জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা বহনকারী এ প্রকল্পে গত অর্থবছর পর্যন্ত ৬৪৭.৪০ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। বর্তমান অর্থবছরে ৫০০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ আছে। ২৮ ডিসেম্বর ২০১২ হতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পে সড়কের বিটুমিনাস সার্ফেসিং এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ৪ লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের বাস্তব কাজের চিত্র

**ঝ(২) গৌরনদী-আগৈলঝড়া-পয়সারহাট-কোটালীপাড়া-গোপালগঞ্জ সড়ক উন্নয়ন (গোপালগঞ্জ বাসটার্মিনাল সংযোগ সড়কসহ) (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প**

বরিশাল জেলার গৌরনদী-আগৈলঝড়া-পয়সারহাট হয়ে কোটালীপাড়া-গোপালগঞ্জ পর্যন্ত সড়ক এ প্রকল্পের আওতাভুক্ত। প্রকল্পটি ১৬৩.৯৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারী/২০০৯ হতে জুন/১৩ মেয়াদে এডিপিভুক্ত হয়। পরবর্তীতে সংশোধিত হয়ে প্রকল্পের ব্যয় দাড়াঁয় ২১৭.৬৩ কোটি টাকা। প্রকল্পের আওতায় ৪৭.৮৩ কিলোমিটার বিদ্যমান সড়ক এর মধ্যে ৩২.৪৯ কিলোমিটার সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন, ১৫.৩৪ কিলোমিটার নতুন সড়ক, ৯টি ব্রীজ এবং ২টি কালভার্ট নির্মাণ নির্ধারিত রয়েছে।

**অগ্রগতিঃ**

(১) মাটির কাজ- ৪৭.৮৩ কিমি এর মধ্যে ৩৬ কিমি সম্পন্ন (৭৫.২৬%)।
(২) সাব-বেইজ- ৪৭.৮৩ কিমি এর মধ্যে ৩০ কিমি সম্পন্ন (৬২.৭৩%)।
(৩) বেইজ টাইপ-১ ৪৭.৮৩ কিমি এর মধ্যে ১৪.৫০ কিমি সম্পন্ন (৩০.৩২%)।
(৪) সার্ফেসিং- ৪৭.৮৩ কিমি এর মধ্যে ৩০ কিমি সম্পন্ন (৬২.৭৩%)।
(৫) ব্রীজ- ৯টির মধ্যে ৫টি সম্পন্ন ৪টি চলমান।
(৬) কালভার্ট- ১২টির মধ্যে ৩টি সম্পন্ন ৯টি চলমান।
(৭) সার্বিক অগ্রগতি ৬০%।

প্রকল্পটি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আগামী জুন/১৩ এর মধ্যে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সম্পন্ন হবে মর্মে আশা করা যায়। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে বরিশাল ও গোপালগঞ্জের মধ্যে সড়ক দুরুত্ব ১০.০০ কিলোমিটার কমে যাবে। গোপালগঞ্জ-মাদারীপুর-শরিয়তপুর-চাঁদপুর হয়ে মংলা ও চট্টগ্রাম এর মধ্যকার যোগাযোগ সহজতর হবে যা জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

**ঝ(৩) জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প**

প্রকল্পটির আওতায় জয়দেবপুর চৌরাস্তা হতে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ মোড় পর্যন্ত ৮৭.১৮ কিলোমিটার বিদ্যমান ২-লেন সড়ককে ৪-লেনে উন্নীত করা হচ্ছে। প্রকল্পটি ৯৯২.১০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৪টি প্যাকেজের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ২টি প্যাকেজ WI-3 : নয়নপুর (মাওনা) থেকে রায়মনি পর্যন্ত ২৯.৬০ কিলোমিটার ও WI-4 : রায়মনি থেকে ময়মনসিংহ পর্যন্ত ২৭.৩২৯ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ কাজের বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান আছে। প্রকল্পভুক্ত অপর ২টি প্যাকেজ (WI-1 ও WI-2) এর নির্মাণ কাজ বিভিন্ন জটিলতার কারণে নির্ধারিত সময়ে শুরু করা যায়নি। ক্রয় কমিটির অনুমোদন নিয়ে পূর্বের চুক্তি বাতিল করে রাস্তাটি দ্রুত নির্মাণের স্বার্থে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে এ প্যাকেজ ২টি বাস্তবায়নের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

WI-3 ও WI-4 প্যাকেজদ্বয়ে ৫৬.৯৩ কিলোমিটার সড়কের মধ্যে ৫টি সেতু, ৯৬টি কালভার্ট ও পথচারীদের নিরাপদে রাস্তা পারাপারের জন্য ৩টি স্টীল ফুটওভার ব্রীজ নির্মাণ করা হবে। এ অংশে ইতোমধ্যে ১২.৬০ লক্ষ ঘনমিটার মাটির কাজের মধ্যে ৭.৮০ লক্ষ ঘনমিটার (প্রায় ৬০%) কাজ শেষ হয়েছে। পেভমেন্টের বিভিন্ন স্তরের ISG ৪.৮০ লক্ষ ঘনমিটার এর মধ্যে ১.২০ লক্ষ ঘনমিটার, সাব-বেইজ ১৯ কি.মি., বেইজ-II ৫ কি.মি., বেইজ-I ৩ কি.মি. ও বিটুমিনাস কাজ (Black top) ১.৫ কি.মি. ইতোমেধ্যে শেষ হয়েছে। ৫টি সেতুর ফাউন্ডেশন ও সাব-স্ট্রাকচারের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৭০টি গার্ডারের মধ্যে ১৬টি নির্মিত হয়েছে (৬৮%)। বাকীগুলোর কাজ চলমান আছে। ৯৬টি কালভার্টের মধ্যে ৩৬টির কাজ সম্পূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট কালভার্টের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পে এপ্রিল ২০১৩ পর্যন্ত ৩০ কিলোমিটার সড়কের পেভমেন্ট নির্মাণ কাজ এবং জুন ২০১৩ এর মধ্যে সেতু ও কালভার্টের শতভাগ কাজ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত আছে।

এই প্রকল্প শেষ হলে বৃহত্তর ময়মনসিংহ ও বৃহত্তর সিলেট এর পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে রাজধানী ঢাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন, যাতায়াত ত্বরান্বিত ও নিরাপদ হবে এবং প্রকল্প এলাকার কৃষি পণ্য ও শিল্প কারখানায় উৎপাদিত পণ্য দ্রুত পরিবহণের সুবিধা বৃদ্ধি পাবে। ফলে এতদঅঞ্চলের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধিত হবে।

জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ মহাসড়ক ৪ লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের বাস্তব কাজের চিত্র

**ঝ(৪) ইস্টার্ণ বাংলাদেশ ব্রীজ ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (ইবিবিআইপি)**

বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলের অর্থাৎ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ঢাকা জোন, কুমিল্লা জোন, সিলেট জোন এবং চট্টগ্রাম জোনের আওতাধীন জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কের সরু এবং ক্ষতিগ্রস্থ সেতুসমূহ মূলতঃ পূনর্নির্মাণের জন্য ৬৯০.৯০ কোটি টাকা ব্যয়ে (জাইকা ৫০১.৫৪ কোটি টাকা ও জিওবি ১৮৯.৩৬ কোটি টাকা) জুলাই ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১৩ মেয়াদে প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় ১১৭টি সেতু ও ৩২.৬০ কিলোমিটার এপ্রোচ সড়ক নির্মিত হবে। জাইকার অর্থায়নে ৩০ মিটারের অধিক দৈর্ঘ্যের ৬৩টি সেতু এবং জিওবি অর্থায়নে ৩০ মিটারের কম দৈর্ঘ্যের ৫৪টি সেতু নির্মাণ করা হচ্ছে। সেতুসমূহের মোট দৈর্ঘ্য ৪৭৬২ মিটার। যে সমস্ত জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কে সেতুসমূহ নির্মিত হচ্ছে তা হল : (১) জিনজিরা-দোহার-শ্রীনগর (২) টাঙ্গাইল-মধুপুর-জামালপুর (৩) কিশোরগঞ্জ-ভৈরব (৪) ব্রাহ্মনবাড়িয়া-কুমিল্লা (৫) মাইজদি-রাজগঞ্জ-চন্দ্রগঞ্জ (৬) লালমাই-চাঁদপুর-রায়পুর (৭) সিলেট-গোপালগঞ্জ-জকিগঞ্জ (৮) সিলেট-সুনামগঞ্জ (৯) কক্সবাজার-টেকনাফ (১০) চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি (১১) হাটহাজারি-ফটিকছড়ি-খাগড়াছড়ি (১২) পটিয়া-আনোয়ারা-বাঁশখালী সড়ক। সেতুসমূহ ১৩টি জেলা ও ৩৮টি উপজেলায় অবস্থিত।

সেতুসমূহ সরু/ক্ষতিগ্রস্থ থাকায় বর্ণিত গুরুত্বপূর্ণ সড়কসমূহে অনেকস্থানে যানজট, দুর্ঘটনা সৃষ্টিসহ দীর্ঘকাল যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন হচ্ছিল। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ঢাকা, কুমিল্লা, সিলেট ও চট্টগ্রাম জোন তথা দেশের পূর্বাঞ্চলের সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্কের প্রভূত উন্নতি সাধিত হবে।

**অগ্রগতি**

- ঢাকা, কুমিল্লা ও সিলেট জোনের ৭১টি সেতুর কাজ চলছে।
- অবশিষ্ট ৪৬টি সেতুর দরপত্র অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে, যার কার্যাদেশ শীঘ্রই প্রদান করা হবে।
- ৩টি সেতু ও ২টি কালভার্ট নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।
- ১৫টি সেতুর সাবষ্ট্রাকচার নির্মাণ শেষ হয়েছে।
- চলমান ৭১টি সেতুর অধিকাংশই ডিসেম্বর/১৩ এর মধ্যে সম্পন্ন হবে।
- ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি ২৪.৫৪%।

**ঝ(৫) নবীনগর-ডিইপিজেড-চন্দ্রা সড়ক ৪ লেনে উন্নীততকরণ প্রকল্প**

ঢাকা-আরিচা জাতীয় মহাসড়কের নবীনগর পয়েন্ট হতে ইপিজেড হয়ে জয়দেবপুর-টাঙ্গাইল জাতীয় মহাসড়কের গাজীপুর জেলার চন্দ্রা পর্যন্ত ১৬ কিলোমিটার রাস্তা বিদ্যমান ২ লেন হতে ৪ লেনে উন্নীতকরণের জন্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। ৯৫.৬০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১/৭/২০১০ থেকে ৩০/৬/২০১৩ মেয়াদে প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে সংশোধিত হয়ে ব্যয়ের পরিমান ১৩০.৮৩ কোটি টাকায় দাড়ায়। প্রকল্পের আওতায় ১৬ কিলোমিটার সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন, ২টি সেতু, ২৫টি কালভার্ট, ৪টি ফুটওভার ব্রীজ, ১০ কিলোমিটার ড্রেন ফুটপাত এবং ১০ কিলোমিটার সার্ভিস লেইন নির্মাণ নির্ধারিত আছে।

অগ্রগতিঃ

(১) পেভমেন্ট- ১৪ কিলোমিটারের মধ্যে ১৩.৭৫ কিলোমিটার সম্পন্ন হয়েছে (৭৪%)।

(২) সার্ফেসিং- ১৬ কিলোমিটারের এর মধ্যে ২ কিলোমিটার সম্পন্ন হয়েছে (১৫%)।

(৩) সেতু- ২টির মধ্যে ২টি সম্পন্ন হয়েছে (১০০%)।
(৪) কালভার্ট- ২৫টির মধ্যে ২৫টি সম্পন্ন হয়েছে (১০০%)।
(৫) ফুটওভার ব্রীজ- ৪টির মধ্যে ২টি সম্পন্ন হয়েছে (৫০%)।
(৬) ড্রেন ফুটপাত- ১০ কিলোমিটারের মধ্যে ৮ কিলোমিটার সম্পন্ন হয়েছে (৮০%)।
(৭) সার্ভিস লেইন- ১০ কিলোমিটারের মধ্যে ৮ কিলোমিটার (সার্ফেসিং বাদে) সম্পন্ন হয়েছে (৬০%)।
(৮) সার্বিক অগ্রগতিঃ ৭২%।

প্রকল্পটির শতভাগ কাজ মে/১৩ এর মধ্যে সম্পন্ন করা যাবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে প্রকল্প এলাকায় অসহনীয় যানজট সমস্যার সমাধান হবে। ফলে দেশের উত্তরঞ্চলের সাথে ঢাকা মহানগরীর যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর হবে। সেই সাথে পরিবহন ব্যয় ও পরিবহন সময় হ্রাস পাওয়ায় জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

### ঝ(৬) পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ সড়ক উন্নয়ন এবং শেখ লুৎফর রহমান সেতু (পাটগাতী সেতু) নির্মাণ

পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কের ৪০তম কিলোমিটারে মধুমতি নদীর উপর শেখ লুৎফর রহমান সেতু (পাটগাতি সেতু) এ প্রকল্পের আওতায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নির্মিত হচ্ছে। সম্পূর্ণ প্রকল্পটি ৭২.৬৫ কোটি টাকা ব্যয়ে আগষ্ট/২০০৯ হতে জুন/১৩ মেয়াদে এডিপির আওতায় বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ৭টি স্পান বিশিষ্ট সেতুটির মোট দৈর্ঘ্য ৩৯১.৪৯১ মিটার। সেতুটির মাঝের স্পানে ১০১.০৩৫ মিটার দীর্ঘ স্টীল ট্রাস স্থাপনের সংস্থান রয়েছে।

অগ্রগতিঃ

(১) পাইল- ১৪৪টির মধ্যে ১৪৪টি সম্পন্ন হয়েছে
(২) এবার্টমেন্ট- ২টির মধ্যে ২টি সম্পন্ন হয়েছে
(৩) পাইয়ার- ক্যাপ ৬টির মধ্যে ৪টি সম্পন্ন হয়েছে
(৪) গার্ডার- ৩০টির মধ্যে ১০টি সম্পন্ন হয়েছে
(৫) সার্বিক অগ্রগতিঃ ৫০%।

সেতুটি নির্মিত হলে পিরোজপুর ও বাগেরহাট জেলার কয়েকটি দুর্গম এলাকার জনগণ গোপালগঞ্জ ও ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলে সহজে যাতায়ত করতে পারবে।

### ঝ(৭) মিরপুর বিমান বন্দর সড়কে ফ্লাইওভার নির্মাণ

হযরত শাহজালাল (রহঃ) আর্ন্তজাতিক বিমান বন্দর হতে বনানী রেল ক্রসিং পয়েন্টের মধ্যবর্তী স্থানে প্রকল্পটির অবস্থান। প্রকল্পটি ৩৬০.০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মার্চ/২০১০ হতে জুন/২০১৩ মেয়াদে এডিপিভুক্ত হয়। প্রকল্পের আওতায় ৮০৪ মিটার দীর্ঘ বনানী রেলওয়ে ওভার পাস, ২৩৫৩ মিটার দীর্ঘ মিরপুর-বিমান বন্দর সড়ক ফ্লাইওভার নির্মাণ নির্ধারিত আছে। বনানী রেলক্রসিং ওভার পাস অংশটির নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। গত ২৭/১২/২০১২ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ওভার পাস অংশটি যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করেছেন। ২৪৭.১৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ের ফ্লাইওভারটির একপ্রান্ত সেনানিবাস এলাকার মুল সড়ক এবং অপরপ্রান্ত বিমানবন্দর সড়ক স্পর্শ করেছে। মিরপুর-বনানী পথের যাত্রীদের সুবিধার জন্য ফ্লাইওভার এবং বনানী রেলক্রসিং ওভারপাসের মধ্যে একটি সংযোগ সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। এ সংযোগ সেতুর দৈর্ঘ্য ৫৬০ মিটার, মুল ফ্লাইওভারের দৈর্ঘ্য ১৭৯৩ মিটার। ফ্লাইওভার অংশের নির্মাণ কাজ মার্চ/১৩ এর মধ্যে সমাপ্ত হবে মর্মে আশা করা যায়। ফ্লাইওভারটি নির্মিত হলে মিরপুর থেকে বনানী ও বিমানবন্দর যাতায়াত সহজতর হবে, এটি যানজট নিরসনেও বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

### ঝ(৮) জেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (৮টি)

সমগ্র দেশের জেলা সড়ক উন্নয়নের লক্ষ্যে এডিপিতে ৮টি জেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। এ ৮টি প্রকল্পে সর্বমোট ২৪২টি জেলা সড়ক নির্মাণ/উন্নয়নের সংস্থান রয়েছে। ৮টি প্রকল্পের মোট ডিপিপি মূল্য ২০১৮.৩৭ কোটি টাকা। জুন/১২ পর্যন্ত এ প্রকল্প গুলির ৪৬% কাজ সমাপ্ত হয়েছে। চলতি অর্থবছরে এ প্রকল্পগুলিতে ৩১৩.৮৬ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। জেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পগুলো জুন/১৩ এর মধ্যে সমাপ্ত করার জন্য নির্ধারিত আছে।

**ঝ(৯) সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন সড়ক নেটওয়ার্কে অন্তর্ভুক্ত সেতুসমূহের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ প্রকল্প**

প্রকল্পটির মাধ্যমে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন মহাসড়ক ও সড়কসমূহে মোট ৪৮টি অসমাপ্ত সেতুর (দৈর্ঘ্য ৫৮৫২.৪৫ মিটার) অবশিষ্ট কাজ সম্পাদনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। প্রকল্পটির ১৭টি সেতুর নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে এবং ৩১টি সেতুর কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পটির অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ৩০৬.৩৫ কোটি টাকা। ২০১২ সালে এ প্রকল্পের নিম্নলিখিত ৯টি সেতু যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছেঃ

(১) গৌরনদী-আগৈলঝাড়া-পয়সারহাট-কোটালীপাড়া-গোপালগঞ্জ সড়কের ৫ম কিলোমিটারে রথখোলা সেতু
(২) গৌরনদী-আগৈলঝাড়া-পয়সারহাট-কোটালীপাড়া-গোপালগঞ্জ সড়কের ৮ম কিলোমিটারে আগৈলঝাড়া সেতু
(৩) গৌরনদী-আগৈলঝাড়া-পয়সারহাট সড়কের ১৮তম কিলোমিটারে পয়সারহাট সেতু
(৪) বরিশাল (তালতলী)-সায়েস্তাবাদ-ফকিরাবাড়ী সড়কের ৩য় কিলোমিটারে তালতলী সেতু
(৫) বাঁধেরহাট-কাজিরহাট-নতিবপুর সড়কে মরা পদ্মা নদীর উপর কাজিরহাট সেতু
(৬) একদরিয়া-পোড়াদিয়া-আগরপুর সড়কের ১৬তম কিলোমিটারে আড়িয়াল খাঁ সেতু
(৭) আরিচা-ঘিওর-দৌলতপুর-টাঙ্গাইল সড়কে সাহেলী সেতু
(৮) কুমিল্লা শহর সংলগ্ন গোমতী নদীর উপর টিক্কারচর সেতু
(৯) হাজী সৈয়দ আলী সরফ ভাটা সড়কে শিলক সেতু

## ২. সম্প্রতি গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প

### ক. পায়রা সেতু (লেবুখালী সেতু)

দেশের দক্ষিণ অঞ্চলের সাথে ঢাকার যোগাযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা-পটুয়াখালী সড়কের ১৮৯তম কিলোমিটারে এবং বরিশাল-পটুয়াখালী (এন-৮) সড়কে ২৬তম কিলোমিটারে পায়রা নদীর উপর পায়রা সেতু (লেবুখালী সেতু) নির্মাণ প্রকল্পটি গৃহীত হয়েছে। পায়রা নদীর উপর প্রস্তাবিত সেতুটি নির্মিত হলে ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা-বরিশাল-পটুয়াখালী-কুয়াকাটা যাতায়াত সহজ হবে। বাস্তবায়নাধীন এ সেতুর দৈর্ঘ্য ১৪৭০ মিটার। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৪১৩.২৮ কোটি টাকা। বাস্তবায়নকাল এপ্রিল ২০১২ হতে ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত।

### খ. ৭ম বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সেতু (কাজীরটেক সেতু )

ঢাকার সাথে মাদারীপুর ও শরীয়তপুর হয়ে চাঁদপুরের সাথে দক্ষিণাঞ্চলের নিরবচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগ স্থাপনের জন্য চীন সরকারের সহায়তায় মাদারীপুর (মোস্তফাপুর)-শরীয়তপুর-চাঁদপুর সড়কের আড়িয়াল খাঁ নদীর উপর ৭ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু (কাজীরটেক সেতু) সহ আরও ৩টি সেতু (টেকেরহাট, টুমচর ও আঙ্গারিয়া) নির্মাণ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। ৭ম বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সেতু (কাজীরটেক সেতু) নির্মাণ প্রকল্পটি ২৭৫.২৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত মূল্যে মে ২০১২ হতে জুন ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত আছে। প্রকল্পের আওতায় ৬৯৪.৩৬ মিটার দীর্ঘ কাজীরটেক ব্রীজ, ৩১৬ মিটার দীর্ঘ ৩টি সেতু এবং ৫৩ মিটার দীর্ঘ মিডিয়াম স্প্যান ব্রীজ নির্মাণ করা হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য গত ০৩.০১.২০১২ তারিখে চীনা নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের সাথে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। নির্মাণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকল্পের কাজের জন্য নির্মাণ সামগ্রী প্রকল্প সাইটে আনা হয়েছে। সেতুর নির্মাণ কাজ সহসাই শুরু করার জন্য প্রস্তুত রয়েছে।

মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রীর উপস্থিতিতে কাজিরটেক সড়ক নির্মানের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর

### গ. ফেরী ও পন্টুন নির্মাণ/পূণর্বাসন

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর ৫১টি ফেরিঘাট, ১৩৫টি ফেরি এবং ১৫৯টি পন্টুনের অধিকাংশই বহু বছরের পুরাতন হওয়ায় এগুলোর পুনঃনির্মাণ এবং মেরামত আবশ্যক হয়ে পড়েছে। এছাড়াও কয়েকটি নতুন ফেরি ও পন্টুনের প্রয়োজন থাকায় সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য এ প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয়েছে। ১২৯ কোটি টাকা ব্যয়ে জুলাই/১২ থেকে ডিসেম্বর/২০১৪ মেয়াদে প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ৫১টি ফেরি ও ৩১টি পন্টুন পুনঃ নির্মাণ করা হবে। ১০টি ফেরি ও ৬টি পন্টুন নতুন নির্মাণ করা হবে। ১৭টি নতুন ইঞ্জিন প্রোপালশন ইউনিট সংগ্রহ করা হবে এবং ১৫টি ইঞ্জিন ওভার হোলিং করা হবে। প্রকল্পের জন্য ইতোমধ্যে ২ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে। প্রকল্পের বিভিন্ন অংশের জন্য ইতোমধ্যে দরপত্র আহবান করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে সওজ অধিদপ্তর এর ফেরি সার্ভিসের মান যথেষ্ট উন্নত হবে।

### ঘ. গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট (BRT) প্রকল্প

বাংলাদেশে এই প্রথম হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে গাজীপুর পর্যন্ত ২০ কিলোমিটার Bus Rapid Transit (BRT) সড়ক নির্মিত হবে। প্রকল্পের আওতায় প্রধানত ১৫.৫ কিলোমিটার At Grade বিআরটি সড়ক, ৪.৫ কিলোমিটার Elevated বিআরটি সড়ক, ৮ লেন টঙ্গি সেতু নির্মাণ, ৭টি ফ্লাইওভার, ৩১টি ষ্টেশন, ৫০টি আর্টিকুলেটেড এসি বাস ক্রয়, সড়কের দু'পাশে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ড্রেইন নির্মাণ (High capacity drain), ১৪১টি সংযোগ সড়ক, ১টি বিআরটি বাস ডিপো এবং এয়ারপোর্টে পিপিপি ভিত্তিতে মাল্টিমোডাল হাব নির্মিত হবে। অত্যাধুনিক GPS ভিত্তিক Intelligent Transport System (ITS) এর সহায়তায় কন্ট্রোল টাওয়ার এর মাধ্যমে সম্পূর্ন বিআরটি সিস্টেম Real Time এ পরিচালনা করা হবে। উন্নত বিশ্বের মেট্রো রেলের মতো ইলেকট্রোনিক টিকেট ও ইলেকট্রোনিক যাত্রী ইনফরমেশনসহ অন্যান্য আধুনিক সুযোগ সুবিধার সমন্বয়ে ষ্টেশন নির্মিত হবে। বর্ণিত বিআরটি সিস্টেমে পিক আওয়ারে ঘন্টায় প্রতি লেনে প্রতি দিকে ২০,০০০ যাত্রী যাতায়াত করতে পারবে। প্রতি ৩ মিনিট পরপর বিআরটি বাস চলাচল করবে। গাজীপুর হতে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত যাতায়াতের বর্তমান সময় অর্ধেকে নেমে আসবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে যানজট নিরসনে পরিবহন ব্যবস্থায় নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হবে।

জিওবি খাতে ৩৮৯.১৫ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য খাতে ১৬৫০.৬৯ কোটি টাকা মোট ২০৩৯.৮৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ের এ প্রকল্পটি ২০ নভেম্বর ২০১২ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটি সওজ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এবং এলজিইডি কর্তৃক যৌথভাবে বাস্তবায়িত হবে। সওজ অধিদপ্তর লিড সংস্থা হিসেবে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে।

প্রকল্পের ডিজাইন এবং বাস্তবায়নের জন্য ৩টি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা হয়েছে এবং তাদের সাথে নেগোসিয়েশন সম্পন্ন হয়েছে। আশা করা যায় মার্চ-২০১৩ মাসে ডিজাইনের কাজ শুরু করা যাবে। ADB এবং GEF এর সাথে গত ১৭ ডিসেম্বর ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। AFD'র সাথে ২৭ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে ঋণচুক্তি স্বাক্ষরের কর্মসূচী রয়েছে। BRT System পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য শতভাগ সরকারী মালিকানাধীন ঢাকা BRT নামে একটি কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হবে। এ কোম্পানী প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মন্ত্রিসভার নীতিগত অনুমোদন ইতোমধ্যে পাওয়া গিয়েছে।

## ৩. Upcoming প্রকল্প

### ক. দ্বিতীয় কাঁচপুর, দ্বিতীয় মেঘনা ও দ্বিতীয় গোমতী সেতু নির্মাণ

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কের কাঁচপুর, মেঘনা ও গোমতী সেতু দিয়ে যাতায়াতকারী ক্রমবর্ধমান ট্রাফিক ভলিউমের বিষয়টি বিবেচনা করে বিদ্যমান ৩টি সেতু সংস্কার ও মেরামতের মাধ্যমে পুনর্বাসন এবং ৪ লেন বিশিষ্ট দ্বিতীয় কাঁচপুর, দ্বিতীয় মেঘনা ও দ্বিতীয় গোমতী সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে জাইকার সহায়তায় একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। সম্ভাব্যতা সমীক্ষার মাধ্যমে এ প্রকল্পের মোট ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে ৮৭০৬.৫১ কোটি টাকা (তন্মধ্যে জাইকার সহায়তা ৬৮৫৩.৯৫ কোটি টাকা এবং জিওবি ১৮৫২.৫৬ কোটি টাকা)। এ প্রকল্পের অর্থায়নে জাইকা সম্মতি জ্ঞাপন করেছে এবং কনসালটেন্ট নিয়োগের EOI আহ্বানে সম্মত হয়েছে। আশা করা যায় ফেব্রুয়ারি ২০১৩ মাসে কনসালটেন্ট নিয়োগের EOI আহ্বান করা হবে। মার্চ ২০১৩ এর মধ্যে জাইকার সাথে ঋন চুক্তি স্বাক্ষর করা সম্ভব হবে। চলতি অর্থবছরেই সেতুগুলোর ডিটেইল্ড ডিজাইন কাজ শুরু করা হবে।

**প্রকল্পের আওতায় গৃহীত প্রধান প্রধান কার্যক্রমঃ**

- কাঁচপুর সেতু নির্মাণঃ ৩৯৬.৫০ মিটার সেতু, ৭০৩.৫০ মিটার এপ্রোচ সড়ক নির্মাণ
- মেঘনা সেতু নির্মাণঃ ৯৩০ মিটার সেতু, ৮৭০ মিটার এপ্রোচ সড়ক নির্মাণ
- গোমতী সেতু নির্মাণঃ ১৪১০ মিটার সেতু , ১০১০ মিটার এপ্রোচ সড়ক নির্মাণ
- কাঁচপুর, মেঘনা ও গোমতী সেতুর সংস্কার ও পুনর্বাসন

## খ. জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেংগা ৪ লেন সড়ক নির্মাণ প্রকল্প

এশিয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) সহায়তায় SASEC Road Connectivity Project অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন। প্রকল্পের প্রাক্কলিত মোট ব্যয় ২৯৫৯.৫৫ কোটি টাকা (জিওবি ১০০৯.৫৯ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১৯৪৯.৯৬ কোটি টাকা)। প্রকল্পটির ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতাধীন প্রধান প্রধান কার্যক্রম হলঃ

- ৭০ কিলোমিটার জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা সড়ক নির্মাণ। এ নির্মাণ কাজের আওতায় ৩৭.৩৮ লক্ষ ঘনমিটার মাটির কাজ, ৭০ কিলোমিটার পেভমেন্ট, ১৯২৪.৭০ মিটার সেতু, ৩১০০ মিটার ফ্লাইওভার/ওভারপাস এবং ৩৯২.৫ মিটার কালভার্ট নির্মাণ ; এবং
- সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় আধুনিকায়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণার্থে যন্ত্রপাতি ও পরামর্শক সেবার সংস্থান।

এ প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিতব্য মহাসড়কটি এশিয়ান হাইওয়ে নম্বর ২ (বাংলাবান্দা-হাটিকামরুল-ঢাকা-কাঁচপুর-সিলেট-তামাবিল) এবং সার্ক হাইওয়ে করিডর নম্বর ৪ (কাঠমন্ডু-কাকড়াভিটা-ফুলবাড়ী-বাংলাবান্ধা-মংলা-চট্টগ্রাম) ও করিডর নম্বর ৮ (থিম্পু-ফুনসোলিং-জয়গাঁও-বুড়িমারি-রংপুর-মংলা-চট্টগ্রাম) এর অংশ হবে। ইতোমধ্যে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এর সাথে ঋণ নেগোসিয়েশনপূর্বক এডিবি'র বোর্ড কর্তৃক ঋণ অনুমোদন করা হয়েছে। যথাসম্ভব স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রকল্প প্রস্তাবটি একনেক কর্তৃক অনুমোদন হলেই এডিবি'র সাথে ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে।

## গ. রোড সেফটি

সওজ অধিদপ্তরের অধীনে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে টেকনিক্যাল এসিসট্যান্স ফর রোড সেফটি ইম্প্রুভমেন্ট প্রোগ্রাম শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় মহাসড়কের প্রায় ১,০০০ কিলোমিটার সড়কাংশে সড়ক দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধান ও প্রতিকার বিধানকল্পে সার্ভে কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। বিপদজনক স্থান সমূহে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা হিসেবে Counter Measure Design এর কাজ শুরু হয়েছে।

Accident Research Institute (ARI) ও Roads & Highways কর্তৃক নির্ধারিত মোট ২২৭টি (২০৯ + ১৮) Black Spot এর মধ্য হতে ২৫টি Black Spot-এ রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল হতে Counter Measure প্রদান করা হয়েছে। জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ মহাসড়কে ১০টি এবং ঢাকা-চট্টগ্রাম ৪ লেন প্রকল্পে ৩১টি মোট ৪১টি Black Spot সংশ্লিষ্ট প্রকল্প হতে Address করা হচ্ছে। বাকী ১৬১টি Black Spot এর Counter Measure/ Intervention এর জন্য ১৭৮ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি DPP প্রণয়ন করে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

ইতোমধ্যে দুর্ঘটনা প্রবণ এবং ঝুঁকিপূর্ণ ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে ১০ টি এবং কেরানীহাট-বান্দরবান মহাসড়কে ৩ টি বাঁক সরলীকরণ ও প্রশস্ত করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে উভয় মহাসড়কে গত এক বছরে সড়ক দুর্ঘটনা ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। এ সাফল্যকে সামনে রেখে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে ৩ টি ও ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে ৩টি বাঁক সরলীকরণ ও প্রশস্ত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে বাঁক সরলীকরণের বাস্তবায়ন কাজ পরিদর্শন করছেন

## ৪. বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প

### ক. মেঘনা ও গোমতী সেতু পূণর্বাসন

ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কের ২৫তম কিলোমিটারে ১৯৯১ সনে ৯৩০ মিটার দীর্ঘ মেঘনা ব্রীজটি যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত হয়। দীর্ঘদিন অবিরাম ব্যবহারের ফলে ব্রীজটির অবস্থা আশংকাজনক অবস্থায় পৌছে। বড় ধরনের বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাওয়ায় জন্য জরুরী ভিত্তিতে ডিপোজিট ওর্য়াক হিসেবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মাধ্যমে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটি ১৪৯.৯৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ডিসেম্বর, ২০১১ হতে ডিসেম্বর, ২০১২ মেয়াদে এডিপিভুক্ত হয়। গোমতী সেতুর বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় এ সেতুটিও পুনর্বাসন অপরিহার্য হয়ে পড়ায় মেঘনা সেতুর পুনর্বাসন প্রকল্পের সাথে একত্রে মেঘনা ও গোমতী সেতুর পুনর্বাসনের লক্ষ্যে একটি সংশোধিত প্রস্তাব ৪৪৬.৯৬ কোটি টাকায় একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। গোমতী সেতুটি ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ৪২তম কিলোমিটারে ১৪১০ মিটার দীর্ঘ সেতুটি ১৯৯৫ সনে যানচলাচলের জন্য উন্মুক্ত হয়। বিদ্যমান মেঘনা সেতুর পুনর্বাসন প্রকল্পটির অগ্রগতি ৬০.৮০%। প্রকল্পটির আওতায় হিঞ্জবিয়ারিং ও এক্সপানশন জয়েন্ট এর অস্থায়ী মেরামত কাজ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। সেতুর স্থায়ী মেরামতের ১ম পর্ব ৪ - ৮ ডিসেম্বর, ২০১২ সময়ে সম্পন্ন হয়েছে এবং ২য় ও শেষ পর্বের কাজ আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারী হতে ২৫ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ তারিখের মধ্যে সমাপ্তের জন্য নির্ধারিত আছে। জুন/২০১৩ এর মধ্যে স্কাউরিং মেরামতসহ প্রকল্পের অন্যান্য সকল কাজ সমাপ্ত হবে বলে আশা করা যায়। এ মেরামতের ফলে সেতু ২টিতে আগামী ১০ বছরে আর কোন বড় ধরনের মেরামতের প্রয়োজন হবে না।

মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রীর মেঘনা সেতুর পূণর্বাসন কাজ পরিদর্শন

## খ. মিরপুর-এয়ারপোর্ট রোডে ফ্লাইওভার ও বনানী রেলক্রসিংয়ে ওভারপাস নির্মাণ প্রকল্প

হযরত শাহজালাল (রহঃ) আর্ন্তজাতিক বিমান বন্দর হতে বনানী রেল ক্রসিং পয়েন্টের মধ্যবর্তী স্থানে প্রকল্পটির অবস্থান। প্রকল্পটি ৩৬০.০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মার্চ/২০১০ হতে জুন/২০১৩ মেয়াদে এডিপিভুক্ত হয়। প্রকল্পের আওতায় ৮০৪ মিটার দীর্ঘ বনানী রেলওয়ে ওভার পাস ও ২৩৫৩ মিটার দীর্ঘ মিরপুর-বিমান বন্দর সড়ক ফ্লাইওভার নির্মাণ নির্ধারিত আছে। বনানী রেলক্রসিং ওভার পাস অংশটির নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। গত ২৭/১২/২০১২ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ওভার পাস অংশটি যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করেছেন। মার্চ/১৩ এর মধ্যে প্রকল্পের বাকী কাজ সমাপ্ত হবে মর্মে আশা করা যায়। বনানী রেলক্রসিং এ দৈনিক গড়ে ৭২টি ট্রেন চলাচল করে যা যানজট সৃষ্টির অন্যতম কারণ। ওভার পাসটি নির্মাণের ফলে ট্রেন চলাচল জনিত যানজট দুরীভুত হয়েছে। প্রকল্পের বাকী কাজ সমাপ্ত হলে যানজট পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য উন্নতি হবে।

মিরপুর এয়ারপোর্ট রোডে নির্মাণাধীন ফ্লাইওভার

## গ. কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন-ড্রাইভ ২য় পর্যায় (ইনানি থেকে সিলখালী পর্যন্ত) সড়ক (সংশোধিত) প্রকল্প

কক্সবাজার থেকে টেকনাফ পর্যন্ত বিস্তৃত অপূর্ব নৈসর্গিক শোভামন্ডিত পৃথিবীর দীর্ঘতম অবিচ্ছিন্ন সমুদ্র সৈকতের জন্য গর্বিত বাংলাদেশ। সমূদ্রের আগ্রাসী টেউয়ের আঘাতে হুমুকির মুখে অপার সম্ভাবনার আধার এ সমুদ্র সৈকত। নয়নাভিরাম এ সৈকত রক্ষার জন্য কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন-ড্রাইভ ২য় পর্যায় (ইনানি থেকে সিলখালী পর্যন্ত) সড়ক (সংশোধিত) প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। ইনানী থেকে সীলখালী পর্যন্ত ২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ সৈকত সড়ক এ প্রকল্পের আওতাধীন। প্রকল্পটি ১৬৯.২৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০০৮-০৯ থেকে ২০১২-১৩ মেয়াদে এডিপিভুক্ত হয়েছে। ৪৭০.১৯ কোটি টাকা ব্যয়ে এবং ২০১৫-১৬ মেয়াদের জন্য প্রকল্পটির ডিপিপি সংশোধনের প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ২৪ কিলোমিটার পাকা সড়ক, ৯টি আরসিসি ব্রীজ, ২৬টি আরসিসি কালভার্ট, ৩২টি পাইপ কালভার্ট এবং রক্ষাপ্রদ কাজ নির্ধারিত আছে। এ প্রকল্পের ১ম পর্যায় (কলাতলী থেকে ইনানী পর্যন্ত ২৪ কিলোমিটার) এর কাজ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। এতদসংক্রান্ত রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পালন করছে।

অগ্রগতিঃ

(১) সড়ক বাঁধ- ১০.৬২ লক্ষ ঘন মিটার এর মধ্যে- ৫.৩০৮ লক্ষ ঘন মিটার সম্পন্ন (৪৯.৯৮%)।
(২) ফ্লেক্সিবল পেভমেন্ট - ২৩.৫২ কিলোমিটারের মধ্যে ৭.২৪কিলোমিটার সম্পন্ন (৩০.৭৮%)।
(৩) কার্পেটিং/সিলকোট সার্ফেসিং-২৩.৫১ কিলোমিটারের মধ্যে ৬.৫৪কিলোমিটার সম্পন্ন (২৭.৮০%)।
(৪) আরসিসি সেতু -৯টির মধ্যে ৪টির কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং ৫টির কাজ চলমান রয়েছে।
(৫) আরসিসি কালভার্ট -২৬টির মধ্যে ৯টির কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং ১৬টির কাজ চলমান রয়েছে।
(৬) রক্ষাপ্রদ কাজ-
    (ক) ১১২৫ মিটার জিও টেক্সটাইল ও সিসি বস্নক/সাগর তীরের রক্ষাপ্রদ কাজ এর মধ্যে ১৫৭.৫৭ মিটার সম্পন্ন (১৪%)।
    (খ) ১.৪ লক্ষ ঘন মিটার টার্ফিং কাজের মধ্যে ১.৩৬ লক্ষ ঘন মিটার কাজ সম্পন্ন (৯৭%)।
(৭) সার্বিক অগ্রগতি- ৩৭.২৫%।

প্রকল্পটি সমাপ্ত হলে প্রকল্প এলাকায় পর্যটন শিল্পের প্রসার ঘটবে এবং কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে। এটি জাতীয় উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে।

### ঘ. পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ৬টি সড়ক নির্মাণ/উন্নয়ন প্রকল্প

জুলাই ১৯৯৯ হতে জুন ২০১৩ মেয়াদে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের ৬টি সড়ক ২৮৪.৩৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত মূল্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ডিপোজিট ওয়ার্ক হিসেবে নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ করছে। প্রকল্পটির আওতায় নিম্নোক্ত ৫টি সড়ক নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ সম্পন্ন হয়েছেঃ

- চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি সড়ক;
- বাঙ্গাল হালিয়া-রাজস্থলি সড়ক;
- রাঙ্গামাটি-চন্দ্রঘোনা-বান্দরবান সড়ক;
- দিঘীনালা-ছোট মেরুং-লংগদু সড়ক এবং
- খাগড়াছড়ি-বাঘাইহাট সড়ক।

আলীকদম-থানচি সড়কের সড়ক বাঁধ নির্মাণের কাজ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। অন্যান্য কাজ ডিপিপি পুনর্গঠন করে সম্পন্ন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

### ঙ. জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প

জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পভুক্ত W1-I প্যাকেজে জয়দেবপুর থেকে রাজেন্দ্রপুর পর্যন্ত ১২.৬৫ কিলোমিটার ও W1-II প্যাকেজে রাজেন্দ্রপুর থেকে মাওনা পর্যন্ত ১৭.৬০ কিলোমিটার দীর্ঘ সড়কের নির্মাণ কাজ বিভিন্ন জটিলতার কারণে নির্ধারিত সময়ে শুরু করা যায়নি। এ পরিস্থিতি হতে উত্তরণের লক্ষ্যে এবং রাস্তাটি দ্রুত নির্মাণের স্বার্থে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে ডিপোজিট ওয়ার্কের মাধ্যমে এ প্যাকেজ ২টি বাস্তবায়নের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

## ৫. সমাপ্ত ও উদ্বোধন হবে এরকম উল্লেখযোগ্য প্রকল্প

### ক. এলাসিন সেতু

আরিচা-ঘিওর-টাঙ্গাইল সড়কের এলাসিন নামক স্থানে ধলেশ্বরী নদীর উপর ৯৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৫১৫.১২ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এপ্রোচ সড়কের মাটির কাজের ৮০% সমাপ্ত হয়েছে। এপ্রোচ সড়কের ফ্লেক্সিবল পেভমেন্টসহ আনুষংগিক কাজ আগামী জুন ২০১৩ এর মধ্যে সমাপ্ত করে সেতুটি যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে।

টাঙ্গাইল জেলায় ধলেশ্বরী নদীর উপর এলাসিন সেতুর

## খ. চৌফলদন্ডী ব্রিজ

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন সড়ক নেটওয়ার্কে অন্তর্ভুক্ত সেতুসমূহের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ প্রকল্পের আওতায় কক্সবাজার জেলার খুরুশকুল-চৌফলদন্ডী-ঈদগাঁও সড়কের ৯ম কিলোমিটারে চৌফলদন্ডী চ্যানেলের উপর ৮.৪৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৩৪৬.০০ মিটার দীর্ঘ সেতুর কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে। এপ্রোচ সড়কের নির্মাণ কাজ ও আনুষংগিক কাজ আগামী জুন ২০১৩ এর মধ্যে সমাপ্ত করে সেতুটি যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে।

চৌফলদন্ডী ব্রিজ, কক্সবাজার

## গ. ওয়াজেদ মিয়া সেতু

সাদুল্লাপুর (মাদারগঞ্জ) - পীরগঞ্জ - নবাবপুর সড়কের ২৭তম কিলোমিটারে কাঁচদহঘাটে করতোয়া নদীর উপর ৩০৩.৩২ মিটার দীর্ঘ ওয়াজেদ মিয়া সেতু জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১৩ মেয়াদে ২২.৬৩ কোটি টাকা মূল্যে নির্মাণ করা হচ্ছে। সেতুটি নির্মিত হলে রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলা এবং দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলাকে সড়কপথে সরাসরি যুক্ত করবে। এতে দিনাজপুর জেলা হতে সাদুল্লাপুর হয়ে গাইবান্ধা জেলার সঙ্গেও সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হবে। সহসাই নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করে সেতুটি যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা সম্ভব হবে মর্মে আশা করা যায়।

নির্মাণাধীন ওয়াজেদ মিয়া সেতু

## ঘ. সোনতলা সেতু

ভৌগলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ১৬.৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া-বেলকুচি সড়কটি ঢাকা-আরিচা-নগরবাড়ী-বগুড়া-বাংলাবান্ধা জাতীয় মহাসড়ক এবং সায়দাবাদ-এনায়েতপুর সড়ককে সংযুক্ত করেছে। গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও সোনতলা সেতু এবং উল্লাপাড়া-বেলকুচি সড়কের প্রত্যাশিত উন্নয়নের জন্য জনগণকে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয়েছে। বর্তমান সরকার ৫৪.৪৫ কোটি টাকা ব্যয়ে করতোয়া নদীর উপর ৩৪৭.২৯ মিটার দীর্ঘ সোনতলা সেতুটির নির্মাণ কাজ শুরু ও সমাপ্ত করেছে। এছাড়া, উল্লাপাড়া-বেলকুচি সড়কটিকে প্রশস্তকরণের মাধ্যমে জেলা সড়ক থেকে আঞ্চলিক মহাসড়কে উন্নীত করার লক্ষ্যে ৮১.৩৫ কোটি টাকার একটি পুনর্গঠিত ডিপিপি ইতোমধ্যে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। এ সেতুটি উন্মুক্তকরণের সাথে সাথেই বেলকুচি, এনায়েতপুর, উল্লাপাড়া, শাহজাদপুরের সাথে পার্শ্ববর্তী পাবনা ও কুষ্টিয়া জেলাসহ দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জেলাসমূহের সড়ক পথে নিবিড় যোগাযোগ স্থাপিত হবে। প্রায় ২ লক্ষ ১০ হাজার হস্ত ও যন্ত্রচালিত তাঁত শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রায় ৩ লক্ষ ৭০ হাজার মানুষের উৎপাদিত তাতঁ বস্ত্র এবং লাখ কৃষকের উৎপাদিত দুগ্ধ ও কৃষিজাত পণ্য ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় পরিবহণ ও বাজারজাতকরণ সহজতর হবে। তাঁদের জীবন-জীবিকার ব্যাপক ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সহসাই সেতুটি উদ্বোধন করবেন মর্মে আশা করা যাচ্ছে।

সোনতলা সেতু

## ঙ. শিবসা ও কয়রা সেতু

বেতগ্রাম-তালা-পাইকগাছা-কয়রা সড়কের ৩৩তম কিলোমিটারে ৪৩.৬৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩৪৬.৭৬ মিটার দীর্ঘ শিবসা সেতু এবং ৫১তম কিলোমিটারে ১৪.৩১ কোটি টাকা ব্যয়ে ২২৩.৪৬ মিটার দীর্ঘ কয়রা সেতুর নির্মাণ কাজ সম্প্রতি সমাপ্ত হয়েছে। ইতোমধ্যে যান চলাচল করছে। সেতু ২টি নির্মাণের ফলে তালা, পাইকগাছা ও কয়রা উপজেলার সাথে খুলনা জেলা সদরের সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। এছাড়া সড়কটি সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি ও শ্যামনগর উপজেলার সাথেও খুলনা শহরের যোগাযোগ স্থাপন করেছে।

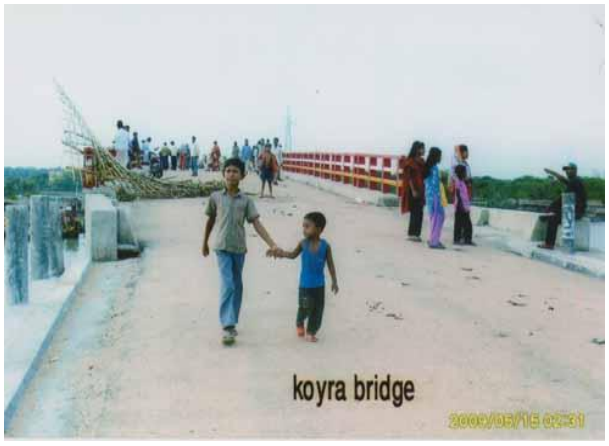


## চ. শুকনাকুঁড়ি সেতু

নেত্রকোনা জেলার বিরিশিরি-শ্যামগঞ্জ সড়কের ১১তম কিলোমিটারে শুকনাকুড়ি নদীর উপরে ২২৪.১১ মিটার দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতুর নির্মাণ কাজ ৫.৩৭ কোটি টাকা ব্যয়ে সমাপ্ত হয়েছে। ইতোমধ্যে যান চলাচল করছে।

বিরিশিরি-শ্যামগঞ্জ সড়কে শুকনাকুড়ি সেতু

### চ. পঞ্চগড়-তেঁতুলিয়া-বাংলাবান্ধা জাতীয় মহাসড়ক এবং বোদা-দেবীগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় সড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্প-২ এর আওতায় দুটি চুক্তির মাধ্যমে ৫৩.১০ কিলোমিটার দীর্ঘ পঞ্চগড়-তেঁতুলিয়া-বাংলাবান্ধা জাতীয় মহাসড়ক (তেঁতুলিয়া বাইপাসসহ) ১৮৭.৩৪ কোটি টাকা ব্যয়ে এবং ২৬.৩০ কিলোমিটার দীর্ঘ বোদা-দেবীগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক (বোদা বাইপাসসহ) ৮৪.৪৯ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এক লেন বিশিষ্ট বোদা-দেবীগঞ্জ জেলাসড়কটি এ প্রকল্পের মাধ্যমে দুই লেন বিশিষ্ট আঞ্চলিক মহাসড়কে উন্নীত করা হয়েছে।

ল্যান্ড লক্‌ড দেশ নেপাল ও ভূটানকে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্র বন্দরকে ব্যবহারের সুযোগ প্রদানে সড়ক দুটি ভূমিকা রাখবে। উল্লেখ্য, সড়ক দুটি দক্ষিণ এশীয় উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা (SASEC) এর চিহ্নিত সড়ক রুট। নির্মিত এ সড়ক দুটি এশিয়ান হাইওয়ে-২ এর রুট হিসেবেও বিবেচিত। সড়ক দুটি নির্মিত হওয়ায় চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর এবং রাজধানী ঢাকার সাথে বাংলাবান্ধার দূরত্ব ১৫ কিলোমিটার হ্রাস পেয়েছে। এর ফলে বাংলাবান্ধা স্থল বন্দরের মাধ্যমে আমদানী ও রপ্তানি ব্যাপক প্রসারের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং সময় ও খরচের সাশ্রয় হচ্ছে।

## ৬. অনুন্নয়ন খাত (মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাত)

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন সড়ক ও সেতুসমূহের সংস্কার ও মেরামতের কাজ রাজস্ব বাজেটের আওতায় অনুন্নয়ন খাত হতে নির্বাহ করা হয়।

### ক. ২০১২-১৩ অর্থবছর

চলতি অর্থবছরে এ খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ৯৮০.৯৪ কোটি টাকা। উল্লিখিত অর্থ নিম্নোক্ত উপখাতে বন্টন করা হয়েছেঃ

(কোটি টাকায়)

| অর্থনৈতিক কোড | বিবরণ | বরাদ্দ |
|---|---|---|
| ৪৯৩৬ | পিরিয়ডিক মেইনটেন্যান্স প্রোগ্রাম (পিএমপি সড়ক) | ৫৫০.০০ |
| ৪৯৩৬ | পিরিয়ডিক মেইনটেন্যান্স প্রোগ্রাম (পিএমপি সেতু) | ৫০.০০ |
| ৪৯৩৬ | জরুরী মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ | ১৭.০০ |
| ৪৯৩৬ | পিরিয়ডিক মেইনটেন্যান্স সড়ক ও সেতু | ৩১৩.৯৪৪ |
| ৪৯৩৬ | রুটিন মেইনটেন্যান্স | ৫০.০০ |
| **মোট** | | **৯৮০.৯৪৪** |

বর্তমান অর্থবছরে এ খাতে গত অর্থবছর হতে ২৭৬.০৪৪ কোটি টাকা বেশী বরাদ্দ পাওয়া গেছে। তবে চলমান কাজ সমাপ্ত করতে আরও অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রয়োজন।

বরাদ্দকৃত অর্থে সারাদেশে নিম্নোক্ত কাজগুলি বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছেঃ

- ১৫০ কিলোমিটার সড়ক পুনর্বাসন (সার্ফেসিং ব্যতিত)
- ৪০০ কিলোমিটার কার্পেটিংসহ সীলকোট
- ৮৫০ কিলোমিটার ওভারলে
- ১০০ কিলোমিটার ডিবিএসটি
- ১২০০ কিলোমিটার সীলকোট
- ১০টি সেতু ও ১১০টি কালভার্ট পুনঃনির্মাণ

গৃহীত অধিকাংশ কাজ এপ্রিল/২০১৩ মাসের মধ্যে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত আছে।

## খ. ২০১১-১২ অর্থবছর

২০১১-১২ অর্থ বছরে সড়ক সেতু মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে বরাদ্দ ছিল ৭০৪.৯০ কোটি টাকা, যার বিভাজন নিম্নরূপঃ

(কোটি টাকায়)

| অর্থনৈতিক কোড | বিবরণ | বরাদ্দ | অগ্রগতি |
|---|---|---|---|
| ৪৯৩৬ | পিরিয়ডিক মেইনটেন্যান্স প্রোগ্রাম (পিএমপি সড়ক) | ১৮৫.০০ | ৯৯.৫৬% |
| ৪৯৩৬ | পিরিয়ডিক মেইনটেন্যান্স প্রোগ্রাম (পিএমপি সেতু) | ৫০.০০ | |
| ৪৯৩৬ | জরুরী মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ | ২০.০০ | |
| ৪৯৩৬ | পিরিয়ডিক মেইনটেন্যান্স সড়ক ও সেতু | ৩৯৯.৯০ | |
| ৪৯৩৬ | রুটিন মেইনটেন্যান্স | ৫০.০০ | |
| | মোট | ৭০৪.৯০ | |

বরাদ্দকৃত অর্থে সারাদেশে নিম্নোক্ত কাজগুলি করা হয়েছেঃ

- ১৪০.৫৩ কিলোমিটার সড়ক পুর্নবাসন (সার্ফেসিং ব্যতিত)
- ৭২১.০০ কিলোমিটার কার্পেটিংসহ সীলকোট
- ৩৪২.৬১ কিলোমিটার ওভারলে
- ৯০.৪৪ কিলোমিটার ডিবিএসটি
- ১১০৫.৯৬ কিলোমিটার সীলকোট
- ৯টি সেতু ও ১১০টি কালভার্ট পুনঃনির্মাণ
- ৫৪০ মিটার (২২টি) বেইলী সেতু সংগ্রহ

বিগত বর্ষাসহ ঈদ-উল-ফিতর, ঈদ-উল-আযহা এবং দূর্গাপুজায় সারাদেশের সড়ক নেটওয়ার্ক সংস্কার ও মেরামত করে ঘরমুখো জনসাধারণের যাতায়াত নির্বিঘ্ন রাখা হয়েছে। বর্তমানে সওজ অধিদপ্তরের আওতাধীন সড়ক নেটওয়ার্কের অবস্থা আগের চেয়ে অনেক উন্নত।

রক্ষণাবেক্ষণ খাতের আওতায় ঢাকা-মাওয়া মহাসড়কে ওভারলে কাজ

রক্ষণাবেক্ষণ খাতের আওতায় নির্মিত বরগুনা সড়ক বিভাগাধীন পটুয়াখালী-আমতলী-বরগুনা-কাকচিড়া সড়কের ৪৯তম কিলোমিটারে ২৮.০০ মিটার দীর্ঘ আরসিসি গার্ডার সেতু

### গ. রক্ষণাবেক্ষণ খাতের আওতায় সড়ক নিরাপত্তা কার্যক্রম

সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে ক্রমান্বয়ে সব জাতীয় মহাসড়ককে চার লেনে উন্নীতকরণসহ রোড ডিভাইডার স্থাপন করা হবে। ইতোমধ্যে ঢাকা-চট্রগ্রাম মহাসড়কে ৩১টি, ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের ১০টি স্থানে রোড ডিভাইডারসহ চারলেনে উন্নীতকরণের কাজ সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় চলমান রয়েছে।এছাড়াও নবীনগর-চন্দ্রা, চট্রগ্রাম-হাটহাজারী ও বিভাগীয় শহর রংপুরে রোড ডিভাইডারসহ সড়ক চার লেনে উন্নীত করণের কাজ অগ্রসরমান। । উল্লেখ্য দুর্ঘটনা প্রবণ এবং ঝুঁকিপূর্ণ ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের ১০টি বাঁক এবং কেরানীর হাট-বান্দরবান সড়কের ৩টি দুর্ঘটনা প্রবণ বাঁক ডিভাইডারসহ সরলীকরণ ও প্রশস্তকরণের কাজ শেষ হয়েছে। এছাড়া চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে ৩টি ও ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে ৩টি বাঁক প্রশস্ত ও সরলীকরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের বাঁক প্রশস্তকরণ কাজ

### ঙ. হাইওয়ে ডেভেলপমেন্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট (এইচডিএম)

হাইওয়ে ডেভেলপমেন্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট (এইচডিএম) Run অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত Need Assessment Report এর ভিত্তিতে সড়ক সংস্কার ও মেরামতের চাহিদা নির্ণয় করা হয়। বিগত ৩(তিন) বছরের চাহিদা ও প্রাপ্তি নিম্নরূপঃ

(কোটি টাকা)

| সাল | চাহিদা | প্রাপ্তি |
|---|---|---|
| ২০১০-২০১১ | ৪৭৪৫.০০ | ৬৬৭.৮০ |
| ২০১১-২০১২ | ৫১০০.০০ | ৭০৪.৯০ |
| ২০১২-২০১৩ | ৭০৯১.৩৮ | ৯৮০.৯৪৪ |

### চ. সওজ অধিদপ্তরের আয়

- ২০১১-১২ অর্থবছরে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরে রাজস্ব আয় হয়েছে সর্বমোট ৩৮২.৭৫ কোটি টাকা।
- ২০১২-১৩ অর্থবছরে ডিসেম্বর পর্যন্ত রাজস্ব আয় হয়েছে সর্বমোট ১৭৭.২৬ কোটি টাকা।

## ৭. পিপিপি (Public Private Partnership) কার্যক্রম

পরিবহণ সেক্টরে সরকারি খাতের পাশপাশি বেসরকারি খাতের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে পরিবহণ ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতায় নিম্নবর্ণিত ১৩টি সড়ক প্রকল্প পিপিপি'র ভিত্তিতে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছেঃ

1. Construction of Dhaka-Chittagong Expressway
2. Upgrading of Joydebpur-Debogram-Bhulta-Modanpur (Dhaka Bypass) Road into 4 lane
3. Dhaka Eastern Bypass (Demra-Tongi) 4 lane Road
4. Construction of Dhaka Western Bypass (Kodda-Baliarpur-Ruhitpur-Bourvita-Mukterpur)
5. Construction of Bourvita-Fatullah-Madanpur 4 lane Road
6. Upgrading of Hemayetpur-Singair-Manikganj Road into 4 lane
7. Development of Mynamati-B.Baria Sarail-Akhaura Road to 4 lane
8. Elevated Expressway from Oxygen Morh to Hathazari, Chittagong
9. Development of Jhenaidah-Jessore-Khulna-Mongla Highway to 4 Lane
10. Upgrading of Jatrabari-Sultana Kamal Bridge-Tarabo Road into 4 lane

11. Upgrading of Dhaka-Sylhet-Tamabil road into 4-Lane
12. Construction of Multi-Modal Hub Terminal at Shah Jalal International Airport
13. Construction of Sylhet- Bholagonj Road

উল্লিখিত ১৩টি প্রকল্পের মধ্যে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি ক্রমিক ২, ৬ ও ১০ এ বর্ণিত প্রকল্প ৩টি-তে নীতিগত অনুমোদন প্রদান করেছে। ক্রমিক ১ এর প্রকল্পটি অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির নীতিগত অনুমোদনের জন্য সহসাই উপস্থাপন করা হবে।

## ৮. e-GP (ইলেকট্রনিক গভর্ণমেন্ট প্রকিউরমেন্ট)

পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৬ এর ধারা ৬৫ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার অনলাইনে টেন্ডার কার্যক্রম সম্পাদন করার লক্ষ্যে ই-জিপি পোর্টাল স্থাপন করেছে। এ পোর্টালে অনলাইন টেন্ডার কার্যক্রম সম্পাদনের উদ্দেশ্যে নির্বাচিত ৪টি পাইলট এজেন্সির মধ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর অন্তর্ভুক্ত আছে। ইতোমধ্যে সওজ অধিদপ্তরে ৭৬টি ই-টেন্ডার আহবান করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১৬টির কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। ৩১টির মূল্যায়ন প্রক্রিয়া চলছে এবং ২৯টি দরপত্র এখনও গৃহীত হয়নি। ইতোমধ্যে মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী ও সড়ক বিভাগের সচিব এর ই-জিপি একাউন্ট খোলা হয়েছে। গত ২৪ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখ মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী e-GP এর মাধ্যমে ৩টি দরপত্রের অনুমোদন দিয়েছেন।

## ৯. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় পুনঃনির্মাণ

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সওজ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় তেজগাঁওস্থ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় ওয়ার্কসপ কমপাউন্ডে নিজস্ব ভূমিতে নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে নকশা প্রণয়নের জন্য পরামর্শক নিয়োগের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এডিবি'র অর্থায়নে SASEC Road Connectivity Project-এর অংশ হিসাবে ১৩৫.৯১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১৬০০০ বর্গমিটার সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণ করা হবে।

## ১০. রোড মাস্টার প্লান

এশিয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহযোগিতায় সওজ অধিদপ্তরের আওতাধীন জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়ক এবং জেলা সড়কের ব্যয় সাশ্রয়ী নিরাপদ পরিবেশ বান্ধব সমন্বিত সড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে ২০ বছর মেয়াদী একটি সড়ক মহাপরিকল্পনা (Road Master Plan) প্রণয়ন করা হয়। সে অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন সড়কের উন্নয়ন ও সংরক্ষণ কাজ গ্রহণ করা হচ্ছে। গত ১২ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখ অনুষ্ঠিত এ সংক্রান্ত একটি সেমিনারে মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী রোড মাস্টার প্লান অনুসরণ করার জন্য এবং সময় সময় প্রয়োজন মাফিক উক্ত রোড মাস্টার প্লান আপডেট করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

রোড মাস্টার প্লান সেমিনারে মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী

# ১১. সীমাবদ্ধতা

## ক. উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা

**জাতীয় বাজেটের রোড সেক্টরের বরাদ্দ ক্রমাগত হ্রাস পাওয়া**

দেশব্যাপি সড়ক নেটওয়ার্ক ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়া, জনগণের চাহিদার কারণে সওজ নেটওয়ার্ক বহির্ভূত সড়ক সওজ অধিদপ্তরে অন্তর্ভুক্ত হওয়া, সড়কে ট্রাফিকের পরিমাণ বহুগুণে বৃদ্ধি পাওয়া, সড়কের প্রশস্ততা বৃদ্ধি জরুরী প্রয়োজন হওয়া ইত্যাদি কারণে ব্যয় বৃদ্ধি পেলেও জাতীয় বাজেটের বিপরীতে রোড সেক্টরের বরাদ্দ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। দেখা যায় যে, বর্তমান সরকারের পূর্বের মেয়াদের শেষ বছরে জাতীয় বাজেটের বিপরীতে এই সেক্টরের বরাদ্দ ছিল ১৩.৫৭%, তা ক্রমাগত হ্রাস পেয়ে চলতি অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে ৪.৩৮%।

**এমটিবিএফ গাইড লাইন যথাযথভাবে অনুসরণ না হওয়া**

অর্থবিভাগ প্রতি অর্থবছরের শুরুতে এমটিবিএফ বাস্কেটে যে বরাদ্দ প্রদান করে থাকে, পরিকল্পনা কমিশন থেকে সে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ পাওয়া না যাওয়ায় অনুমোদিত প্রকল্পে ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব হয় না। চলতি অর্থবছরে অর্থ বিভাগ হতে উন্নয়ন বাজেটে ৩১২২.৭০ কোটি টাকা এমটিবিএফ বরাদ্দ প্রদান করা হলেও পরিকল্পনা কমিশন হতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ২৪০৯.৮০ কোটি টাকা, যা এমটিবিএফ বাজেট হতে ৭১২.৯০ কোটি টাকা কম।

## খ. বৃহৎ প্রকল্পের বরাদ্দকে এমটিবিএফ-এ অন্তর্ভুক্ত না করা

বৃহৎ প্রকল্পের বরাদ্দ এমটিবিএফ-এ অন্তর্ভুক্ত না করে আলাদাভাবে প্রদান করা প্রয়োজন। বৃহৎ প্রকল্প এমটিবিএফভুক্ত থাকায় এ সকল প্রকল্পে এডিপির জিওবি অর্থের সিংহভাগ বরাদ্দ প্রদান করতে হয়। এতে সারাদেশের বিভিন্ন স্থানে গৃহীত প্রায় দেড় শতাধিক ছোট ও মাঝারী প্রকল্প বরাদ্দের অভাবে যথাসময়ে সমাপ্ত করা সম্ভব হয়না।

## গ. উন্নয়ন খাতের বকেয়া

উন্নয়ন খাতে সমাপ্ত/বাদপড়া বা অন্য সংস্থায় হস্তান্তরিত সড়কে দীর্ঘদিনের একটি ক্রমপুঞ্জিভূত বকেয়া আছে, যা প্রায় ২৫০.০০ কোটি টাকা। এ বকেয়া পরিশোধের লক্ষ্যে ঠিকাদারগণ প্রায়শই তাগিদ প্রদান করেন। বিভিন্ন সময় উকিল নোটিশও প্রদান করছে। অর্থ মন্ত্রণালয় হতে থোক বরাদ্দ অথবা বিশেষ বরাদ্দের মাধ্যমে এ বকেয়া পরিশোধ করা প্রয়োজন।

১৪১০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত মূল্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন ক্ষতিগ্রস্ত সড়কসমূহের জরুরী পুনর্বাসন প্রকল্পটি জানুয়ারি ২০১১ হতে জুন ২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পে জুন ২০১২ পর্যন্ত সময়ে ৭৩৮ কোটি টাকার মেরামত ও পুনর্বাসন কাজ করা হয়েছে। তবে গত দুই অর্থবছরে এ প্রকল্পে ৬০৭ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়। বাস্তবায়িত কাজের বিল পরিশোধের জন্য অর্থ বিভাগের থোক বরাদ্দ অথবা বিশেষ বরাদ্দের মাধ্যমে ১৩১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা প্রয়োজন।

## ঘ. জনবল

সওজ অধিদপ্তরের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর মোট শূন্য পদের সংখ্যা ৬১৯৬। বর্তমানে কর্মরত ওয়ার্কচার্জড কর্মচারীর সংখ্যা ৭০৫৯। তন্মধ্যে ৬৭১ জন ওয়ার্কচার্জড কর্মচারীর চাকরীর মেয়াদ ২৫ বছর এবং ৬৩৩৮ জন ওয়ার্কচার্জড কর্মচারীর চাকরীর মেয়াদ ১০ বছরের উর্দ্ধে। উক্ত কর্মচারীদের নিয়মিত রাজস্ব সংস্থাপনে আনয়ন প্রয়োজন। ওয়ার্কচার্জড কর্মচারীদের অনেকে দীর্ঘ সময় ধরে কর্মরত থাকলেও সরকারি রাজস্ব খাতে অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় তাদের মধ্যে হতাশা বিরাজ করছে এবং কর্মক্ষেত্রেও তার প্রতিফলন ঘটছে। সারা জীবনের চাকুরির বিপরীতে জীবনের শেষ সময়টি স্বস্তিদায়ক হবে এ প্রত্যাশা হতে ওয়ার্কচার্জড কর্মীগণ সরকারি কর্মে যোগ দিয়েছিল। জীবন সায়হ্নে এ প্রত্যাশাপূরণ একটি মানবিক দাবী।

## ঙ. MTBF বরাদ্দের মধ্যে প্রকল্পওয়ারী বরাদ্দ উপযোজন করার এখতিয়ার স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগকে প্রদান

স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগ এডিপি/আরএডিপি-তে প্রকৃত চাহিদা বিবেচনায় প্রকল্প ভিত্তিক বরাদ্দ প্রস্তাব করে থাকে। কিন্তু, অনেক ক্ষেত্রে পরিকল্পনা কমিশন হতে মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রস্তাব বিবেচনায় না নিয়ে নিজ উদ্যোগে প্রকল্প ভিত্তিক বরাদ্দ পরিবর্তন করে থাকে। এতে প্রকল্প বাস্তবায়নে জটিলতার সৃষ্টি হয়ে থাকে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর অগ্রগতিও বাধাগ্রস্থ হয়। এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে MTBF বরাদ্দ অপরিবর্তিত রেখে প্রকল্পওয়ারী এডিপি/আরএডিপি এর বরাদ্দ উপযোজন করার এখতিয়ার স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগকে প্রদান করা যেতে পারে।

**পরিশিষ্ট-ক**

# ২০১২-১৩ অর্থ বছরে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্প

১. কুয়েত ফান্ডের আওতায় শহীদ বুদ্ধিজীবি সেতু (৩য় বুড়িগঙ্গা), ২য় শীতলক্ষ্যা ও তিস্তা সেতু নির্মাণ (২য় সংশোধিত)
২. সড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্প-২ (সওজ অংশ)
৩. টাঙ্গাইল-এলাসিন নামক স্থানে ধলেশ্বরী নদীর উপর সেতু নির্মাণ (সংশোধিত)
৪. চট্রগ্রাম-কাপ্তাই সড়কে সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ
৫. সিলেট-জকিগঞ্জ (চরখাই-জকিগঞ্জ) সড়ক উন্নয়ন (সংশোধিত)
৬. কিশোরগঞ্জ-করিমগঞ্জ-চামড়াঘাট-মিঠামইন সড়ক উন্নয়ন (কিশোরগঞ্জ চামড়াঘাট অংশ)
৭. ত্রিশাল-নান্দাইল-তাড়াইল সড়কের ১৩তম কিলোমিটারে ব্রহ্মপুত্র নদীর উপর বালিপাড়া সেতু নির্মাণ
৮. কিশোরগঞ্জ-নিকলী সড়ক উন্নয়ন (মোহরকোণা সংযোগসহ)
৯. জেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (রংপুর জোন) (১ম সংশোধিত)
১০. ফেনী-নোয়াখালী জাতীয় মহাসড়কের চৌমুহনী বাজার অংশ ৪ লেনে উন্নীতকরণ
১১. জেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (বরিশাল জোন) (১ম সংশোধিত)
১২. জেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (রাজশাহী জোন)
১৩. জেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (চট্টগ্রাম জোন)
১৪. জেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (সিলেট জোন)
১৫. জেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (কুমিল্লা জোন)
১৬. জেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (খুলনা জোন) (১ম সংশোধিত)
১৭. জেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (ঢাকা জোন)
১৮. ময়মনসিংহ শহর বাইপাস সড়কের অবশিষ্ট কাজ সমাপ্তকরণ
১৯. সিলেট-সালুটিকর-কোম্পানীগঞ্জ-ভোলাগঞ্জ সড়কের ১০টি সেতু নির্মাণ
২০. সাদুল্লাপুর-নবাবগঞ্জ সড়কের ২৭ কিলোমিটারে (কাঁচদহঘাটে) করতোয়া নদীর উপর প্রি-স্ট্রেসড গার্ডার সেতু নির্মাণ
২১. ফরিদপুর শহরস্থ সওজ অধিদপ্তরের সড়ক উন্নয়ন
২২. মিরপুর বিমান বন্দর সড়কে ফ্লাইওভার এবং বনানী রেল ক্রসিং-এ ওভারপাস নির্মাণ
২৩. মানিকগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন গোলড়া-সাটুরিয়া সড়কের বিভিন্ন কিঃমিঃ এ ৬ টি সেতু নির্মাণ
২৪. নবীনগর-ডিইপিজেড-চন্দ্রা সড়ককে ৪ লেনে উন্নীতকরণ
২৫. পাবনা শহরের বিদ্যমান সড়কের পেভমেন্ট প্রশস্তকরণ ও মিডিয়ান নির্মাণ (বাস টার্মিনাল থেকে খাসপাড়া)
২৬. শেরপুর-ধুনট-কাজীপুর-সিরাজগঞ্জ সড়কের ৯ম কিলোমিটারে বথুয়াবাড়ী সেতু নির্মাণ
২৭. ১.০২৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট দৌলতদিয়া ফেরীঘাট এ্যাপ্রোচ সড়ক নির্মাণ এবং দৌলতদিয়া-ফরিদপুর-মাগুড়া-ঝিনাইদহ-যশোর-খুলনা মহাসড়কের প্রথম ২.৫০ কিলোমিটার সড়কাংশ ২ লেন হতে ৪ লেনে উন্নীতকরণ
২৮. আতাইকুলা-সুজানগর সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন (সেতু নির্মাণসহ)
২৯. কুমিল্লা-বুড়িচং-ব্রাহ্মণপাড়া-মিরপুর সড়কের ৩য় কিমি এ পিসি গার্ডার সেতু (পালপাড়া সেতু) নির্মাণ
৩০. রংপুর-বদরগঞ্জ-পার্বতীপুর সড়ক প্রশস্তকরণ (১ম সংশোধিত)
৩১. Technical Assistance for Road Safety Improvement Programs

**পরিশিষ্ট-খ**

# মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত চলমান ১৭টি প্রকল্প (১৩টি প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণরূপে ও ৪টি প্রতিশ্রুতি আংশিকভাবে চলমান) এবং কারিগরী সহায়তায় চলমান ২টি সমীক্ষা প্রকল্প

১. বিরিশিরি-বিজয়পুর স্থলবন্দর সড়ক নির্মাণ (মাদুপাড়া সংযোগসহ)
২. জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ সড়ক ৪ লেনে উন্নীতকরণ
৩. ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সিদ্ধিরগঞ্জ ও সোনারগাঁও উপজেলা পয়েন্টে দুটি ফুটওভার ব্রীজ নির্মাণ
৪. পটুয়াখালী-কুয়াকাটা সড়কের (২২.০০ কিলোমিটার) অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ (খেপুপাড়া-কুয়াকাটা অংশ)
৫. পায়রা নদীর উপর পায়রা সেতু (লেবুখালী সেতু) নির্মাণ
৬. সুনামগঞ্জ-মদনপুর-দিরাই-শাল্লা-আজমিরীগঞ্জ-হবিগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক নির্মাণ প্রতিশ্রুতির মদনপুর-দিরাই- শাল্লা সড়ক, বানিয়াচং-আজমিরীগঞ্জ সড়কাংশ এবং বানিয়াচং- হবিগঞ্জ সড়ক (প্রতিশ্রুতির আংশিক) উন্নয়ন
৭. খুলনা-চুকনগর-সাতক্ষীরা সড়কের চেইনেজ ৩৮+০০ থেকে ৪২+৫০০ কিলোমিটার পর্যন্ত সড়ক উঁচুকরণ ও পুনঃনির্মাণ এবং ৭টি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ
৮. নারায়নগঞ্জ সদর ও বন্দর উপজেলার মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে তৃতীয় শীতলক্ষ্যা সেতু নির্মাণ
৯. হালুয়াঘাট-মুন্সিরহাট-ধোবাউড়া সড়ক উন্নয়ন
১০. ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রতিশ্রুতির নবীনগর-ডিপিইজেড-চন্দ্রা সড়কাংশ উন্নয়ন (প্রতিশ্রুতির আংশিক)
১১. পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলায় আন্ধারমানিক নদীর উপর শহীদ শেখ কামাল সেতু নির্মাণ
১২. পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলায় হাজীপুর নদীর উপর শহীদ শেখ জামাল সেতু নির্মাণ
১৩. পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলায় আন্ধারমানিক নদীর উপর শহীদ শেখ রাসেল সেতু নির্মাণ
১৪. হবিগঞ্জ-লাখাই-সরাইল-নাসিরনগর সড়কের বলভদ্র নদীর উপর সেতু নির্মাণ
১৫. পাগলা-জগন্নাথপুর -রাণীগঞ্জ-আউশকান্দি সড়ক নির্মাণ
১৬. নেত্রকোনা-ধর্মপাশা-জামালগঞ্জ-সুনামগঞ্জ-সিলেট হয়ে সীমান্ত সড়ক নির্মাণ প্রতিশ্রুতির নেত্রকোনা সড়ক বিভাগাধীন নেত্রকোনা-ধর্মপাশা-জামালগঞ্জ সড়কাংশ উন্নয়ন (প্রতিশ্রুতির আংশিক)
১৭. গল্লামারী-বটিয়াঘাটা-দাকোপ-নলিয়ান সড়ক নির্মাণ এবং ঝপঝপিয়া ও ঢাকী নদীর উপর ব্রীজ নির্মাণ প্রতিশ্রুতির গল্লামারী-বটিয়াঘাটা-দাকোপ-নলিয়ান সড়ক নির্মাণ (প্রতিশ্রুতির আংশিক)
১৮. বরিশাল-ফরিদপুর মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ (সমীক্ষা প্রকল্পের আওতায় ফিজিবিলিটি স্টাডি )
১৯. মংলা নদীর উপর ঝুলন্ত সেতু নির্মাণ (সমীক্ষা প্রকল্পের আওতায় ফিজিবিলিটি স্টাডি )

**পরিশিষ্ট-গ**

# মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন ১৯টি (১৭টি + ২টি আংশিক) প্রকল্প

১. নেত্রকোণা-বিশিউড়া-ঈশ্বরগঞ্জ সড়ক উন্নয়ন
২. নেত্রকোণা-মদন সড়ক উন্নয়ন (আটপাড়া সংযোগসহ)
৩. মদন-খালিয়াজুরী সাবমার্জেবল সড়ক নির্মাণ
৪. নেত্রকোণা-মদন-খালিয়াজুরী সড়কের ৩৭তম কিলোমিটারে বালাই নদীর উপর পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ
৫. লক্ষীপুর - শরিয়তপুর সড়ক নির্মাণ
৬. বিষখালী নদীর উপর আমুয়া ব্রীজ নির্মাণ
৭. ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের মৌরাইলে রেলওয়ে ওভারপাস নির্মাণ
৮. নবীনগর-আশুগঞ্জ সড়ক নির্মাণ
৯. বংশী নদীর উপর ধুনট নামক স্থানে ব্রীজ নির্মাণ
১০. গৌরীপুর-হোমনা আঞ্চলিক সড়কটি সিলেট হাইওয়ে পর্যন্ত সম্প্রসারণসহ ২য় কিলোমিটারে ১১২.৬১ মিটার পিসি গার্ডার সেতু (গৌরীপুর সেতু) নির্মাণ
১১. নেত্রকোণা - ধর্মপাশা - জামালগঞ্জ - সুনামগঞ্জ সীমান্ত সড়ক নির্মাণ প্রতিশ্রুতির সুনামগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন জামালগঞ্জ - সুনামগঞ্জ সীমান্ত সড়ক নির্মাণ অংশ (প্রতিশ্রুতির আংশিক)
১২. সিলেট-সুনামগঞ্জ সড়ককে জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ
১৩. মনিরামপুর বাইপাস সড়ক নির্মাণ
১৪. নোয়াপাড়া শহর বাইপাস নির্মাণ
১৫. খুলনা (রূপসা)- শ্রীফলতলা - তেরখাদা সড়ক উন্নয়ন (সেনেরবাজার সংযোগ সড়কসহ)
১৬. নবাবগঞ্জ-শিবগঞ্জ-সোনামসজিদ রাস্তা পুনঃনির্মাণ ও প্রশস্তকরণ এবং কানসাট-রহনপুর-ভোলাহাট সড়ক পুনঃনির্মাণ ও প্রশস্তকরণ
১৭. পত্নীতলা -সাপাহার - পোড়শা - রহনপুর সড়ক পুনঃনির্মাণ ও প্রশস্তকরণ
১৮. হরিশপুর বাইপাস মোড় হতে বনবেলঘরিয়া মোড় পর্যন্ত নাটোর শহরের প্রধান সড়কটি ৪ লেনে উন্নীতকরণ
১৯. ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক ৪ লেনে উন্নীতকরণ প্রতিশ্রুতির জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা সড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ (প্রতিশ্রুতির আংশিক)

**পরিশিষ্ট-ঘ**

# মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত সওজ অধিদপ্তরে প্রক্রিয়াধীন ১৪টি প্রকল্প (১২টি + ২টি আংশিক)

১. পাগলা-জগন্নাথপুর-রাণীগঞ্জ-আউশকান্দি মহাসড়কের রাণীগঞ্জে কুশিয়ারা নদীর উপর সেতুসহ আঞ্চলিক মহাসড়ক নির্মাণ
২. চট্রগ্রাম শাহ-আমানত বিমান বন্দর থেকে শাহ আমানত সেতু হয়ে কক্সবাজার পর্যন্ত উপকূলবর্তী অঞ্চল দিয়ে মেরিন ড্রাইভ নির্মাণ
৩. সুনামগঞ্জ-মদনপুর-দিরাই-শাল্লা-আজমিরীগঞ্জ-হবিগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক নির্মাণ প্রতিশ্রুতির শাল্লা-জলশুকা সড়ক অংশের উন্নয়ন (প্রতিশ্রুতির আংশিক)
৪. সীতাকুন্ড থেকে মহরী সেচ প্রকল্প পর্যন্ত উপকূলীয় বেড়ী বাঁধের উপর বিকল্প সড়ক নির্মাণ
৫. ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মীরসরাই বাজারে একটি ফ্লাইওভার নির্মাণ
৬. মদনগঞ্জ-মদনপুর এবং সৈয়দপুর-পঞ্চবটি সড়ককে ৪ লেন বিশিষ্ট সড়কে উন্নীতকরণ
৭. লাঙ্গালবন্দ-কাইকারটেক-নবীগঞ্জ সড়ক নির্মাণ
৮. টাংগাব ডাকবাংলো এবং গাজীপুর টোক ইউনিয়নের মাঝে বানার নদীর উপর সেতু নির্মাণ
৯. নবাবগঞ্জ-আমনুরা সড়ক পুনঃনির্মাণ ও প্রশস্তকরণ
১০. খুলনা (গল্লামারী)-বাটিয়াঘাটা-দাকোপ-নলিয়ান ফরেস্ট সড়ক নির্মাণ এবং ঝপঝপিয়া ও ঢাকী নদীর উপর ব্রীজ নির্মাণ প্রতিশ্রুতির ঝপঝপিয়া ও ঢাকী নদীর উপর ব্রীজ নির্মাণ (প্রতিশ্রুতির আংশিক)
১১. জয়পুরহাট শহর থেকে হিলি স্থলবন্দর পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন
১২. চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলার দেলোয়ার খাঁ সড়ক উন্নয়ন
১৩. জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে সন্দ্বীপ-কোম্পানীগঞ্জ সড়ক বাঁধ নির্মাণ
১৪. বাউফল উপজেলার বগা নদীর উপর সেতু নির্মাণ

# ১২. চিত্রে মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী'র সড়ক পরিদর্শন

ঢাকা-চট্টগ্রান ৪ লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প পরিদর্শন

গোপালগঞ্জ সড়ক বিভাগের সড়ক নির্মাণ কাজ পরিদর্শন

যশোর-খুলনা সড়ক নির্মাণ কাজ পরিদর্শন

মেঘনা সেতুর সংস্কার কাজ পরিদর্শন

ঢাকা ইপিজেড ফুটওভারব্রিজ উদ্বোধন

মাননীয় মন্ত্রী'র বরিশাল জেলায় বিভিন্ন সড়ক পরিদর্শন

ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের সড়ক বাঁক প্রশস্তকরণ কাজ পরিদর্শন

ইবিবিআইপি প্রকল্পের চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান